CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-195 ■ 24 April, 2025 ■ আগরতলা ২৪ এপ্রিল , ২০২৫ ইং ■ ১০ বৈশাখ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

CMYK

দেশে বিদেশের তীব্র নিন্দা

জম্মু, ২৩ এপ্রিল (হি.স.)।। জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগামের বৈসরন উপত্যকায় মঙ্গলবারের জঙ্গি হামলায় অন্তত ২৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। নিহতদের মধ্যে অধিকাংশই পর্যটক। দু'দশকের ব্যবধানে আবারও কাশ্মীরে বড় হামলার শিকার পর্যটকেরা। জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগামে ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলা আরও একবার নাড়িয়ে দিয়েছে ভারতকে। এই দুঃসময়ে ভারতের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছে বিভিন্ন দেশ। বিদেশ থেকেও এসেছে শোকবার্তা। আমেরিকা, জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া, নেপাল, ইজরায়েল-সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ভারতের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছে।

আমেরিকা : জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগামে 'ইসলামপন্থী সন্ত্রাসী হামলায়' নিহতদের প্রতি সমবেদনা জানাতে মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ফোন করেছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী ট্রাম্পকে তাঁর সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন এবং বলেছেন, ভারত এই 'কাপুরুষোচিত এবং জঘন্য সন্ত্রাসী হামলার' অপরাধী এবং সমর্থকদের বিচারের আওতায় আনতে বদ্ধপরিকর।

জার্মানি : জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ স্কোলজ ''এক্স''-এ পোস্ট করেছেন: 'আমরা পহেলগামে পর্যটকদের ওপর জঘন্য সন্ত্রাসী হামলার তীব্র নিন্দা জানাই। নিহতদের পরিজনদের প্রতি সমবেদনা, আমরা আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। ভারতের জনগণের প্রতি আমাদের আন্তরিক সমবেদনা।'

ইজরায়েল : ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে টুইট করে জানানো হয়েছে, আমার প্রিয় বন্ধু নরেন্দ্র মোদী, জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগামে বর্বরোচিত সন্ত্রাসী হামলায় আমি গভীরভাবে শোকাহত। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ইজরায়েল ভারতের পাশে রয়েছে।

অস্ট্রেলিয়া : অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানিজ ''এক্স''-এ পোস্ট করেছেন: 'জম্মু ও কাশ্মীরে নিরীহ নাগরিকদের উপর ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলায় আমি মর্মাহত। এই হিংসার কোনও যৌক্তিকতা নেই এবং অস্ট্রেলিয়া এর নিন্দা করে।'

ব্রিটেন : ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কেয়ার স্টারমার ''এক্স''-এ পোস্ট করেছেন: 'কাশ্মীরে ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলা অত্যন্ত বিধ্বংসী। আমার সমবেদনা ক্ষতিগ্রস্তদের, তাদের প্রিয়জনদের এবং ভারতের জনগণের সঙ্গে।'

নেপাল : নেপালের প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি টুইট করেছেন, 'নেপাল ভারতের পাশে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছে এবং যে কোনও এবং সকল সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে।'

জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলার তীব্র নিন্দা করলো ঢাকা। এক প্রেস বিবৃতিতে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে শোকবার্তায় জানানো হয়েছে, ভারতের জম্মু ও কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদী হামলার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ নিহতদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে এবং এই হিংসার ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত সকলের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করছে। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী লড়াইয়ে বাংলাদেশ নিজস্ব অটল প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করছে।

জম্মু ও কাশ্মীর সরকার পহেলগামে জঙ্গি হামলায় নিহতদের পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা এবং আহতদের জন্য ২ লক্ষ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সুরক্ষা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখলেন শাহ, পৌঁছল এনআইএ

পহেলাগাঁও হামলার কড়া পদক্ষেপ কেন্দ্রের পাকিস্তানকে কড়া বার্তা মোদী সরকারের

বুধবার পহেলগাঁও হামলা নিহতদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিল ।। কাশ্মীরের পেহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হানায় নিহত ২৬ নিরীহ পর্যটকের মৃত্যুর ঘটনায় শোকাহত গোটা দেশ। এই ভয়াবহ ঘটনার পর বুধবার সকালে নিহতদের মরদেহে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি নিহতদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করে পাশে থাকার বার্তা দেন। একইভাবে, জম্মু ও কাশ্মীরের উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহাও শ্রদ্ধা জানান নিহতদের প্রতি এবং এই নির্মম সন্ত্রাসী হামলার তীব্র নিন্দা করেন।

এই ঘটনার পর দিল্লিতে জরুরি বৈঠকে বসে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার নিরাপত্তা সংক্রান্ত কমিটি। প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে প্রায় আড়াই ঘণ্টা ধরে চলা এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। বৈঠক শেষে সাংবাদিক বৈঠকে ভারতের পক্ষ থেকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একগুচ্ছ কড়া পদক্ষেপের ঘোষণা করেন বিদেশ সচিব বিক্রম মিস্রী।

সরকার জানায়, পাকিস্তান যতদিন না আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসে মদত বন্ধ করছে, ততদিন স্থগিত রাখা হবে ১৯৬০ সালের সিন্ধু জলচুক্তি। পাশাপাশি, অবিলম্বে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে আটারি-ওয়াঘা সীমান্ত। যাঁরা বৈধ নথিপত্র নিয়ে ওই পথ দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছেন, তাঁদের ১ মে'র মধ্যে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এছাড়া বাতিল করা হয়েছে পাকিস্তানিদের জন্য 'সার্ক ভিসা এক্সেম্পশন স্কিম'। ভারতে অবস্থানরত পাকিস্তানি নাগরিকদের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে দেশত্যাগ করতে বলা হয়েছে। একইসঙ্গে ইসলামাবাদে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস থেকে প্রতিরক্ষা, নৌ ও বায়ু উপদেষ্টাসহ সংশ্লিষ্ট সহকারীদের প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে নয়াদিল্লি। একইভাবে দিল্লিতে নিযুক্ত পাকিস্তানি দূতাবাসের সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের 'অবাঞ্ছিত' ঘোষণা করে তাঁদের সাত দিনের মধ্যে ভারত ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সেই সঙ্গে পাকিস্তানি দূতাবাসের কর্মী সংখ্যা ৫৫ থেকে কমিয়ে ৩০ করা হবে বলেও জানানো হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে আগামী ১ মে ২০২৫ থেকে।

বিদেশ সচিব জানান, কাশ্মীর উপত্যকায় শান্তি, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও উন্নয়নের আবহ তৈরি হওয়ার প্রেক্ষিতেই এই হামলা হয়েছে। এর মাধ্যমে ভারতে অস্থিরতা তৈরির চেষ্টা করছে শত্রুপক্ষ। তাই দেশের তিন বাহিনীকে সর্বোচ্চ সতর্কতায় রাখা হয়েছে এবং হত্যাকারীদের দ্রুত চিহ্নিত করে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

২০২৫-২৬ অর্থ বছরে

পুর নিগমের ৪৭৫.২৩ কোটির বাজে পেশ, ঘাটতি ৭৭.০২ লাখ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল।। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে আগরতলা পুর নিগম ৪৭৫.৮৩ কোটি টাকার বাজেট পেশ করেছে। বাজেটে ঘাটতি ৭২ লক্ষ ২ হাজার টাকা। ব্যয় অনুমান করা হয়েছে ৪৭৬.৫০ কোটি টাকা। আজ আগরতলা পুর নিগমের কনফারেন্স হলে মেয়র দীপক মজুমদার এবছরের পূর্নাঙ্গ বাজেট পেশ করেছেন।এদিন মেয়র বলেন,শহরবাসীর সার্বিক সুবিধার কথা মাথায় রেখে ৪৭৫.৮৩ কোটি টাকার বাজেট পেশ করা হয়েছে। তাতে ঘাটতি দেখা দিয়েছে ৭২ লক্ষ ২ হাজার টাকা। পুর নিগমরে নিজস্ব আয় এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প থেকে এই ঘাটতি মেটানোর চেষ্টা করা হবে বলে জানান তিনি।

পহেলগাঁও এ জঙ্গি হামলার নিন্দা জানিয়ে

শান্তি ও আর্থ সামাজিক উন্নতি থমকে দিতে পহেলাগাঁও হামলা ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল।। জম্মু ও কাশ্মীরে শান্তির বাতাবরণ ও আর্থ সামাজিক উন্নতি থমকে দিতে পহেলগাঁওতে বর্বরোচিত হামলা চালিয়েছে সন্ত্রাসবাদীরা।

জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে বর্বরোচিত জঙ্গি হামলায় নিরীহ পর্যটকদের হতাহতের ঘটনায় এই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। ঘটনার তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করে হতাহত পর্যটকদের পরিজনদের সমবেদনা জানান মুখ্যমন্ত্রী। এক বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ যেভাবে জম্মু ও কাশ্মীরে শান্তির বাতাবরণ কায়েম করেছেন, সেটা দেখে সন্ত্রাসবাদীরা পহেলগাঁওয়ে এধরণের বর্বরোচিত আক্রমণ করেছে। ৩৭০ ও ৩৫ এ ধারা জম্মু ও কাশ্মীরে বিলোপ হওয়ায় এখন সেখানে প্রচুর সংখ্যায় পর্যটকের সমাগম হচ্ছে। সন্ত্রাসবাদীরা মনে করছে এখন সেখানে সামগ্রিক পরিস্থিতি ভালো হয়েছে এবং আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটেছে।

নিন্দা ও সমবেদনা

মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, আমরা সবাই কাশ্মীরকে ভূস্বর্গ হিসেবে জানি। সারা দেশ থেকে পর্যটকরা জম্মু ও কাশ্মীর ভ্রমণে যান। আর সেটা মেনে নিতে না পেরে এধরণের বর্বরোচিত আক্রমণ সংঘটিত করেছে জঙ্গিরা। তারা ভেবেছে এধরণের কাপুরুষোচিত কর্মকান্ডের মাধ্যমে সেখানকার শান্তির বাতাবরণ ও আর্থ সামাজিক উন্নতি এবং মানুষের খুশি, আনন্দ থমকে দেওয়া যাবে। তাই এধরণের জঘন্য আক্রমণ চালিয়েছে সন্ত্রাসবাদীরা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমি এধরণের বর্বরোচিত ও কাপুরুষোচিত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সন্ত্রাসবাদকে প্রতিহত করতে গোটা দেশ একজোট ঃ প্রদেশ কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল।। জম্মু-কাশ্মীরের পেহেলগাঁওতে সন্ত্রাসবাদীদের বর্বরোচিত হামলায় নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে বুধবার আগরতলায় মোমবাতি মিছিলের আয়োজন করলো প্রদেশ কংগ্রেস।

এই হামলায় বহু ভারতীয় নাগরিক শহীদ হয়েছেন এবং অনেকেই গুরুতরভাবে আহত। এই নির্মম ঘটনার প্রতিবাদে এবং শহীদদের আত্মার শান্তি কামনায় কংগ্রেস ভবনের সামনে থেকে একটি মৌন মোমবাতি মিছিল বের করা হয়।

মিছিলে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি, অন্যান্য শীর্ষ নেতৃত্ব, যুব কংগ্রেস কর্মী ও দলীয় সমর্থকরা। তারা হাতে মোমবাতি ও ব্যানার নিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে শহরের প্রধান সড়ক পরিক্রমা করেন।

উক্ত কর্মসূচিতে উপস্থিত বক্তারা বলেন, এই কাপুরুষোচিত হামলা ভারতের সংহতি ও নিরাপত্তার উপর আঘাত। শহীদদের আত্মত্যাগ কখনও বৃথা যাবে না এবং সন্ত্রাসবাদকে প্রতিহত করতে গোটা দেশ একজোট।

প্রদেশ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দেশের সামগ্রিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে একটি বড় চ্যালেঞ্জ ঃ জিতেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল।। পেহেলগাঁও-এ জঙ্গি হামলা শুধু কাশ্মীর নয়, বরং দেশের সার্বিক নিরাপত্তা ও স্থিতিশীল পরিবেশের ওপর আঘাত এনেছে। তাই কেন্দ্র সরকারকে এখনই কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে যাতে ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনা প্রতিরোধ করা যায়। তা না হলে আবারও সন্ত্রাসবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। আজ কাশ্মীরের পেহেলগাঁও-এ জঙ্গি হামলার ঘটনায় এভাবেই তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছেন পলিটব্যুরো সদস্য ও বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী।

জম্মু-কাশ্মীরের পেহেলগাঁও পর্যটন কেন্দ্রে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া জঙ্গি হামলার কড়া নিন্দা জানালেন সিপিআই(এম)-এর পলিটব্যুরো সদস্য ও বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, কাশ্মীরের পেহেলগাঁও-এ পর্যটকদের উপর যেভাবে জঙ্গি হামলা হয়েছে, তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক ও নিন্দনীয়। এটি দেশের সামগ্রিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

তিনি আরও বলেন, জম্মু-কাশ্মীরকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ঘোষণা করার পরে কিছুদিন শান্তি বিরাজ করলেও, সাম্প্রতিক এই হামলা প্রমাণ করে সন্ত্রাসবাদ এখনো নির্মূল হয়নি। তাঁর মতে, পুলওয়ামা হামলার পর দীর্ঘ সময় সেখানে বড়সড় কোনো জঙ্গি কার্যকলাপ দেখা যায়নি। কিন্তু এখন আবার সেই সন্ত্রাস মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে, যা অত্যন্ত চিন্তার বিষয়।

শ্রী চৌধুরী স্পষ্ট ভাষায় জানান, মাত্র কয়েকজন সন্ত্রাসীকে হত্যা করলেই সন্ত্রাসবাদ নির্মূল হয় না। এর শিকড় দেশের ভেতরেও ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দেশ বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে একসঙ্গে রুখে দাঁড়াতে হবে ঃ রাজীব ভট্টাচার্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল।। ভূস্বর্গ কাশ্মীরে জঙ্গি হামলায় নিহতদের স্মরণে ও ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে প্রতিক্রিয়া দিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য। বুধবার সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি নিহতদের আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং তাঁদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। এই জঘন্য ও কাপুরুষোচিত হামলার কড়া নিন্দা করে রাজীব ভট্টাচার্য বলেন, দেশবিরোধী এই আতঙ্কবাদী শক্তিকে রুখতে এখন সময় একসঙ্গে রুখে দাঁড়ানোর। দেশের নিরাপত্তার প্রশ্নে কোনও আপস নয়। তিনি আশা ব্যক্ত করেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে জঙ্গি হামলার দায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর ও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।সংসদের বক্তব্যে উঠে আসে জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নে কেন্দ্র সরকারের দৃঢ় মনোভাব এবং দেশের প্রতিটি নাগরিককে এই ধরণের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান।

লঙ্গাইভ্যালিতে বনজ সম্পদ পাচার নিয়ে বনদপ্তরের ভূমিকায় প্রশ্নচিহ্ন

বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য

উত্তর জেলার লঙ্গাই ভ্যালি উপত্যকা আজ বনজ সম্পদ লুন্ঠনের অন্যতম কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছে। এক সময়ের বনজ সম্পদে সমৃদ্ধ এই অঞ্চল এখন ধীরে ধীরে রিক্ত হয়ে যাচ্ছে। প্রশাসনের হুঁশিয়ারি, বনদপ্তরের হুঙ্কারসবই যেন এখন কথার কথা। বনদপ্তরের একাংশ অসাধু কর্মীর ছত্রছায়ায় অব্যাহত রয়েছে দুর্লভ ও মূল্যবান গাছ পাচার।

পানিসাগর মহকুমার লঙ্গাই নদীর পাড় ঘেঁষা এই উপত্যকায় খেদাছড়া, দামছড়া, ঘুমসারায়পাড়া এলাকায় গভীর অরণ্য থেকে নিয়মিতভাবে সেগুন ও গামাই জাতীয় মূল্যবান কাঠ কেটে পাচার করা হচ্ছে। স্থানীয় সূত্রে অভিযোগ, এই পাচারে জড়িত একাংশ কাঠ ব্যবসায়ী ও বনদপ্তরের অসাধু কর্মীরা। সরকারি রিজার্ভ ফরেস্ট ও খাস জমিতে থাকা গাছে টেম্পারিং করে সেগুলি 'ডোমেস্টিক ব্যবহারের' নামে বহির্বিতরণ করা হচ্ছে।

উপত্যকার মানুষ বলছেন, সাধারণ আদিবাসী পরিবার যদি নিজেদের ঘরের কাজের জন্য মাত্র এক-দুই ফুট কাঠ সংগ্রহ করেন, তবে তাঁদের গুনতে হচ্ছে তিন থেকে পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত ঘুষ। অথচ অন্যদিকে, লরি ভর্তি কাঠ প্রকাশ্যে পাচার হলেও বনদপ্তরের কোনও পদক্ষেপ দেখা যাচ্ছে না। বরং অভিযোগ উঠছে, মোটা অঙ্কের বিনিময়ে পাচারকারীদের নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছে দিতে সাহায্য করছেন দপ্তরের কিছু কর্মী।

এই অঞ্চলের জনগণ বনকর্মীদের জুলুমে অতিষ্ঠ। অভিযোগ রয়েছে, জ্বালানি কাঠ জঙ্গল থেকে তুললেও দিতে হচ্ছে টাকা। বনজ সম্পদ রক্ষার নামে নিরীহ মানুষের উপর দমন-পীড়ন আর প্রকৃত দোষীদের ছাড়, এই দুইয়ের মিশ্রণে ভেঙে পড়েছে দপ্তরের উপর আস্থা। পরিস্থিতির ভয়াবহতা এতটাই যে, সঠিক তদন্ত চালানো হলে বহু বড় চক্র ফাঁস হয়ে পড়তে পারে বলে মনে করছেন সচেতন মহল।

পাঁচদিন ধরে বিদ্যুৎহীন বিলোনিয়ার বৈষবপাড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৩ এপ্রিল।। গত পাঁচদিন ধরে বিদ্যুৎ ও পানীয় জলের সমস্যায় ভুগছে এলাকাবাসী। অবশেষে বাধ্য হয়ে আজ বিলোনিয়া- আগরতলা সড়কের চিত্তামারা এলাকায় রাস্তা অবরোধ করলো এলাকাবাসী।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, বিলোনিয়া মহকুমাধীন চিত্তামারা গ্রাম পঞ্চায়েতের বৈষ্ণব পাড়াতে গত পাঁচ দিন ধরে বিদ্যুৎ নেই। অন্ধকারাচ্ছন্ন গোটা গ্রাম। স্থানীয়রা জানিয়েছেন বিদ্যুতের ট্রান্সফর্মার খারাপ থাকার কারণে বিদ্যুৎ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

খুমুলুঙে বীরবিক্রমের মূর্তি ভাঙচুর, উত্তেজনা ছড়ালো পাহাড়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল।। পাহাড় আবারও একবার কেঁপে উঠলো অপ্রীতিকর ঘটনার সাক্ষী হয়ে। মঙ্গলবার গভীর রাতে দুষ্কৃতিকারীদের হাতে ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হলো মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের মর্মমূর্তি। ঘটনাটি ঘটেছে খুমলুঙ টিটিএডিসি-র প্রশাসনিক ভবনের মূল ফটকের সামনে।

জানা যায়, দুই বছর পূর্বে রাজমাতা বিভো কুমারী দেবীর উপস্থিতিতে উক্ত স্থানে মহারাজার মূর্তির উন্মোচন করা হয়েছিল। কিন্তু মঙ্গলবার রাতের আঁধারে কে বা কারা এই মূর্তিটিকে ভেঙে চুরমার করে দেয়। এই ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র খুমলুঙ এলাকায়। জনজাতি মহলে তৈরি হয়েছে তীব্র ক্ষোভ ও উদ্বেগ।

ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় রাধাপুর থানার পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। অপরাধীদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও শাস্তির দাবি জানিয়েছেন টিটিএডিসি-র জন্ম জয়নগর জারুল বাঁচাই এলাকার এমডিসি গনেশ দেববর্মা। তাঁর সঙ্গে একবাক্যে এই দাবি জানিয়েছেন মথা দলের অন্যান্য নেতৃত্বরাও।

স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রশ্ন, পাহাড় কি তবে মহারাজা বিদ্যুৎ কিশোর দেববর্মার ঐতিহ্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে? ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নারী অপরাধ বৃদ্ধি, মহিলা কংগ্রেসের ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল।। ত্রিপুরা রাজ্যে নারী নিরাপত্তার চরম অবনতি এবং একের পর এক ধর্ষণ ও নারী নির্যাতনের ঘটনার প্রতিবাদে পুলিশের মহাপরিদর্শক (ডিজিপি)-র কাছে ডেপুটেশন প্রদান করল ত্রিপুরা প্রদেশ মহিলা কংগ্রেস। রাজ্যজুড়ে নারীদের উপর নৃশংস অপরাধের ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে দলটি রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয়। ডেপুটেশনে মহিলা কংগ্রেস নেত্রীদের অভিযোগ, গত সাত বছর ধরে রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় থাকলেও তারা জনগণের কল্যাণে কোনো

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK
CMYK

জাগরণ আগরতলা,২৪ এপ্রিল,২০২৫ ইং
১০ বৈশাখ,বৃহস্পতিবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

প্রতিশোধ স্পৃহায় উন্মত্ত

জঙ্গি হামলা ঘিরিয়া গোটা দেশ প্রতিশোধ উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। জঙ্গিদের চিহ্নিত করিতে বিশেষ রাডারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। বেশ কয়েকজন জঙ্গি নিহত হইয়াছে। দেশের প্রধানমন্ত্রী কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রীসহ মন্ত্রিসভার সদস্যরা এবং বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও দেশের রাষ্ট্রপতি এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাইয়াছেন এবং নিহতদের পরিবার-পরিজনদের প্রতি গভীর শোক মর্ম বেদনা জ্ঞাপন করিয়াছেন। ২২ এপ্রিল জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগামে এক ভয়াবহ জঙ্গি হামলায় ২৮ জন নিহত ও ১৭ জন আহত হইয়াছেন। এই হামলাটি ২০০৮ সালের মুম্বাই হামলার পর ভারতে বেসামরিক নাগরিকদের ওপর সবচাইতে প্রাণঘাতী আক্রমণ হিসেবে চিহ্নিত হইয়াছে।চারজন সশস্ত্র জঙ্গি পর্যটকদের লক্ষ্য করিয়া গুলি চালায়, যাহার ফলে ২৭ জন ভারতীয় ও একজন নেপালি নাগরিক নিহত হন। জঙ্গি গোষ্ঠী ”কাশ্মীর রেজিস্ট্যান্স” এই হামলার দায় স্বীকার করিয়াছে, দাবি করে যে নিহতরা ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সৌদি আরব সফর সংক্ষিপ্ত করিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন এবং উচ্চ পর্যায়ের নিরাপত্তা বৈঠক আহ্বান করেন। রক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং দ্রুত ও দৃশ্যমান প্রতিশোধের প্রতিশ্রুতি দেন। সন্ত্রাসীদের খুঁজিয়া বাহির করিতে নিরাপত্তা বাহিনী ব্যাপক তল্লাশি অভিযান চালাইতেছে এবং প্রায় ১০০ জন সন্দেহভাজনকে আটক করা হইয়াছে।যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার, এবং জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস এই হামলার নিন্দা জানাইয়াছেন এবং ভারতের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করিয়াছেন।এই হামলার ফলে কাশ্মীর অঞ্চলে পর্যটন শিল্পে বড় ধাক্কা লাগিয়াছে, এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হইয়াছে। সরকারি সূত্রে জানা গেছে, পাকিস্তান-সমর্থিত জঙ্গি সংগঠনগুলোর সংশ্লিষ্টতা নিয়া তদন্ত চলিয়াছে।এই হামলা কাশ্মীরের নিরাপত্তা পরিস্থিতি ও ভারতের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নীতির ওপর গভীর প্রভাব ফেলিবে বলিয়া বিশ্লেষকরা মনে করিতেছেন।

পেহেলগাও, যাহা তাহার নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের জন্য পরিচিত, সম্প্রতি এক নৃশংস জঙ্গি হানার শিকার

হইয়াছে। এই কাপুরুষোচিত হামলায় নিরীহ পর্যটকদের জীবন কাড়িয়া নেওয়া হইয়াছে এবং বহু মানুষ আহত হইয়াছেন। এই ঘটনা শুধু উপত্যকার শান্ত পরিবেশকেই কলুষিত করেনি, বরং পর্যটন শিল্পের উপর এক গভীর কালো ছায়া ফেলিয়াছে। আমরা এই জঘন্য হামলার তীব্র নিন্দা জানাই এবং নিহতদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করি।এই জঙ্গি হামলা কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এটি উপত্যকায় দীর্ঘকাল ধরিয়া চলে আসা অস্থিরতারই এক ভয়াবহ বহিঃপ্রকাশ। পর্যটকদের লক্ষ্য করিয়া এই ধরনের হামলা শান্তির শত্রুদের চরম হতাশার পরিচয় দেয়। তারা জানে যে পর্যটন উপত্যকার অর্থনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ এবং এর উপর আঘাত হানিতে পারিলে স্থানীয় মানুষের জীবন জীবিকা বিপন্ন হইবে। তাহাদের উদ্দেশ্য স্পষ্ট — ভয় ও ত্রাস সৃষ্টি করিয়া স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত করা।এই হামলার ফলে পেহেলগাও এবং কাশ্মীর উপত্যকার পর্যটন শিল্পে এক বড় ধাক্কা লাগিবে, তাহা বলাই বাহুল্য। বহু পর্যটক তাহাদের ভ্রমণ পরিকল্পনা বাতিল করিতে বাধ্য হইবেন। এর সরাসরি প্রভাব পড়িবে স্থানীয় হোটেল, রেস্তোরাঁ, হস্তশিল্প ব্যবসায়ী এবং অন্যান্য পরিষেবা প্রদানকারীদের উপর। যারা এই অঞ্চলের অর্থনীতির মেরুদণ্ড। জঙ্গিদের এই ঘৃণ্য কাজ শুধু কিছু নিরীহ মানুষের জীবন কেড়ে নেয়নি, বরং বহু পরিবারের রুজি রোজগারের উপরও আঘাত হেনেছে।

এই পরিস্থিতিতে সরকার এবং নিরাপত্তা বাহিনীকে আরও কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে। শুধু হামলার তদন্ত করলেই চলবে না, ভবিষ্যতে যাতে এই ধরনের ঘটনা আর না ঘটে তাহার জন্য দীর্ঘমেয়াদী এবং কার্যকর কৌশল তৈরি করিতে হইবে। সীমান্ত পেরিয়ে আসা জঙ্গিদের অনুপ্রবেশ রুখিতে আরও সতর্ক থাকিতে হইবে। একই সাথে, স্থানীয় প্রশাসনকে পর্যটকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করিতে অতিরিক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

তবে শুধু সরকারের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। স্থানীয় জনসাধারণকেও শান্তি বজায় রাখিবার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে

হইবে। জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে তাহাদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়িয়া তুলিতে হইবে। কোনও প্রকার উস্কানিতে কান না দিয়া শান্তি ও সম্প্রীতির বার্তা ছড়াইয়া দিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে, পর্যটন শুধু অর্থনীতির উৎস নয়, এটি বিভিন্ন সংস্কৃতির মিলনক্ষেত্রও বটে।

পেহেলগাওয়ের এই জঙ্গি হামলা আমাদের চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিল যে শান্তির পথে কাঁটা বিছাইয়া রাখিবার চেষ্টা আজও অব্যাহত। তবে আমাদের হতাশ হইলে চলিবে না। বরং আরও দৃঢ় সংকল্প নিয়া শান্তির পথে অবিচল থাকিতে হইবে। যারা রক্তপাত ও হানাহানি চায়, তাহাদের বিরুদ্ধে আমাদের সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়িয়া তুলিতে হইবে। আমরা বিশ্বাস করি, পেহেলগাও আবার তাহার পুরনো রূপে ফিরিয়া আসিবে এবং পর্যটকদের কলরবে মুখরিত হইবে। শান্তির জয় অবশ্যম্ভাবী।

কাশ্মীরে যেতে উদ্যোগীদের খোঁজখবর শুরু সমাজমাধ্যমে

কলকাতা, ২৩ এপ্রিল (হি.স.): কাশ্মীর-কান্ডের পর বুধবার থেকেই সেখানে অদূর ভবিষ্যতে যেতে উদ্যোগীরা খোঁজখবর শুরু করেছেন। উত্তরে আসছে নেটনাগরিকদের একাংশের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ও আক্রোশের প্রকাশ।

'ভ্রমণবার্তা' নামে ফেসবুক পোস্টে রজত সেন প্রশ্ন রেখেছেন "আগামী বৃহস্পতিবার কাশ্মীর গ্রুপ ট্যুর প্ল্যান আছে, ৯ দিনের। ট্রেন টিকিট, হোটেল, গাড়ি সব বুক করা আছে। যাওয়া উচিত হবে কিনা, পরামর্শ চাই।"

ঋতব্রত রায় লিখেছেন, "আপনি কোথায় জানতে চাইছেন? আমারও ১৭ই প্ল্যান আছে। আমি যাচ্ছি। অতীতেও গেছি, ভবিষ্যতেও যাবো। বাকিটা ব্যাক্তিগত সিদ্ধান্ত।" বুধবার বেলা ২টো পর্যন্ত চারশোর ওপর প্রতিক্রিয়া এসেছে।

উজ্জ্বল কুমার দাস লিখেছেন, "লাস্ট চুল দাড়ী কবে কেটেছেন?"

পার্থসারথী রায় লিখেছেন, "নাম পালটে ফেজ টুপি পরে চলে যান।

পৃথ্বীশ মজুমদার লিখেছেন, "টাকা আগে নাকি জীবন আগে,আপনাকেই ঠিক করতে হবে।"

প্রসেনজিৎ খান লিখেছেন, "অবশ্যই যান, কোনো অসুবিধা নেই। শুধু যাওয়ার আগে সপরিবারে ইসলাম কবুল করে নেবেন, অবশ্যই নিজেদের নাম পরিবর্তন করে ইসলামী নাম নিয়ে নেবেন। ব্যাস, কোনো ভয় নেই।" দেবজ্যোতি পাঁজা লিখেছেন, "বাঁশ কেনো ঝাড়ে নেবেন?"

রুদ্র নারায়ণ লিখেছেন, "আপনার সাধারণ জ্ঞান নাই?" লোকে বলবে তবে আপনি ঠিক করবেন?" দীপঙ্কর পাঠক লিখেছেন, "দেখুন কাশ্মীর বাতিল করে যদি লে-লাদাখের দিকটা যাওয়া যায়।" পূজা সরকার লিখেছেন, "চলে যান.. কিন্তু আর ফেরার আশা করবেন না.. বাড়ির সবার সাথে শেষ দেখা করে যাবেন।"

দীনবন্ধু মাহাতা লিখেছেন, "নিশ্চিন্তে ঘুরে আসুন।" তাপসী ভট্টাচার্য্য লিখেছেন, "ফেজ টুপি মাথায় আর মহিলাদের বোরখা পরিয়ে নিয়ে ঘুড়ে আসুন নিশ্চিন্তে।"

প্রীতম মজুমদার লিখেছেন, "ভূস্বর্গ কাশ্মীরে এখন গেলে সরাসরি স্বর্গে ঘুমের দেশে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং ওখানে না গিয়ে উত্তর বাংলার দিকে ডুয়ার্স ও দার্জিলিং চলে যাওয়া ভালো হবে।" দেবাশিস শিকদার লিখেছেন, "দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী র পরামর্শ নিন।" দেবাশিস গুপ্ত লিখেছেন, "কারুর কাছ থেকে পরামর্শ না নিয়ে আপনার উপস্থিত বুদ্ধিতে যা ঠিক মনে হয় তাই করুন।"

ইতিহাসের সাক্ষী: ১৯৪৭ সালে কীভাবে দু'ভাগ হয়েছিল কাশ্মীর

ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে কাশ্মীর অঞ্চল দু'ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিল ১৯৪৭ সালে উপজাতীয় যোদ্ধাদের এক অভিযান এবং তারপরের সামরিক সংঘাতের মধ্যে দিয়ে। সেই সংঘাতের শিকার হয়েছিলেন এরকম কিছু মানুষ, এবং কাশ্মীরের রাজনীতিবিদদের সাথে কথা বলেছেন বিবিসির অ্যান্ড্রু হোয়াইটহেড। তা নিয়েই বিবিসি বাংলার ইতিহাসের সাক্ষীর এই পর্ব। সেটা ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাস। পাকিস্তান এবং আফগানিস্তানের সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোর উপজাতি গোষ্ঠীগুলোর যোদ্ধারা অভিযান চালান কাশ্মীর উপত্যকায়।

তাদের হাতে ছিল প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র - কিন্তু তারা তেমন সুশৃঙ্খল বাহিনী ছিল না। ট্রাকে করে এই যোদ্ধাদের দল অগ্রসর হলো বারামুল্লার দিকে। কাশ্মীর উপত্যকার এক প্রান্তে একটি কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ শহর ছিল এই বারামুল্লা। এখানে একটি ক্যাথলিক মিশন ও হাসপাতালের ওপর আক্রমণ চালায় যোদ্ধারা। বিবিসি রেডিওর রিপোর্টে বলা হয়, বারামুল্লার অন্যান্য ভবনের মতোই সেন্ট জোসেফ'স কনভেন্টেও এই যোদ্ধারা ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে। এই উপজাতীয় যোদ্ধারা লড়াইয়ের ব্যাপারে তাদের নিজস্ব রীতিই মানে, আধুনিক যুদ্ধের কোন নিয়মকানুন তাদের জানা নেই।

৪৭ সালের ঘটনা সম্পর্কে অনুসন্ধান ও তথ্য সংগ্রহ করতে বিবিসির হয়ে ২০০৩ সালে এন্ড্রু হোয়াইটহেড কাশ্মীর গিয়েছিলেন। ওই ঘটনায় যারা বেঁচে গিয়েছিলেন - তাদের দু জন এ্যানজেলা রারানিয়া এবং টম ডাইকস। সেন্ট জোসেফস কনভেন্টে যখন আক্রমণ হয় তখন তাদের বয়েস একেবারেই কম।

এ্যানজেলার মা ছিলেন একজন ডাক্তার। আর টম ডাইকস ছিলেন একটি ব্রিটিশ পরিবারের সন্তান, তার মা ওই হাসপাতালে এসেছিলেন আরেকটি সন্তান জন্ম দেবার জন্য। অ্যাঞ্জেলা বলছিলেন, 'আমি দেখলাম, দেয়াল টপকে ভয়ংকর কিছু লোক ভেতরে আসছে। তাদের হাতে বন্দুক, মুখে দাড়ি। তাদের হাতে যারা মারা যাচ্ছে - সেই নিহতদের হাত থেকে ঘড়ি খুলে নিচ্ছিল তারা।

টম ডাইকসেরও মনে আছে সেই দিনটির ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা। 'আমি দরজার ফাঁক দিয়ে আক্রমণকারীদের উত্তেজিত মুখগুলো দেখতে পাচ্ছিলাম, আর আতংকিত নার্সরা একটা কোণায় জড়োসড়ো হয়ে আছে।

'আমার মনে আছে তাদের কয়েকজনকে কাপড়চোপড় ছেঁড়া অবস্থায় দেখেছি। তারা ধর্ষিত হয়েছিল কিনা আমি জানি না।'

এ্যানজেলা বলছিলেন, 'তারা যাকেই পাচ্ছিল, তাকেই ছুরি মারছিল বা গুলি করছিল।এমনকি হাসপাতালের বেডে শুয়ে থাকা লোকদের ওপরও তারা আক্রমণ চালিয়েছিল।' বারামুল্লা শহরেও ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালায় এই আক্রমণকারীরা। ওই শহরের একটি প্রভাবশালী শিখ পরিবার ছিল বালিরা। শিখ সম্প্রদায় ছিল আক্রমণকারীদের এক বড় টার্গেট। সেই বালি পরিবারের একজন বলছিলেন,'শহরে ব্যাপক আতংক তৈরি হয়েছিল। সবাই দৌড়ে পালাচ্ছিল। সবার মুখেই এক কথা - বাঁচতে হলে পালাও।' একজন শিখ মহিলা বলেছেন, যুবতী মেয়েদেরও ধরে নিয়ে যাওয়া হয় সেসময়। 'এরই মধ্যে তারা আবার যুবতী মেয়েদের ধরে নিয়ে যাচ্ছিল। তাদেরকে নিয়ে যাচ্ছিল অন্য গ্রামে।' 'আমার সম্পর্কীয় তিন বোন ছিল, তাদের সবাইকেই ওরা ধরে নিয়ে যায় আমার চোখের সামনেই। তার পর তাদের আর কোন খোঁজ পাই নি আমরা।'

এই আক্রমণ হয়েছিল ব্রিটিশ শাসকদের ভারত ত্যাগের দু'মাস পরে। কাশ্মীরের জনসংখ্যার তিন-চতুর্থাংশই মুসলিম, তবে তাদের শাসক ছিলেন হরি সিং - একজন হিন্দু মহারাজা।

তিনি সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলেন না যে হিন্দু-প্রধান ভারতে যোগ দেবেন, নাকি মুসলিম-প্রধান পাকিস্তানে যোগ দেবেন।

সেই রাজ্যের যুবরাজ ছিলেন তার পুত্র করণ সিং। করণ সিং-এর কথায় - '১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টের পর আমার পিতা তাত্ত্বিকভাবে স্বাধীন রাজায় পরিণত হয়েছিলেন। কারণ তিনি ভারত বা পাকিস্তান কোনটাতেই যোগ দেন নি।'

কাশ্মীর নিয়ে ভারত আর পাকিস্তানের লড়াইয়ের কারণ কী? ভারতশাসিত কাশ্মীর কতটা বদলেছে ৩৭০ ধারা বাতিলের পর? কাশ্মীরের জন্য বিশেষ আইন কেন বিতর্কিত? 'তিনি দুটি দেশের সাথেই স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে চুক্তি করতে চেয়েছিলেন। সে প্রক্রিয়া চলার মধ্যেই উপজাতীয়দের ওই অভিযান হয়।' উপজাতীয় গোষ্ঠীগুলো অভিযান চালিয়েছিল পাকিস্তান এবং ইসলামের নাম নিয়ে। মহারাজা তখন একটি উৎসবে যোগ দিয়েছিলেন এবং এ আক্রমণের জন্য একেবারেই তৈরি ছিলেন না। করণ সিং বলছিলেন, সেসময় কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরের রাজপ্রাসাদেই ছিলেন তিনি। 'তখন একটা দরবার চলছিল - এটা ছিল এরকম একটি অনুষ্ঠান যেখানে আমার পিতা সিংহাসনে বসেন এবং সবাই তার প্রতি সম্মান জানায়।' 'প্রাসাদে একেবারে ফাঁকা - সবাই বাইরে। তার মধ্যে হঠাৎ সব আলো নিভে গেল। এক অদ্ভুত ভুতুড়ে পরিবেশ সৃষ্টি হলো।'

'আলো নিভে গিয়েছিল কারণ আক্রমণকারীরা মহুরায় অবস্থিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি দখল করে নিয়েছিল। সেটা ছিল শ্রীনগর-উরি রোডের ওপর - মাত্র ৩০-৩৫ মাইল দূরে। কাশ্মীরের মহারাজাকে ভারতে যোগ দেবার দিকে ঠেলে দিল এই আক্রমণ।

তিনি ভারতের অংশ হবার জন্য

দিল্লির সাথে একটি চুক্তি সই করলেন, এবং ভারতের সামরিক সহযোগিতা চাইলেন। তার পর তিনি একটি গাড়িবহর নিয়ে পালিয়ে জম্মু শহরে চলে গেলেন। করণ সিং বলছিলেন, 'এটা ছিল একটা ভয়াবহ যাত্রা। আমরা যখন যাত্রা শুরু করি তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। আমার পিতা এসব ঘটনার কারণে স্বাভাবিকভাবেই খুব বিমর্ষ এবং বিচলিত হয়ে ছিলেন। পুরো পথটায় তিনি গাড়িতে একটি কথাও বললেন না।'

'জম্মু পৌছানোর পর তিনি গাড়ি থেকে নেমে বললেন, আমরা কাশ্মীরকে হারিয়েছি।'

তবে উপজাতীয় যোদ্ধাদের হাতে আক্রান্ত সেন্ট জোসেফস কনভেন্টের লোকদের অবশ্য পালানোর কোন সুযোগ ছিল না। আক্রমণকারীরা দেয়াল টপকে ভেতরে ঢুকে লুটপাট চালালো, এবং নানদের লাঞ্ছিত করলো। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ৬ জন নিহত হলো। তাদের মধ্যে হাসপাতালের রোগী থেকে শুরু করে নার্স - সবাই ছিল।

আরো ছিলেন টম ডাইকসের বাবা-মা-ও। ওই হাসপাতালেই পেছন দিকে একটি খোলা জায়গায় তাদের কবর হয়েছে। টম বলছিলেন, 'গোলাগুলি থেমে যাবার পর আমরা আসলে বাবা-মাকে খুঁজছিলাম। একটা জায়গায় দেখলাম মৃতদেহের স্তুপ। আমার ভাই ডগলাস সেখানে চিৎকার করে কাঁদছিল। একজন মহিলা এগিয়ে এলেন। আমাকে বললেন, তোমার বাবা-মা মারা গেছেন।' এই মহিলাটি ছিলেন এ্যানজেলা রারানিয়া।

এ্যানেলা বলছিলেন, 'ওরা সব নানদের বের করে নিয়ে এলো। আমার বাবা সেখানে ছিলেন, এবং চেষ্টা করছিলেন আক্রমণকারীদের অন্যদিকে সরিয়ে দেবার জন্য। আক্রমণকারীরা তার প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। তারা বললো, আপনি ওই গাছটার দিকে চলে যান।' তিনি যখন সেদিকে হাঁটছিলেন - তখন তিনি বলছিলেন, তার প্রতি দয়া দেখাতে, কারণ তার স্ত্রী-সন্তান আছে। নানরাও বলছিলেন, তাকে রেহাই দেবার জন্য। কিন্তু তারা তাকে গুলি করলো। দশদিন অবরোধের পর ভারতীয় বাহিনী আক্রমণকারীদের শহর ছেড়ে যেতে বাধ্য করলো। পুরো কাশ্মীর উপত্যকা দখল করে নিলো ভারতীয় বাহিনী। সাংবাদিকরা বলেন, শ্রীনগরের ছোট রানওয়েতে এত বিমানের ওঠানামা সামলানো কঠিন হয়ে পড়েছিল। একের পর এক বিমান আসছিল - আরো বেশি শিখ যোদ্ধাদের নিয়ে। কিন্তু কাশ্মীরের অন্য কিছু অংশ পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণেই রয়ে গেল। কয়েক মাসের মধ্যেই কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ বেধে গেল। রাজ্যটি দু-ভাগে ভাগ হয়ে গেল - যে বিভক্তি এখনো আছে। এর পর আছে সেই প্রশ্ন - যে এ উপজাতীয় অভিযানের পেছনে পাকিস্তানের কতটা ভুমিকা ছিল। করণ সিং এ ক্ষেত্রে ভারতের দৃষ্টিভঙ্গীকেই সমর্থন করেন।

মি. সিং বলেন, 'এ আক্রমণের পেছনে পাকিস্তানের ইন্ধন এবং অর্থ কাজ করেছে। আমরা পরে জেনেছি যে, এই উপজাতীয়দের মধ্যে সাদা পোশাকে পাকিস্তানি সৈন্য এবং সামরিক অফিসাররাও ছিল।'

'কাশ্মীর দখল করাই ছিল তাদের লক্ষ্য। এটা এড়িয়ে যাবার কোন উপায় নেই। কিন্তু পাকিস্তানের এ চেষ্টা তো সফল হয়নি। হয়েছিল কি? প্রশ্ন করা হয়েছিল করণ সিংকে।'

'না, এ অপারেশন পুরোপুরি সফল হয় নি। কিন্তু আমার বাবাকে ভারতে যোগদানে বাধ্য করতে সফল হয়েছিল তারা' - জবাব দেন তিনি। তবে এ ক্ষেত্রে ভিন্নমত পোষণ করেন সরদার আবদুল কাইয়ুম খান - একজন নেতৃস্থানীয় কাশ্মীরী মুসলিম নেতা। ১৯৪৭ সালে তিনি নিজেও কাশ্মীরের মহারাজা হরি সিং-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। কাইয়ুম খান বলেন, উপজাতীয় অভিযান আসলে তার পরিকল্পনা ভন্ডুল করে দিয়েছিল। কাইয়ুম খানের কথায় - 'এর পেছনে পাকিস্তান কলকাঠি নেড়েছে - এমন সকল অভিযোগই ঐতিহাসিকভাবে ভুল।' 'আমরা সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরু করেছিলাম ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে। তখন ব্যাপারটা এরকম ছিল যে রাজ্যের সেনাবাহিনী রাজ্যের মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। তবে ধীরে ধীরে এমন হলো যে সীমান্ত এলাকা থেকে আরো লোক এতে যোগ দিতে শুরু করেছিল। কিন্তু পুরো পরিকল্পনাটাই ভেস্তে যায় উপজাতীয় লোকদের অভিযানের কারণে।' 'সমন্বয় থাকলে তারা হয়তো বিনা বাধায় শ্রীনগর বিমান বন্দরে পৌঁছে যেতে পারতো। কিন্তু এই যোদ্ধারা ছিল বিশৃঙ্খল। পেছন থেকে কোন কমান্ড ছিল না। ফলে তারা লুটপাট শুরু করলো। এবং যখন তাদের দু'হাত ভরে গেল, তখন তারা ফিরে চলে গেল।' এ ব্যাপারে একমত মহারাজার পুত্র করণ সিং। তিনি বলছেন, উপজাতীয়রা যদি কয়েকদিন ধরে লুটপাটে ব্যস্ত না ধাকতো তাহলে পাকিস্তান-সমর্থিত বাহিনী বারামুল্লায় পৌঁছে যেতো, আর কাশ্মীরের ইতিহাসও হয়তো বদলে যেতো। 'পরিস্থিতি খুব নাজুক হয়ে গিয়েছিল। ভারতীয় বাহিনী যখন নামতে শুরু করে তখন আক্রমণকারীরা শ্রীনগরের বিমানবন্দরের মাত্র ৪/৫ মাইল দূরে।' এর পর কাশ্মীর বিভক্ত হয়ে যায় ভারত ও পাকিস্তান- নিয়ন্ত্রিত দুটি অঞ্চলে। সেই থেকে সাত দশকেরও বেশি সময় ধরে কাশ্মীর নিয়ে ভারত-পাকিস্তান বিবাদ চলছে। কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে ১৯৪৭ সালের পর থেকে একাধিকবার যুদ্ধ হয়েছে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে। তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে ভারত-শাসিত কাশ্মীরে চলেছে তীব্র, সহিংস ও রক্তাক্ত বিদ্রোহী বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতা। ১৯৪৭-পরবর্তীকালে জম্মু ও কাশ্মীরকে ভারতের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৭০ নামে পরিচিত এক আইন অনুযায়ী বিশেষ মর্যাদা, নিজেদের সংবিধান ও একটি আলাদা পতাকার অধিকার দেযা হয়। কয়েক বছর আগে ভারতে হিন্দু জাতীয়তাবাদী বিজেপি সরকার ক্ষমতাসীন হবার পর ২০১৯ সালের ৫ই অগাস্ট কাশ্মীরের সেই বিশেষ সাংবিধানিক মর্য্যাদা বাতিল করে। পূর্বতন জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য পুরোপুরি মুছে ফেলে একে রূপান্তরিত করা হয় লাদাখ এবং জম্মু-কাশ্মীর নামে দুটি পৃথক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে।

কাশ্মীর নিয়ে ভারত আর পাকিস্তানের লড়াইয়ের কারণ কী?

কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে ভারত আর পাকিস্তানের মধ্যে দু'বার যুদ্ধ হয়েছে। এখন উভয়েই পারমাণবিক শক্তিধর দেশে পরিণত হয়েছে, এবং পুলওয়ামার ঘটনাকে কেন্দ্র করে আবারও তারা যুদ্ধংদেহি অবস্থানে। কিন্তু কাশ্মীর নিয়ে ভারত আর পাকিস্তানের এই সংঘাতের কারণ কি? ইতিহাস বলছে, ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে পাকিস্তান আর ভারত স্বাধীনতা পাবার আগে থেকেই কাশ্মীর নিয়ে বিতর্কের সূচনা হয়েছিল। ”ইন্ডিয়ান ইনডিপেন্ডেন্স এ্যাক্ট” নামে ব্রিটিশ ভারত বিভক্তির যে পরিকল্পনা তৈরি হয়েছিল তাতে বলা হয়েছিল, কাশ্মীর তার ইচ্ছে অনুযায়ী ভারত অথবা পাকিস্তান - যে কোন রাষ্ট্রেই যোগ দিতে পারবে। কাশ্মীরের তৎকালীন হিন্দু মহারাজা হরি সিং চাইছিলেন স্বাধীন থাকতে অথবা ভারতের সাথে যোগ দিতে। অন্যদিকে পশ্চিম জম্মু এবং গিলগিট-বালতিস্তানের মুসলিমরা চাইছিলেন পাকিস্তানের সাথে যোগ দিতে।

১৯৪৭ সালের অক্টোবরে পাকিস্তানের পাশতুন উপজাতীয় বাহিনীগুলোর আক্রমণের মুখে হরি সিং ভারতে যোগ দেবার চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন, এবং ভারতের সামরিক সহায়তা পান। পরিণামে ১৯৪৭ সালেই শুরু হয় ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ - যা চলেছিল প্রায় দু'বছর ধরে। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ১৯৪৮ সালে ভারত কাশ্মীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করে। জাতিসংঘের ৪৭ নম্বর প্রস্তাবে কাশ্মীরে গণভোট, পাকিস্তানের সেনা প্রত্যাহার, এবং ভারতের সামরিক উপস্থিতি ন্যূনতম পর্যায়ে কমিয়ে আনতে আহ্বান জানানো হয়। আক্রমণ করলে ভারতকে পাল্টা জবাব দেবো: ইমরান খান হাসপাতাল থেকে ৩১ টা মানব ভ্রূণ ডাস্টবিনে গেল কীভাবে? কোমায় থাকা কিশোরী জেগে দেখে সে নিজেই মেয়ের মা! জামায়াতের নতুন দলের নামে ”ইসলাম” বাদ পড়তে পারে কাশ্মীরে যুদ্ধবিরতি বলবৎ হয় ১৯৪৮ সালে, তবে পাকিস্তান সেনা প্রত্যাহার করতে অস্বীকার করে। তখন থেকেই কাশ্মীর কার্যত পাকিস্তান ও ভারত নিয়ন্ত্রিত দুই অংশে ভাগ হয়ে যায়। অন্যদিকে ১৯৬২ সালের চীন-ভারত যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে চীন কাশ্মীরের আকসাই-চিন অংশটির নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে, আর তার পরের বছর পাকিস্তান - কাশ্মীরের ট্রান্স- কারাকোরাম অঞ্চলটি চীনের হাতে ছেড়ে দেয়। সেই থেকে কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণ পাকিস্তান, ভারত ও চীন - এই তিন দেশের মধ্যে ভাগ হয়ে আছে। দ্বিতীয় ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ হয় ১৯৬৫ সালে, এর পর আরেকটি যুদ্ধবিরতি হয়। এর পর ১৯৭১-এর তৃতীয় ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ এবং ১৯৭২-এর সিমলা চুক্তির মধ্যে দিয়ে বর্তমানের ”লাইন অব কন্টোল” বা নিয়ন্ত্রণ রেখা চূড়ান্ত রূপ পায়। ১৯৮৪ সালে ভারত সিয়াচেন হিমবাহ এলাকার নিয়ন্ত্রণ দখল করে - যা নিয়ন্ত্রণরেখা দিয়ে চিহ্নিত নয়। তা ছাড়া ১৯৯৯ সালে ভারতীয় বাহিনী আরেকটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু তিক্ত লড়াইয়ে জড়ায় পাকিস্তান-সমর্থিত বাহিনীগুলোর বিরুদ্ধে। ১৯৯৯-এর সেই ”কারগিল সংকটের” আগেই দু দেশ পারমাণবিক শক্তির অধিকারী হয়। ভারত-শাসিত কাশ্মীরে এত সংঘাত-সহিংসতা কেন? কাশ্মীরের এ অংশের অনেকেই চায় না যে এলাকাটি ভারতের শাসনে থাকুক। তারা চায় - হয় পূর্ণ স্বাধীনতা, অথবা পাকিস্তানের সাথে সংযুক্তি। ভারত-শাসিত জম্মু ও কাশ্মীরের জনসংখ্যার ৬০ শতাংশেরও বেশি মুসলিম। এটিই হচ্ছে ভারতের একমাত্র রাজ্য যেখানে মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। এখানে বেকারত্বের হার অত্যন্ত উঁচু, তা ছাড়া রাস্তায় বিক্ষোভ এবং বিদ্রোহীদের দমনের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা বাহিনীর কঠোর নীতি পরিস্থিতিকে আরো খারাপ করেছে। কাশ্মীরে বিদ্রোহী তৎপরতা বড় আকারে শুরু হয় ১৯৮৭ সালে বিতর্কিত স্থানীয় নির্বাচনের পর জেকেএলএফ নামে সংগঠনের উত্থানের মধ্যে দিয়ে। ভারত অভিযোগ করে, পাকিস্তান সীমান্তের ওপার থেকে যোদ্ধাদের পাঠাচ্ছে - তবে পাকিস্তান তা অস্বীকার করে। এই রাজ্যে ১৯৮৯ সালের পর থেকে সহিংস বিদ্রোহ নানা উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে গেছে। তবে ২০১৬ সালের জুলাই মাসে ২২ বছর বয়স্ক জঙ্গী নেতা বুরহান ওয়ানি নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে এক লড়াইয়ে নিহত হবার পর থেকে পুরো উপত্যকায় ব্যাপক বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে।

বুরহান ওয়ানি সামাজিক মাধ্যমে সক্রিয় ছিলেন এবং এতে তার প্রকাশ করা বিভিন্ন ভিডিও তরুণদের মধ্যে জনপ্রিয় ছিল। মনে করা হয়, এ অঞ্চলে জঙ্গী তৎপরতা পুনরুজ্জীবিত করা এবং তাকে একটা ”ন্যায়সঙ্গত ইমেজ” দেয়ার ক্ষেত্রে তার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। রাজধানী শ্রীনগরের ২৫ মাইল দূরের ট্রাল শহরে বুরহান ওয়ানির শেষকৃত্যে সমাগম হয়েছিল হাজার হাজার লোকের। জানাজার পর শুরু হয় সৈন্যদের সাথে সংঘর্ষ, কয়েকদিনব্যাপী সহিংসতায় নিহত হয় ৩০ জনেরও বেশি বেসামরিক লোক। এর পর থেকেই রাজ্যটিতে বিক্ষিপ্ত সহিংসতা চলছে। ২০১৮ সালে বেসামরিক লোক, নিরাপত্তা বাহিনী এবং জঙ্গী মিলে মোট নিহত হয় ৫০০ জনেরও বেশি - যা গত এক দশকের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। কাশ্মীরে শান্তির আশা দেখা দিয়েও মিলিয়ে গেছে বার বার কাশ্মীর এখন বিভক্ত লাইন অব কন্টোল (ভারত-পাকিস্তান নিয়ন্ত্রণ রেখা) বরাবর। এ ছাড়াও আকসাই-চিন এবং সিয়াচেন হিমবাহের উত্তরের আরেকটি অংশ নিয়ন্ত্রণ করে চীন। নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বহু রক্তপাতের পর ২০০৩ সালে দু দেশ একটি যুবিরতি চুক্তি করেছিল। পাকিস্তান পরে কাশ্মীরের বিদ্রোহীদের অর্থায়ন বন্ধ করার অঙ্গীকার করে, আর ভারত প্রস্তাব করে - বিদ্রোহীরা জঙ্গী তৎপরতা বন্ধ করলে তাদের ক্ষমাও করে দেয়া হবে। এর পর ২০১৪ সালে হিন্দু জাতীয়তাবাদী নরেন্দ্র মোদির সরকার ক্ষমতাসীন হবার পর তারা পাকিস্তানের ব্যাপারে কঠোর নীতি নেবার অঙ্গীকার করে, তবে শান্তি আলোচনার ব্যাপারেও আগ্রহ দেখায়। পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ দিল্লিতে নরেন্দ্র মোদির শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানেও গিয়েছিলেন অতিথি হিসেবে। কিন্তু এর এক বছর পরই পাঞ্জাবের পাঠানকোটে ভারতীয় বিমান ঘাঁটিতে আক্রমণ হয় - যার জন্য পাকিস্তান-ভিত্তিক গোষ্ঠীগুলোকে দায়ী করে ভারত। মি. মোদি ইসলামাবাদে তার নির্ধারিত সফর বাতিল করে দেন। এর পর থেকে দু'দেশের মধ্যে আলোচনায় আর কোন অগ্রগতি হয় নি। তাহলে কাশ্মীর কি আগের অবস্থাতেই ফিরে গেল?

২০১৮ সালে ভারতশাসিত কাশ্মীর রাজ্যে ক্ষমতায় ছিল পিপলস ডেমোক্রেটিক পার্টির নেতৃত্বে কোয়ালিশন সরকার - যাতে বিজেপিও অংশীদার ছিল। কিন্তু জুন মাসে বিজেপি জোট থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নেয়, এবং তার পর থেকেই রাজ্যটি দিল্লির প্রত্যক্ষ শাসনের অধীনে। এতে সেখানে ক্ষোভ আরো বেড়েছে। ভারতশাসিত কাশ্মীরে ২০১৬ সাল থেকে এ পর্যন্ত একাধিক সামরিক ঘাঁটির ওপর হামলা হয়েছে।

সবশেষ পুলওয়ামায় গত সপ্তাহে এক জঙ্গী আক্রমণে ৪০ জনেরও বেশি আধাসামরিক পুলিশ সদস্য নিহত হবার ঘটনাকে কেন্দ্র করে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে আবারও তৈরি হয়েছে তীব্র উত্তেজনা। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান বলেছেন, ভারত যদি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপ নেয় - তাহলে পাকিস্তানও পাল্টা ব্যবস্থা নেবে। ভারত বলছে, পাকিস্তানকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় থেকে কূটনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন করতে সব চেষ্টাই তারা করবে। মনে হচ্ছে, দু দেশের সম্পর্ক উন্নত হবার যেটুকু আশা অবশিষ্ট ছিল - পুলওয়ামার আক্রমণের মধ্যে দিয়ে সেটাও হয়তো শেষ হয়ে গেছে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বুধবার আগরতলায় পুলিশ হেডকোয়াটারে মহিলা কংগ্রেসের পক্ষে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়।

এনসিএইচএসি-র সিইএম দেবোলালের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ

হাফলং (অসম), ২৩ এপ্রিল (হি.স.) : উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদ (এনসিএইচএসি)-এর মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য (সিইএম) দেবোলাল গার্লোসা হাতে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে তাঁরই পারিষদ দেবজিৎ বাটারিকে সরকারি আবাসন খালি করার হুমকি প্রদান করেছেন বলে বিস্ফোরক অভিযোগ উত্থাপন করে মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মার কাছে এক পত্র প্রেরণ করেছেন।

উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের কার্যনির্বাহী সদস্য দেবজিৎ বাটারি মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে পাঠানো অভিযোগ পত্রে লিখেছেন, গত ২০ এপ্রিল পার্বত্য পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য দেবোলাল গার্লোসা সঙ্গে নিজের পিএসও, কার্যনির্বাহী সদস্য ধনপাইনন থাওসেন ও পরিষদ সদস্য প্রজিত হোজাইকে সঙ্গে নিয়ে দেবজিৎ বাটারির সরকারি আবাসনে উপস্থিত হয়ে রাত নয়টার মধ্যে তার সরকারি আবাসন খালি করার নির্দেশ দিয়ে বলেন, রাত নয়টার মধ্যে যদি সরকারি আবাসন তিনি খালি না করেন তা-হলে তাঁকে গুলি করার হুমকি প্রদান করেন বলে বিস্ফোরক অভিযোগ উত্থাপন করে বলেন, দেবোলাল গার্লোসা এভাবে তাকে হুমকি প্রদান করায় তিনি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন।

তাই সিইএম দেবোলাল গার্লোসার বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মাকে আহ্বান জানান তিনি।

এদিকে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে প্রাক্তন বিধায়ক সমরজিৎ হাফলংবার এবং আম আদমি পার্টির ডিমা হাসাও জেলা কমিটির সভাপতি বাপুজিৎ লাংথাসা বলেন, একজন জনপ্রতিনিধি তথা পার্বত্য পরিষদের কার্যনির্বাহী সদস্য যদি সুরক্ষিত না থাকেন, তা-হলে সাধারণ মানুষ কী ভাবে সুরক্ষিত থাকবেন এমন প্রশ্ন উত্থাপন করে এ নিয়ে বিহিত ব্যবস্থা গ্রহন করার জন্য সরকার তথা মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মাকে অনুরোধ জানিয়েছেন।

এদিকে বুধবার এক প্রেস বিবৃতি যোগে উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের কার্যনির্বাহী সদস্য ধনপাইনন থাওসেন জানিয়েছেন, পার্বত্য পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য দেবোলাল গার্লোসার বিরুদ্ধে দেবজিৎ বাটারি যে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন তা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। প্রেস বিবৃতিতে ধনপাইনন থাওসেন জানিয়েছেন, গত ২৮ মার্চ পার্বত্য পরিষদ কর্তৃপক্ষ দেবজিৎ বাটারিকে সরকারি আবাসন খালি করার জন্য এক পত্র প্রেরণ করে। কারণ, যেহেতু হাফলঙে দেবজিৎ বাটারির বাড়ি রয়েছে এই অবস্থায় পরিষদের বিজেপি সদস্য তথা জেলা উন্নয়ন পরিকল্পনা বোর্ডের চেয়ারম্যান ধৃতি থাওসেনের হাফলঙে কোনও থাকার ঘর না থাকায় এই সরকারি আবাসনে তাঁকে থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে।

তিনি বিবৃতিতে আরও বলেন, যেহেতু দেবজিৎ বাটারির হাফলঙে থাকার জন্য নিজের ঘর রয়েছে, তাই সরকারি আবাসনে তিনি থাকতেন না। এবং এই সরকারি আবাসনে ১৫ থেকে ২০ জন যুবককে ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন। যুবকরা এই সরকারি আবাসনকে ক্লাব ও বার হিসেবে ব্যবহার করছিল। তাছাড়া সরকারি নির্দেশকে অন্য মোড় দিতে দেবজিৎ বাটারি সিইএম দেবোলাল গার্লোসার বিরুদ্ধে এই ভিত্তিহীন অভিযোগ উত্থাপন করেছেন বলে প্রেস বিবৃতিতে উল্লেখ করেন ধনপাইনন থাওসেন।

স্টেশন এবং ট্রেনে সাফাই অভিযান এনএফ রেলওয়ের

বদরপুর ও লামডিঙে স্থাপিত ক্লিন ট্রেন স্টেশন

গুয়াহাটি, ২৩ এপ্রিল (হি.স.) : যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধা এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধির জন্য একটি বৃহৎ প্রচেষ্টায় উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে বিশেষ স্বচ্ছতা ও পরিদর্শন অভিযান শুরু করেছে। এই অভিযানের উদ্দেশ্য স্টেশন ও অনবোর্ড ট্রেনের স্বচ্ছতা উন্নত করা এবং রেল মদদ প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নথিভুক্ত অভিযোগগুলির সমাধান করা। উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে জোনের স্টেশনগুলিতে পরিদর্শন কার্য্যে নিয়োজিত আধিকারিকদের দ্বারা কার্যকরভাবে অভিযোগ সমাধান এবং রিয়েল-টাইম অনবোর্ড নজরদারির ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে।

আজ বুধবার এক প্রেস বার্তায় এ খবর জানিয়েছেন উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল কিশোর শর্মা।

প্রেস বার্তায় তিনি জানান, এই পদক্ষেপের একটি প্রধান আকর্ষণ বদরপুর এবং লামডিং স্টেশনে ক্লিন ট্রেন স্টেশন (সিটিএস) সুবিধা স্থাপন করা, যা ট্রেন থামার সময় নির্দিষ্ট টিম দ্বারা কোচগুলির সম্পূর্ণ যান্ত্রিকভাবে পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করে।

পরিষ্কারের মধ্যে টয়লেটের হাই-প্রেশার জেট ক্লিনিং, ফ্লোর এবং বারান্দা ধোয়া, আবর্জনা সংগ্রহ, ড্রাই সুইপিং, আয়না এবং ওয়াশবেসিন পরিষ্কার করা, জীবাণুনাশক দিয়ে হাঁটা-চলা জায়গা এবং টয়লেট জীবাণুমুক্তকরণ রয়েছে। অতিরিক্তভাবে, আপ এবং ডাউন ট্রেনে অনবোর্ড পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে এবং ট্রেনে শনাক্তকৃত যে কোনও অভাব দ্রুত হাউস কিপিং কর্মীদের দ্বারা সমাধান করা হচ্ছে। দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব নিশ্চিত করার জন্য পিট লাইনের নির্ধারিত কার্যসূচির সময় প্রধান পরিষ্কারকরণ কাজগুলি প্রাথমিক রক্ষণাবেক্ষণ ডিপোগুলির সাথে সমন্বয় করা হয়। জোনের সমস্ত ট্রেনগুলিকে বিশেষ অভিযানের অধীনে ব্যাপকভাবে পরিষ্কার করা হয়। ফলে পরিচ্ছন্নতার মান উন্নত হয়। উদাহরণস্বরূপ ডিব্রুগড় কোচিং ডিপোতে ট্রেন নম্বর ২০৫০৩ রাজধানী এক্সপ্রেসে দেখা গেছে।

দুর্গাপুরে বিস্ফোরণে জখম যুবক, বোমা তৈরির সন্দেহে তদন্তে পুলিশ

দুর্গাপুর, ২৩ এপ্রিল (হি.স.) : হঠাৎ বিস্ফোরণে গুরুতর জখম হল এক যুবক। বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে ডিএসপি টাউনশিপের নিউটন রোডের ১৭ নম্বর স্ট্রিটে। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। আহত যুবকের নাম সজল দেবনাথ। বিস্ফোরণের পর স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে দুর্গাপুর ইস্পাত হাসপাতালে ভর্তি করে। পরে তাঁকে স্থানান্তরিত করা হয় শহরের এক বেসরকারি হাসপাতালে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সজলের বাড়ি থেকেই বিকট শব্দ শোনা যায়। এরপরই তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ ও বম্ব স্কোয়াড। গোটা এলাকা ঘিরে রাখা হয়। ঘটনার পর দুর্গাপুর তৃণমূলের ব্লক সভাপতি রাজীব ঘোষ জানান, প্রথমে ইনভার্টার বিস্ফোরণ বলা হলেও পরে দেখা যায়, বারুদের উপাদান ছড়িয়ে রয়েছে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, বারুদ নিয়ে পরীক্ষার সময় আগুন লেগে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের এসিপি সুবীর রায় জানান, ঘটনার তদন্ত চলছে। বোমা তৈরির উদ্দেশ্য ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

সিপিএম নেতা সৃজনের পোস্ট নিয়ে বিতর্ক

কলকাতা ২৩ এপ্রিল (হি.স.): সামাজিক মাধ্যমে সিপিএম নেতা, এসএফআইয়ের সর্বভারতীয় যুগ্ম সম্পাদক সৃজন ভট্টাচার্য্যর জাতীয়তাবাদ-বিরোধী পোস্ট নিয়ে তৈরি হয়েছে বিতর্ক। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে চলে মন্তব্য ও শেয়ারের সংখ্যা।

অচিন্ত্য নন্দী লিখেছেন, "দেশ বিরোধী দলের ত্রন্দ্র"। অভিজিৎ সেনগুপ্ত লিখেছেন, "২০১৯ থেকে ২০২৪ তোমাদের আব্দুল্লাহরা ভোটে জিতে আসার আগে কটা হামলা হয়েছে কাশ্মীরে? অশিক্ষিত না থেকে শিক্ষিত হও একটু, এতো ডেটা, সোর্সস সব তো হাতের সামনে আছে তালে চোখ বুলিয়ে দেখো ২০১৯ এর আগে কাশ্মীরে কত এট্যাক হয়েছে আর ৩৭০ আবরোগেশনের পরে ২০১৯-২০২৪ অবধি কতবার হামলা হয়েছে? কতবার পাথরবাজি হয়েছে? কতবার অশান্ত হয়েছে কাশ্মীর?"

একটু সেন্স এবং ডেটা আনালাইসিস করে ত্বদ্রদ্বদ্মখন্ত্র করে দেখলেই তো আসল সত্যিটা বেরিয়ে আসে কিন্তু সত্যি বললে যে তোমাদের ধান্দাবাজি চলবে না,৩৭০ এর পক্ষে বলার স্কোপ থাকবে না।"

পরমা রায় লিখেছেন, "কেন মেরেছে ভাবুন ভাবতে শিখুন। অন্যায়কে প্রশ্রয় দিলে নিজেকেও ফল ভোগ করতে হয়। যারা মেরেছে ধর্ম দেখে মেরেছে। এই সত্যতা মানুন। মানতে শিখুন। আজ আপনি যদি ওখানে থাকতেন ধর্ম মানেনা না বলে কি ছাড় পেতেন? এখানে রাজনীতি দেখতে যাবেন না। দেশের মানুষের নিরাপত্তা শেষ কথা। দল নির্বিশেষে ভাবুন। সতর্ক হন। এটাই অনুরোধ।"

পঞ্চভূত নামে একজন লিখেছেন, "এরা হামাসের পক্ষে প্যালেস্টাইন এর পতাকা নিয়ে আন্দোলন করছে।" ঋক কুমার দাস লিখেছেন, "প্রথমে তারা পরিচয় জিজ্ঞাসা করে তারপর গুলি চালাতে শুরু করে। স্পষ্টতই তারা কেবল স্পষ্ট করতে চায় যে এই পর্যটকরা হিন্দু কিনা। এটি কোনও সন্ত্রাসী হামলা নয়, এটি হিন্দুদের উপর ইসলামপন্থী মৌলবাদীদের আক্রমণ।"

শৌভিক রায় লিখেছেন, "কোন সময় কী পোস্ট করতে হবে সেটা বলার জন্য একটা থিঙ্ক ট্যাংকের প্রয়োজন রয়েছে সিপিআইএমের।"

আজকের টেরোরিস্ট অ্যাটাকের মধ্যে ক্লাস স্ট্রাগল কোথায় ছিল? আর যদি না থাকে তাহলে কি আমি এটাকে 'ইসলামিক টেরোরিস্ট অ্যাটাক' বলতে পারি? নাকি এখনও বহিরাগত/সন্ত্রাসবাদীদের ধর্ম হয় না টাইপের কথা শুনতে হবে?"

অঞ্জন কুমার দে লিখেছেন, "সংবিধানের ৩৭০ ধারা তোলার সাহস কেউই দেখায়নি এর আগে। সেটা তুলে দেওয়া অনেক আগেই দরকার ছিল। কিন্তু তার সঙ্গে আজকের জঙ্গি হানার বিষয়টা গুলিয়ে দেওয়া ঠিক হবে না। পুলওয়ামার ঘটনাটা এর থেকে অনেক বেশি গুরুত্ব রাখে আজও। কমরেড!"

সৃজন সামাজিক মাধ্যমে লিখেছিলেন, "কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা তুলে সন্ত্রাসবাদীদের একদম ঠাণ্ডা করে দিয়েছে বিজেপি সরকার! যারা এসব বলতো, তারা আজ দায়িত্ব নেবে না? জঙ্গিহানায় চলে গেল তরতাজা প্রাণ কতগুলো! একেবারে পহেলগাঁও! কাশ্মীরকে সন্ত্রাসীদের জন্য সুবিধাজনক করে দিয়েছে দিল্লির পলিসি! সন্ত্রাসবাদ রুখতে কাশ্মীরের সাধারণ মানুষকে কাছে টানতে হয়! দূরে ঠেলতে নেই! বিজেপি তাই করেছে, করছে!" প্রতিবাদীদের উদ্দেশে ফের বড় করে তাঁর নিজের যুক্তি পোস্ট করেছেন সৃজন।"

সত্যজিৎ রায় ফিল্ম ইন্সটিট্যুটের জাতীয় স্বীকৃতি

কলকাতা, ২৩ এপ্রিল (হি.স.): পুনের ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া (এফটিআইআই) এবং কলকাতার সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট (এসআরএফটিআই)- কে ডিমড-টু-বি বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

বুধবার কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার এক্সবার্তায় এ খবর জানিয়েছেন। নতুন মর্যাদা এই দুই প্রতিষ্ঠানকে কেবল ডিপ্লোমা নয় বরং ডিগ্রি দেওয়া এবং ডক্টরেট দেওয়ার ক্ষমতা দেবে।

মন্ত্রকের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, '১৯৫৬ সালের ইউজিসি আইনের ৩ নম্বর ধারার অধীনে পুনের এফটিআইআই এবং কলকাতার এসআরএফটিআই-কে ডিমড-টু-বি বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সুপারিশের পরে এই মর্যাদা জানানো হয়েছে।'

পহেলগামে সন্ত্রাসী হামলায় জীবিতদের নিরাপদ প্রত্যাবর্তনে পদক্ষেপ অসম সরকারের

গুয়াহাটি, ২৩ এপ্রিল (হি.স.) : পহেলগামে সন্ত্রাসী হামলায় জীবিত অসমের বাসিন্দাদের নিরাপদ প্রত্যাবর্তনে পদক্ষেপ নিয়েছে অসম সরকার।

এক বিবৃতিতে মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয় জানিয়েছে, জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগামের কাছে মঙ্গলবারের সন্ত্রাসী হামলায় সৌভাগ্যক্রমে জীবিত অসমবাসীদের নিরাপদে রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করতে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সমন্বয় করা হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয় জানিয়েছে, 'পরিবারের সকলকে রাজ্যে প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে করা হচ্ছে।' বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, তাঁদের নিরাপদ প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছে রাজ্য সরকার।

প্রসঙ্গত, গতকাল পহেলগামে সন্ত্রাসী হামলায় যাঁরা প্রাণে বেঁচেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম শিলচরের অসম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক দেবাশিস ভট্টাচার্য ও তাঁর পত্নী ড. মধুমিতা দাস ভট্টাচার্য সহ তাঁদের পরিবার।

এদিকে কাছাড়ের পুলিশ সুপার নুমাল মাহাতো নিশ্চিত করেছেন, অধ্যাপক দেবাশিস ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে তিনি ফোনে কথা বলেছেন। তাঁরা বর্তমানে শ্রীনগরের একটি হোটেলে নিরাপদে আছেন। ফিরতি টিকিট তাঁরা আগেই কেটে রেখেছেন। পুলিশ সুপার আরও বলেন, কাশ্মীরে তাঁদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সেখানকার প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করেছেন।

পুলিশ সুপার নুমাল মাহাতো আশ্বস্ত করেছেন, প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহায়তা প্রদান করে অসম পুলিশ পরিবারটিকে শিলচরে নিরাপদে ফিরিয়ে আনতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার নিরাপত্তা সংক্রান্ত কমিটির বৈঠক প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে

নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিল (হি.স.): কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার নিরাপত্তা সংক্রান্ত কমিটির (সিসিএস) জরুরি বৈঠক ডাকলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পহেলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলার বিষয়ে দিল্লিতে মন্ত্রিসভার নিরাপত্তা সংক্রান্ত কমিটির এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর রয়েছেন বৈঠকে। বুধবার সন্ধ্যায় দিল্লিতে ওই বৈঠক শুরু হয়। কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত কমিটির নেতৃত্বে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। এ ছাড়া প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করও রয়েছেন কমিটিতে।

কাশ্মীরে হিন্দু হত্যার প্রতিবাদে বাঁকুড়ায় বিজেপির মশাল মিছিল, উত্তাল শহর

বাঁকুড়া, ২৩ এপ্রিল (হি স) : কাশ্মীরে বেড়াতে যাওয়া নিরীহ হিন্দুদের নৃশংস হত্যার ঘটনায় ক্ষোভে ফুঁসছে বাঁকুড়া। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এই খবর সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হতেই জেলা জুড়ে ক্ষোভের আগুন ছড়িয়ে পড়ে। সর্বত্রই জঙ্গিদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি উঠেছে। এই ঘটনার প্রতিবাদে বুধবার সন্ধ্যায় বাঁকুড়া শহরে একটি মশাল মিছিলের আয়োজন করে বিজেপি। নূতনগঞ্জে অবস্থিত জেলা কার্যালয় থেকে মিছিলটি শুরু হয়। বিজেপি কর্মীরা হাতে মশাল, মোমবাতি ও প্ল্যাকার্ড নিয়ে প্রতিবাদে অংশ নেন।

মিছিলে নেতৃত্ব দেন বিজেপির জেলা সভাপতি প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় ও সদর কেন্দ্রের বিধায়ক নিলাদ্রী দানা। বিধায়ক নিলাদ্রী দানা বলেন, 'মঙ্গলবার কাশ্মীরে যে নৃশংস ও অমানবিকভাবে নিরীহ হিন্দুদের হত্যা করা হয়েছে, তা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানাতেই আজকের এই মশাল মিছিল এবং নিহতদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে।

হাইলাকান্দিতে ১০ মে লোক আদালত

হাইলাকান্দি (অসম) ২৩ এপ্রিল (হি.স.) : হাইলাকান্দি লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটির উদ্যোগে আগামী ১০ মে হাইলাকান্দির জেলা ও দায়রা জজ প্রাঙ্গনে এক লোক আদালত অনুষ্ঠিত হবে। এতে ব্যাংক, বিদ্যুৎ এবং বিএসএনএল সম্বন্ধীয় মামলা এবং আদালতে বিচারাধীন মামলা আপোষ মীমাংসার দ্বারা নিষ্পত্তি করা হবে। যারা ইতিমধ্যে লোক আদালতের নোটিশ পেয়েছেন বা মামলা নিষ্পত্তির জন্য আগ্রহী তাদেরকে সংশ্লিষ্ট আদালতে বা নোডাল অফিসারের সঙ্গে আগাম যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে। এছাড়া মামলা নিষ্পত্তির জন্য ফোন বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ৯৮৫৪৪৬৮৫১৭-এ যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে। এছাড়া অথরিটির আইনজীবী আজিজুর রহমান লস্কর এর সঙ্গেও যোগাযোগ করা যাবে বলে ডিস্ট্রিক্ট

জঙ্গিহানায় নিহতদের স্মরণে বাতিল হল বিধানসভার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

কলকাতা, ২৩ এপ্রিল (হি.স.): কাশ্মীরে জঙ্গিহানায় নিহতদের শ্রদ্ধা জানাতে স্থগিত করা হল বিধানসভার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এটি স্থগিত করার আবেদন জানিয়ে বিধানসভার সচিবালয়ে চিঠি পাঠিয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও।

বুধবার নির্ধারিত সময়ে প্রেক্ষাগৃহে নিহতদের স্মরণে নীরবতা পালন করে অনুষ্ঠান স্থগিত করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশেই অনুষ্ঠান স্থগিত করা হয়েছে বলে বিধানসভা সূত্রে খবর।

বিধানসভা কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত সময় অনুযায়ী দুপুর সাড়ে ৩টে নাগাদ অনুষ্ঠানস্থলে গিয়েছেন। নিহতদের স্মরণে নীরবতা পালন করার পর অনুষ্ঠান স্থগিত করার কথা আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষণা করা হয়।

রাজ্যের চাকরিহারা শিক্ষকদের আন্দোলনের জেরে বিধানসভায় এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান স্থগিত রাখা বা পিছোনোর দাবি জানিয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা। মঙ্গলবার এ নিয়ে বিধানসভার সচিব সৌমেন্দ্রনাথ দাসকে চিঠিও দেন তিনি। এর পর মঙ্গলবার দুপুরে জম্মু-কাশ্মীরের পহেলগামে জঙ্গিহানায় ২৬ জন পর্যটকের মৃত্যুর খবর আসে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বুধবার ফের বিধানসভার সচিবালয়ে চিঠি লেখেন শুভেন্দুবাবু। জঙ্গিহানায় নিহতদের স্মরণে এবং পোপ ফ্রান্সিসের মৃত্যুর কারণ দেখিয়ে অনুষ্ঠান স্থগিত করার প্রস্তাব দেন তিনি।

কাশ্মীরে জঙ্গি হানায় নিহত বিতান, শোকস্তব্ধ দুর্গাপুর

দুর্গাপুর, ২৩ এপ্রিল (হি.স.) : কাশ্মীরের পহেলগামে জঙ্গি হামলায় মৃত্যু বাঙালি পর্যটক বিতান অধিকারীর। আমেরিকার ফ্লোরিডা প্রবাসী হলেও তাঁর শৈশব, পড়াশোনা ও বেড়ে ওঠা শিল্পশহর দুর্গাপুরেই। বিতানের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই শোকের ছায়া নেমে এসেছে তাঁর প্রিয় শহরে।

দুর্গাপুর স্টিল টাউনশিপের ২০/২৮ সেকেন্ডারি এলাকার বাসিন্দা ছিলেন বিতান। তাঁর বাবা বীরেশ্বর অধিকারী অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্টে চাকরি করতেন। প্রাথমিক শিক্ষা হর্ষবর্ধন রোড প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, এরপর শিবাজি রোড বয়েজ হাই স্কুল ও ফুলঝোড়ের বিসি রায় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে আইটি নিয়ে পড়াশোনা করেন বিতান। ২০০৮ সালে টিসিএসে চাকরি পেয়ে দেশ ছাড়েন।

বর্তমানে ফ্লোরিডায় কর্মরত ছিলেন বিতান। স্ত্রী সোহিনী ও সাড়ে ৩ বছরের ছেলেকে নিয়ে দেশে ছুটি কাটাতে এসে ঘুরতে গিয়েছিলেন কাশ্মীরে। ফেরার কথা ছিল ২৪ এপ্রিল। কিন্তু তার আগেই, ২২ এপ্রিল পহেলগামের বাইসরান উপত্যকায় জঙ্গি হামলায় প্রাণ হারান তিনি। বিতানের অকালমৃত্যুতে শোকস্তব্ধ তাঁর স্কুলের সহপাঠী ও প্রতিবেশীরা। শিবাজি রোড বয়েজ স্কুলের সামনে বুধবার সহপাঠীদের জমায়েত দেখা গেছে। শহর জুড়ে নেমে এসেছে বিষাদের ছায়া।

আগামীকাল হাইলাকান্দিতে সাফাই কর্মচারী কমিশন

হাইলাকান্দি (অসম) ২৩ এপ্রিল (হি.স.) : চেয়ারম্যান বাইজনাথ বাশফোর-এর নেতৃত্বে তিন সদস্যের আসাম রাজ্যিক সাফাই কর্মচারী কমিশন আগামীকাল বৃহস্পতিবার হাইলাকান্দি আসছেন। আগের কার্যসূচি অনুসারে শনিবার কমিশন হাইলাকান্দি জেলা সফর করার কথা ছিল। হাইলাকান্দি সফরকালে কমিশন জেলার প্রাইভেট নার্সিংহোমে কর্মরত সাফাই কর্মচারীদের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হবেন। এরপর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে কর্মরত সাফাইকর্মীদের সঙ্গে মিলিত হবেন। এরপর নির্মাণ শিল্পে কর্মরত কর্মীদের সঙ্গে দেখা করবেন কমিশন। এছাড়া কমিশন হাইলাকান্দি শহরের সাফাই কলোনি পরিদর্শন করবেন এবং বিকেল হাইলাকান্দিতে জেলার বিভাগীয় প্রধানদের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হবেন কমিশন।

TRIPURA STATE CO-OPERATIVE BANK LTD.
Head Office :: Agartala

Advt. No. TSCB/ESTT/RECRUITMENT/01/2023

NOTIFICATION FOR DISTRIBUTION OF OFFER LETTERS

In reference to the revised result published on 21.03.2025, Offer letters Distribution Ceremony for Assistant Managers (50 Posts), Cash-Cum-General-Clerks (78 Posts) and Multi-Tasking Staff (28 Posts) will be held on 26/04/2025 at Rabindra Satabarshiki Bhawan, Hall No.1, Agartala from 9.30 am onwards.
All selected candidates are requested to remain present in the aforesaid Ceremony along with copy of Interview /Online Examination Admit Card and a photo identity in original (Aadhaar / EPIC/ Pan Card etc.) to collect their Offer Letter. Please keep visit Bank's website https://www.tscbank.nic.in/ for updates.
Place: Agartala
Date: 24.04.2025

Managing Director,
Tripura State Cooperative Bank Ltd.

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকল প্রকার ভারী মালবাহী গাড়ি এবং মাঝারি মালবাহী গাড়ির চালকদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, মাননীয় আগরতলা পুরনিগম কমিশনারের সেহা নং চ.১ (৪)/MC(Conf)/AMC/২০২০/৯৯৯৭-১০০০৬ dated ১৫th February, ২০২৫ মূলে সকাল ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত সকল প্রকার ভারী এবং মাঝারি মালবাহী গাড়ি আগরতলা পুরনিগম এলাকায় প্রবেশ করতে পারবে না। এখানে উল্লেখ থাকে যে, পচনশীল দ্রব্যবাহী গাড়ি যেমন সজিবাহী, দুধবাহী ইত্যাদি উল্লেখিত আদেশের আওতায় আসবে না। যদি অন্য কোনও ভারী ও মাঝারি মালবাহী গাড়ির চালক উক্ত আদেশ অমান্য করে আগরতলা পুরনিগম এলাকায় গাড়ি নিয়ে প্রবেশ করে তাহলে ট্রাফিক দপ্তর তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। এই মর্মে আপনাদের সহযোগিতা একান্তভাবে কামনা করছি।
ICA/D-096/25

বহুজন হিতায়
সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশ (ট্রাফিক)
ত্রিপুরা, আগরতলা

হাইলাকান্দিতে পঞ্চায়েত নির্বাচন উপলক্ষে ড্রাইডে

হাইলাকান্দি (অসম) ২৩ এপ্রিল (হি.স.) : হাইলাকান্দির জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচন উপলক্ষে আগামী ৩০ এপ্রিল বিকেল সাড়ে চারটা থেকে ২ মে তারিখে ভোট গ্রহণ পর্ব শেষ না হওয়া পর্যন্ত জেলায় ড্রাই ডে ঘোষণা করেছেন। বুধবার হাইলাকান্দিতে জারি করা এক আদেশে ১১ এপ্রিল ভোট গণনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত ড্রাই-ডের ঘোষণা দিয়েছেন। এই এছাড়া এই আদেশে যদি কোন ক্ষেত্রে রিপোলের প্রয়োজন পড়ে সেক্ষেত্রে চার মে তারিখে সংশ্লিষ্ট এলাকায়ও ড্রাইডে ঘোষণা থাকবে। ফলে ঘোষিত ড্রাইডের দিন গুলিতে লাইসেন্স প্রাপ্ত মদের দোকান বন্ধ থাকবে। এই আদেশের ফলে জেলায় মদ বিক্রি ও পরিবেশন ইত্যাদি বন্ধ থাকবে।

PNIe-T NO:- 07/EE-1/ 2025-26,
Dated 19/04/2025
The Executive Engineer, Division No-1, PWD(R&B), Agartala, Tripura (W) invited tender from the eligible bidders up to 15.00 hours on 13-05-2025 for 01 (One) No. Maintenance work. For details visit https:// tripuratenders.gov.in or contact at Mobile No: 7004647849 for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.
ICA/C/250/25
EXECUTIVE ENGINEER AGARTALA DIVISION NO-I, PWD (R & B), AGARTALA, WEST TRIPURA

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

ফিট থাকতে বেশি খাওয়ার প্রবণতা কমাবেন কী ভাবে?

সামনেই উৎসবের মরসুম। ওজন ঝরিয়ে ফিট থাকার জন্য ইতিমধ্যেই জিমের মেম্বারশিপ নিয়ে ফেলেছেন অনেকেই। সকাল সকাল জিমে গিয়ে ঘাম ঝরাতেও শুরু করেছেন কেউ কেউ। শরীরচর্চায় ফাঁকি না দিলেও সমস্যাটা অন্য জায়গায়। পছন্দের খাবার সামনে এলেই নিজেকে আর ধরে রাখতে পারেন না। অতিরিক্ত খাওয়ার ফলে জিমে

গিয়ে কসরত করার সমস্ত চেষ্টাই বৃথা হয়। মনের মতো খাবার চোখের সামনে দেখেই পুরোটা খেয়ে নিলেন। আসলে প্রিয় খাবার পাতে পড়লে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি খেয়ে ফেলে স্বাভাবিক। অনেক সময়, কষ্ট হলেও লোকে আরও বেশি করে খেয়ে ফেলেন। এতে হজমের গোলমাল শুরু হয়। শুধু তা-ই নয়, এর ফলে ওজন বেড়ে যাওয়ার মতো আরও অনেক সমস্যা দেখা দিতে পারে। বিয়েবাড়ি হোক কিংবা অফিসের পার্টি, রেস্তরাঁয় বুফে খাওয়া হোক বা বাড়িতে উতবের ভূরিভোজ অতিরিক্ত খাওয়ার প্রবণতা কী ভাবে কমাবেন রইল হদিস। ১) কোনও রেস্তরাঁয় যাওয়ার আগে কিংবা কোনও নিমন্ত্রণ বাড়িতে যাওয়ার আগে কখনওই খালি পেটে থাকবেন না। সময় মতো প্রাতরাশ ও দুপুরের খাবার অবশ্যই খেতে হবে। খালি পেটে থাকলেই পছন্দের খাবার বেশি খেয়ে ফেলার প্রবণতা বাড়ে। তাই খেতে যাওয়ার আগে পেট একেবারে খালি রাখা চলবে না। বেশি খেয়ে ফেললেই শুরু হয় হজমের গোলমাল।

২) বুফেতে গেলেই আমদের সব কিছু চেখে দেখার প্রবণতা থাকে। এই করতে গিয়েই আমরা অনেক বেশি খেয়ে ফেলি। তবে চেষ্টা করুন স্টাটার্স বেশি করে খাওয়ার। কবাবজাতীয় খাবার খেয়ে পেট ভরান। মেন কোর্সে বেশি গুরুত্ব না দিয়ে শেষে অল্প মিষ্টিমুখ করতে পারেন। ৩) একসঙ্গে বেশি খাবার খেয়ে নেওয়ার প্রবণতা থাকলে যে খাবারগুলিতে ক্যালোরির পরিমাণ কম, সেগুলি খেতে পারেন। তা হলে অন্তত ওজন বেড়ে যাওয়া কিছুটা হলেও আটকানো যাবে। বেশি ফ্যাট আর ক্যালোরিযুক্ত খাবার একসঙ্গে খেলে ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা সত্যিই সম্ভব নয়। নরম পানীয় ও সোডাযুক্ত পানীয়ও এড়িয়ে চলুন। ৪) তাড়াহুড়ো করে খেলে বেশি খাবার খেয়ে নেওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই হাতে সময় নিয়ে খেতে বসুন। প্রতিটি গ্রাস অল্প অল্প করে মুখে তুলুন। উপভোগ করে খাবার খেলে দেখবেন, পেট এবং মন দুই-ই ভরছে। আবার শরীরও সুস্থ থাকছে।

ভাজাভুজি মুচমুচে করা নয়, বিস্কুটের গুঁড়ো হেঁশেলের আরো কাজে লাগে?

বর্ষার বিকেলে চিকেন পকোড়া হোক কিংবা অতিথি আপ্যায়নে ফিশ ফ্রাই হেঁশেলে যদি বিস্কুটের গুঁড়ো না থাকে, তা হলে মাথায় হাত পড়ে অনেকেরই। কারণ, এ ধরনের ভাজাভুজি খাবার মুচমুচে করে তুলতে বিস্কুটের গুঁড়ো অপরিহার্য। বিস্কুটের গুঁড়ো যে শুধু খাবার কুড়মুড়ে করে তুলতে কাজে লাগে, তা কিন্তু নয়। বিস্কুটের গুঁড়ো দিয়ে আরও অনেক কাজ করা যায়। জানা থাকলে বিপাকে পড়তে হবে না।

পাস্তা

ঘরোয়া পাস্তা খানিক সুস্বাদু করে তুলতে ব্যবহার করতে পারেন বিস্কুটের গুঁড়ো। এতে পাস্তার স্বাদে একটা বদল আসে। খাওয়ার সময়ে একটা মিষ্টি স্বাদ পাওয়া যায়। ইটালির খাবারের সঙ্গে এমন ঘরোয়া উপকরণ মিশিয়ে নিলেই চেনা খাবারও অচেনা হয়ে উঠতে পারে।

স্যুপ ঘন করতে

অনেকেই জলের মতো টলটলে স্যুপের বদলে ঘন স্যুপ খেতেই পছন্দ করেন। কিন্তু ঘন স্যুপ বানানো সহজ নয়। অনেক সময়ে স্যুপ বানাতে গিয়ে তা পাতলা হয়ে যায়। তেমন হলে কোনও দিকে না তাকিয়ে খানিকটা বিস্কুটের গুঁড়ো স্যুপের মধ্যে মিশিয়ে দিন। স্যুপ ঘন হবে।

সব্জিতে ব্যবহার করেন

ডায়েট করছেন বলে সেদ্ধ সব্জি একেবারে অল্প তেলে হালকা নাড়াচাড়া করে খান অনেকেই। যতই ওজন কমানোর তাগিদ থাক, তবু রোজ রোজ এমন স্বাদহীন খাবার খেতে কারই বা ভাল লাগে! তবে এই সব্জির মধ্যে যদি কিছুটা বিস্কুটের গুঁড়ো ছড়িয়ে দিতে পারেন, তা হলে এই খাবারেরই অন্য রকম স্বাদ হবে।

মাংসের ঝোলে

বাড়ির সকলে ঘন ঝোল খেতে পছন্দ করেন। অথচ তাতে পেঁয়াজ, রসুন কিংবা অন্যান্য মশলা বেশি দেওয়া চলবে না। কী ভাবে মাংসের ঝোল ঘন করবেন বুঝতে পারেন না অনেকেই। মাংসের ঝোল ঘন করার আরও একটি উপায় হল বিস্কুটের গুঁড়ো। কড়াই থেকে নামানোর আগে দু'চামচ বিস্কুটের গুঁড়ো মিশিয়ে দিলে ঝোল ঘন হবে।

খিচুড়ির সঙ্গে রকমারি বড়া

ঝিরঝিরে বৃষ্টি মানেই বাঙালির হেঁশেলে খিচুড়ির হাঁড়ি। সঙ্গে অবশ্যই ভাজভুজি। তবে খিচুড়ির সঙ্গে কিন্তু আরও একটি পদ খুব ভাল যায়। তা হল বড়া। শুধু পোস্তর বড়া বা মাছের ডিমের বড়া নয়, এ ছাড়াও রকমারি বড়া হতে পারে, যার সঙ্গে খিচুড়ি জমে যাবে একদম! রইল তালিকা।

পলতা পাতার বড়া বা ধনেপাতার বড়া

১ কাপ কুচোনো ধনেপাতা, ১টা ছোট লঙ্কা, ১টা পেঁয়াজ, প্রয়োজন মতো হলুদ গুঁড়ো, নুন, এক টেবিল চামচ রাইস ফ্লাওয়ার, সাড়ে তিন টেবিল চামচ বেসন নিয়ে একটা বাটিতে ভাল করে মিশিয়ে নিন। ১০-২০ মিনিট রেখে দেওয়ার পরে হাফ চামচ জল দিয়ে দিন মিশ্রণে। তার পরে একটু জল টেনে নিলে আধ কাপ তেলে ভাল করে ভেজে নিন বড়াগুলি। তৈরি খিচুড়ির পাতে পলতা পাতার বড়া।

বকফুলের বড়া

বকফুলের বড়া বানাতে সবার আগে ফুলগুলি জল দিয়ে ভাল করে ধুয়ে বোঁটা ছাড়িয়ে নিন। তার পর ১৫০ গ্রাম বেসনের সঙ্গে একটু সোডা দু'-তিন ঘণ্টা রেখে দিয়ে আধ চামচ চাট মশলা, স্বাদমতো বিটনুন, হলুদ এক টেবিল চামচ, এক টেবিল চামচ

শুকনো লঙ্কা, দুটো কুচনো কাঁচা লঙ্কা মিশিয়ে নিন। তারপর সাদা তেলে কড়কড়ে বাদামি রং হওয়া পর্যন্ত ভাজুন।

পুঁই শাকের বড়া

কুচনো পুঁই শাক, আদা-রসুন বাটা, রাইস ফ্লাওয়ার, হলুদ, জিরে, লঙ্কা ও পেঁয়াজ একসঙ্গে মিশিয়ে নিন একটা বাটিতে। মুগ ডাল ২-৩ ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে বেটে নেবেন। তার পরে দুটো মিশ্রণ একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। এ বার অল্প অল্প করে নিয়ে গরম তেলে বাদামি হওয়া অবধি ভাজুন।

পাট পাতার বড়া

বাঙালির হেঁশেলে খুব পরিচিত পদ পাট পাতার বড়া। গোটা গোটা পাট পাতা ভাল করে ধুয়ে রাখুন। আর একটা বাটিতে রাইস ফ্লাওয়ার, হলুদ গুঁড়ো, কালো জিরে, শুকনো লঙ্কা গুঁড়ো, বেকিং সোডা, স্বাদ মতো নুন নিয়ে মিশিয়ে নিন। তাতে অল্প জল দিয়ে ভারী মিশ্রণ বানিয়ে নিন। তার পরে গোটা পাট পাতা সেই মিশ্রণে মাখিয়ে সর্ষের তেলে ভেজে নিন।

আলু খোসার বড়া-

খিচুড়ির সঙ্গে পাতে যদি থাকে আলু খোসার বড়া, তা হলে তো কথাই নেই। নিতান্তই সহজে বানিয়ে নেওয়া যায় এই পদ। মাঝারি সাইজের আলু ৬ পিস মতো নিয়ে একটু মোটা করে খোসাটা ছাড়িয়ে নিন। এ বার ভাল করে ধুয়ে পরিষ্কার করে খোসাগুলি ঝিরিঝিরি করে কেটে নিন। তারপর নিন এক চিমটি কালো জিরে, এক চিমটি জোয়ান, একটা শুকনো লঙ্কার কুচি, এক চা চামচ ধনেপাতা কুচি, এক টেবিল চামচ বেসন, এক চা চামচ চাল গুড়ি। সমস্ত উপকরণ খুব ভাল করে মেখে নিয়ে কড়াইতে অল্প তেল দিয়ে মিশ্রণটিকে চ্যাপ্টা চ্যাপ্টা আকারে বড়া তৈরি করে অল্প আঁচে একটু সময় নিয়ে ভেজে নিন।

কিমা বড়া

যদি নিরামিষ বড়া মন না চায়, কিমা বড়া করলেই হয়। ২০০ গ্রাম মতো চিকেন অথবা মাটন কিমা অল্প নুন দিয়ে একটু সেদ্ধ করে নিন। তাতে মিশিয়ে নিন একটা ছোট আকারের আলু সেদ্ধ কুরানো, একটা মাঝারি মাপের পেঁয়াজ কুচি, এক চা চামচ রসুন কুচি ,এক চা চামচ ধনেপাতা কুচি, একটা শুকনো লঙ্কার কুচি, একটা কাঁচা লঙ্কার কুচি, হাফ চা চামচ বেকিং পাউডার, এক টেবিল চামচ কর্নফ্লাওয়ার, এক চা চামচ ময়দা ,স্বাদ অনুযায়ী লবণ, এক চিমটি চিনি, ছোট এলাচ ও দারচিনির গুঁড়ো এক চিমটি। উপকরণগুলি ভাল করে মেখে মিশ্রণটিকে চ্যাপ্টা চ্যাপ্টা বড়ার আকারে মাঝারি আঁচে একটু সময় দিয়ে ভেজে নিন।

চটজলদি অভিনব দই চাট

সন্ধেবেলা ভিড়ে বেরোতে ইচ্ছে করছে না। এদিকে মুখরোচক টুকটাক খাবারের জন্য মন ছটফট। ক'টা জিনিস আগে ভাগে কিনে রাখুন। আর তা দিয়েই চটজলদি বানিয়ে নিতে পারেন সাত স্তরের অভিনব দই চাট। ৮ জনের খাবার জন্য রেসিপি রইল এই প্রতিবেদনে। সাত স্তরের দই চাটের প্রত্যেক স্তরে কী কী থাকবে প্রধাণ উপকরণ থাকবে- ১।অঙ্কুর বের হওয়া মুগডাল, ২।ধোকলা, ৩। মুচমুচে পাপড়ি, ৪। তেঁতুলের চাটনি সহ টক মিষ্টি বোঁদে, ৫। ঝাল ঝাল করে মাখা আলু, ৬। দই, ৭। নানা ধরনের টক ও মিষ্টি চাটনি। প্রত্যেক স্তরের স্বাদ ও ধরন মিলেমিশে এই অভিনব চাটের উদ্ভব মূলত উত্তর ভারতে।

কীভাবে বানাবেন- আলাদা করে বাড়তি উপকরণের তালিকা না দিয়ে সরাসরি রান্নার কথায় যাই। এখানেই উপকরণ কী কী লাগবে এবং তার পরিমাণ কতটা, বুঝে নিতে অসুবিধে হবে না। প্রথমে, ৩টে মাঝারি মাপের আলুর সঙ্গে ছোট মাপের অর্ধেক বিট, ১ টেবিল চামচ চাট মশলা, অর্ধেক টেবিল চামচ ভাজা জিরে, ১ টেবিল চামচ শুকনো লঙ্কা গুঁড়ো ও স্বাদমতো নুন, সবকিছু এক সঙ্গে নিয়ে ভাল করে মেখে নিন। প্রয়োজন মতো আরও নুন ও মশলা যোগ করতে পারেন।

তারপর, দু'কাপ অঙ্কুর বের হওয়া মুগডাল একটা প্যানে নিয়ে কম থেকে মাঝারি আঁচে ১ টেবিল চামচ তেল দিয়ে ঢাকা দিয়ে রাখুন। কমপক্ষে দু'মিনিট রান্না বা গরম হতে দিন। লক্ষ রাখুন যাতে মুচমুচে ভাবটা চলে না যায়। তারপর গ্যাস বন্ধ করে ১ টেবিল চামচ শুকনো লঙ্কা গুঁড়ো, অর্ধেক টেবিল চামচ হলুদ গুঁড়ো ও স্বাদমতো নুন দিয়ে ভাল করে মিশিয়ে নিন মুগডালের সঙ্গে, আর আলাদা পাত্রে ঢাকা দিয়ে রাখুন।

এরপরে, দইয়ের স্তরকে মনের মতো সুস্বাদু করে তুলতে অর্ধেক কাপ দুধ, দু'কাপ দই, অর্ধেক টেবিল চামচ নুন এবং দু'টেবিল চামচ চিনি একটা পাত্রে নিয়ে ভাল করে মিশিয়ে নিন, যতক্ষণ না তরল দইয়ের মিশ্রণ তৈরি হয়। তারপর সব উপকরণ একসঙ্গে মেশানোর আগে দেড় কাপ মশলা বোঁদে আর তিন টেবিল চামচ তেঁতুলের চাটনি মিশিয়ে নিন ভাল করে। পরের স্তরটির জন্য আগে থেকে কিনে রাখা পাঁচ থেকে ছ'টা ধোকলা মিহি করে নিন।

সব উপকরণ দিয়ে প্রত্যেক স্তর বানিয়ে নেওয়ার পরে, আলাদা করে সাজিয়ে নিন একটার পর একটা স্তর। যে বাটিতে পরিবেশন করছেন তাতে প্রথমে গুঁড়ো করা পাপড়ির একটা স্তর সাজান। তার উপরে আলুমাখা ধীরে ধীরে চেপে বসিয়ে দিন। এরপর প্রথমে পাতলা দইয়ের স্তর দিয়ে তাঁর উপরে মুগডালের স্তর দিন। তারপর ধনেপাতা আর পুদিনাপাতা দিয়ে তৈরি সবুজ চাটনি, বোঁদে ও তেঁতুলের চাটনি রেখে তার উপরে গুঁড়ো করা ধোকলার স্তর দিয়ে সাজিয়ে নিন। সবশেষে আরও একবার পাতলা দই ও চাটনির স্তর দিয়ে তার উপরে মুচমুচে ঝুরিভাজা, এক চতুর্থাংশ কাপ বেদানা ছড়িয়ে দিন। ব্যস, এভাবেই তৈরি করে নিতে পারেন অভিনব এই দই চাট।

দেশি সবজিতেই বানিয়ে ফেলুন ভিনদেশি অভিনব পদ

বাড়িতে বাচ্চা থাকলে তাকে শাকসবজি খাওয়াতে জীবন প্রায় জেরবার হয়ে যায়! কিন্তু খাওয়াতে তো হবে। নতুন কোনও উপায়ে কিন্তু আপনার সন্তানকে অনায়াসেই শাকসবজি খাওয়াতে পারেন। এই পুজোয় সবজি দিয়েই বানিয়ে ফেলুন না নতুন ধরনের কোনও রেসিপি! এই যেমন, ভিনদেশি পদ ভেজিটেবল পট পাই।

উপকরণ- লাউ, পেঁপে, মিষ্টি কুমড়ো, বরবটি, ৪ কাপ গাজর, চিকেন ব্রেস্ট আধ কাপের মতো, ১টি চিকেন স্টক কিউব। ১ চা চামচ আদা-রসুন বাটা, ১ কাপ সাদা সস, ১ টেবিল চামচ রসুন কুচি, ২ চা চামচ কাঁচা লঙ্কা কুচি, ধনেপাতা, ১ চা চামচ সাদা গোলমরিচের গুঁড়ো, ১/২ চা চামচ অরিগ্যানো, ১ চা চামচ তুলসি পাতা, ৩ টেবিল চামচ সয়াবিন তেল, পরিমাণ মতো নুন, ২ টো ১০ ইঞ্চির পাই পেস্ট্রি শিট। প্রণালী- সবজির খোসা ছাড়িয়ে মাঝারি আকারের কিউব করে কেটে নিয়ে আধ সেদ্ধ করে নিন। আদা রসুন বাটা এবং নুন মিশিয়ে চিকেন সেদ্ধ করুন। সেদ্ধ মাংস ছোট ছোট টুকরো করে নিন। প্যানে তেল গরম করে রসুন কুচি ভেজে নিন। সেদ্ধ করে রাখা সবজিগুলি ঢেলে দিয়ে সাঁতলে নিন এর পর। এর পরে চিকেন স্টক, সেদ্ধ করে রাখা চিকেন ও অন্যান্য উপকরণ একে একে মিশিয়ে নাড়তে থাকুন। রান্না হয়ে গেলে নামিয়ে নিন। এর পর আভেনপ্রুফ ডিশে পাই পেস্ট্রি শিট বসিয়ে নিন। সবজি ঢেলে দিন এর উপরে। সবজির স্তরের পর আর একটা শিট বসিয়ে দিন। ছুরি দিয়ে ডিজাইন করে দাগ কেটে নিন তাতে। এর পরে ওভেনে ১৮০ ডিগ্রিতে বেক করে নিন ২৫ থেকে ৩০ মিনিট। নতুন স্বাদের ভেজিটেবল পট পাই তৈরি!

সন্দর্ভ শয়তানের ভয়

অদিতি চট্টোপাধ্যায়

কথায় বলে, আলো-অন্ধকার একে ওপরের পরিপূরক। যেখানে আলো থাকবে, সেখানে অন্ধকারও বিরাজ করবে। ঠিক তেমনই শুভ শক্তির পাশাপশি অশুভ শক্তিও আমাদের পাশে অনেক সময় বিরাজ করে। তবে আধুনিকতা, বিজ্ঞানের এই যুগে অশুভ সমস্ত শক্তিই মা দুর্গার ত্রিশূলের ফলার কাছে এসে পরাস্ত হয়ে যায়।

সদ্য লেখিকা সঞ্চারী ভট্টাচার্যের 'সন্দর্ভে শয়তান' বইটি সমাপ্ত করলাম। 'রক্ষকই যখন ভক্ষক' অধ্যায়ে লেখক দেখিয়েছেন, 'স্ত্রী, কন্যাকে বেড়াতে নিয়ে গিয়ে মাঝ রাস্তায় সুনির্মলের গাড়ি খারাপ হয়ে যাওয়ার কথা। শেষমেষ, একটা মোটেলে আশ্রয় নেওয়া। বাড়ির পিচাশরূপীর আতিথেয়তা গ্রহণ ও শেষে তাঁর হাতে স্ত্রী, কন্যার প্রাণ বিসর্জন সবই যেন নিমেষের মধ্যে ঘটে যায় সুনির্মলের চোখের সামনে। পলকের মধ্যে শেষ হয়ে গেল সুনির্মল ও তাঁর পরিবার। আকাশেত্তবাতাসে ভেসে বেড়াতে লাগল, নাম গুম জায়েগা ! চেহেরা ইয়ে বদল জায়েগা' !

'কালাজাদু হইতে সাবধান' অধ্যায়ে লেখিকা দেখিয়েছেন, 'স্বত্তপরিবারে গ্রামের বাড়ি গিয়ে অত্তশরীরী আত্মার কোপে বাড়ির বড়ও ছেলে নিখিলেশের প্রাণহানি। একের পর এক দুর্যোগের মেঘ ঘনিয়ে আসা। যদিও মেঘ শেষে সূর্য হাসে, তবে ক্ষণিকের সেই মেঘে তছনছ হয়ে যাওয়া কিছু জীবন ও পরিবার'।

'অভিশপ্ত সেই কবর' অধ্যায়ে লেখিকা দেখিয়েছেন, 'কেরলের এক প্রত্যন্ত গ্রামে চার মাসের জন্য পোস্টিং হয়েছে আবিরের। যেখানে বেশিরভাগই খৃষ্টানদের বসবাস। মাছের ঝোল, ভাতের বদলে ধোসা, ইডলি, সম্বরের ডাল খেয়ে থাকতে হয়েছে আবিরকে। কিন্তু কুন্নুর গ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মুগ্ধ করেছিল তাঁকে। ঘাস জমি, সবুজ ক্ষেতত্তখামার আবিরকে যেন প্রকৃতির গভীর অরণ্যে নিয়ে গিয়েছিল। অফিসের ঠিক করে দেওয়া বাড়িতে কবর এবং কমলিনির দুঃখ ভরা কাহানি স্পর্শ করে যায় প্রেমিক আবিরকে'।

লেখিকার 'সুন্দরবনে এক রাত', 'ঐ জঙ্গলে কেউ যায় না', 'বাদলা রাতের চায়ের আসরে', 'বটতলার আতঙ্ক', 'সন্দর্ভে শয়তান' অধ্যায়গুলিতে গা ছমছমে ভূতুড়ে গন্ধ পাওয়া যায়। রঙিন প্রচ্ছদ বিশিষ্ট অনুভূতি প্রকাশনের অন্তর্গত **বইটির মূল্য ৩১১ টাকা**।

ব্যস্ততার মাঝে চাঙ্গা থাকতে কী করেন ইসরোর বিজ্ঞানীরা?

ভারতের চাঁদের মাটি ছোঁয়ার দশ দিন পূর্ণ হল। গত মাসের ২৪ আগস্ট চন্দ্রযান-৩ অভিযান সফল হয়েছে। এই সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে চাঁদের মাটিতে মহাকাশযান নামানো দেশগুলির মধ্যে চতুর্থ স্থানে উঠে এসেছে ভারতের নাম। এই সাফল্যের নেপথ্যে রয়েছেন ইসরোর বিজ্ঞানীরা। এর আগে দ্বিতীয় চন্দ্রযানের ব্যর্থতার পর এক ধাক্কায় ইসরোর চাঁদের মাটি ছোঁয়ার স্বপ্নভঙ্গ হয়। কিন্তু দমে যাননি ইসরোর বিজ্ঞানীরা। অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে নতুন করে চাঁদের মাটি ছোঁয়ার প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন তাঁরা। দীর্ঘ সময় ধরে কঠিন পরিশ্রম আর বিপুল সময় ব্যয় করে ভারতের মুকুটে সাফল্যের নতুন পালক যোগ করেছেন তাঁরা। অক্লান্ত পরিশ্রম, বিনিদ্র রাত কাটানো, তবু অবসাদগ্রস্ত না হয়ে কাজ করে গিয়েছেন বিরামহীন ভাবে। দিন-রাত এক করে শুধু চাঁদের মাটিতে যান পাঠানোর প্রস্তুতি নিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু ইসরোর বিজ্ঞানীদের এই জীবনীশক্তির উত কী? মানসিক ভাবে চাঙ্গা থাকতে কী করেন তাঁরা? তৃতীয় চন্দ্রযানের সাফল্যের পর অনেকেই তা জানতে চেয়েছেন। সম্প্রতি ইসরোর প্রাক্তন চেয়ারম্যান মাধবন নাইয়ার "ওয়াশিংটন পোস্ট"-কে সে কথা জানিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, এই ধরনের বিশেষ কিছু প্রকল্পের ক্ষেত্রে আলাদা করে কোনও বেতন পান না তাঁরা। কিন্তু তা নিয়ে কখনও কোনও ক্ষোভ কিংবা বিরক্তি জন্ম নেয়নি। তবে প্রতি দিন বিকাল ৫টার সময় দুটো জিনিস তাঁদের চাই-ই। সেগুলি না পেলে নাকি কাজে গতি হারিয়ে ফেলেন খানিক।

ফিল্টার কফি আর মশলা দোসা ইসরোর বিজ্ঞানীদের বিপুল জীবনীশক্তির উত। প্রতি দিন ঘড়ির কাঁটা ৫টা ছুঁতেই ফিল্টার কফির টান অনুভব করেন সকলে। সেই সঙ্গে পুর ভর্তি দোসা। এটা জানার পর অবশ্য অনেকেই বিস্মিত হয়েছেন।

ধারাবাহিক ভাবে কয়েকটি নিয়ম মেনে চললেই তারুণ্য ধরে রাখা সম্ভব

লাগামহীন জীবনযাপন, বাইরের খাবার খাওয়ার প্রবণতা, অতিরিক্ত দূষণ শুধু শরীরে নয়, ত্বকেও এর প্রভাব পড়ে। ফলে না চাইতেও কমবয়সে অকালে ত্বক বুড়িয়ে যায়। চেহারায় এসে পড়ে বার্ধক্যের ছাপ। প্রকৃতির নিয়ম মেনে বার্ধক্য আসবেই। কিন্তু সব সময় হিসাব-নিকাশ মেনেই বার্ধক্য আসছে, এমন নয়। চামড়া টানটান থাকছে না। তবে প্রাত্যহিক কয়েকটি অভ্যাসই পারে অকালবার্ধক্যকে দূরে রাখতে। রোদ থেকে সতর্ক হোন আপনার ত্বকে বয়সের ছাপ যদি সবচেয়ে তাড়াতাড়ি কেউ ফেলতে পারে, সেটা রোদ। কাজেই রোদে বেরোলে সঙ্গে রাখুন ছাতা, টুপি, রোদচশমা। পরুন গা-ঢাকা জামা। আর অবশ্যই সানস্ক্রিন লোশন মাখতে ভুলবেন না। এসপিএফ ৩০ যুক্ত সানস্ক্রিন মাখুন। রোদ থাকলে তো বটেই, এমনকি মেঘলা দিনেও সানস্ক্রিন মাখতে ভুলবেন না।

যথেষ্ট ঘুম প্রয়োজন রাতে ঠিকমতো ঘুমোচ্ছেন না? ত্বকে কিন্তু বয়সের ছাপ পড়তে বাধ্য। কারণ ঘুমোনোর সময় ত্বকে রক্তসঞ্চালন বেড়ে যায়, যা ত্বককে বলিরেখার হাত থেকে বাঁচায়। তাই প্রতিদিন ৭-৯ ঘণ্টা ঘুমোন। কম ঘুমোলে মানসিক চাপ, উদ্বেগ বাড়ে, তা থেকে অচিরেই চেহারায় পড়তে পারে বার্ধক্যের ছাপ।

পুষ্টিকর খাওয়াদাওয়া করুন

রোজ ডায়েটে এমন খাবার রাখুন, যাতে অ্যান্টি-অক্সিড্যান্টের পরিমাণ বেশি। কারণ অ্যান্টি- অক্সিড্যান্ট সমৃদ্ধ খাবার ত্বককে নমনীয় করে ও অকালবার্ধক্যের সমস্যাকে সহজেই প্রতিহত করে। পাতে রাখুন বেল পেপার, ব্রকোলি, গাজর ও সবুজ শাকসব্জি। আর রোজ অন্তত বেদানা, ব্লুবেরি, অ্যাভোকাডো জাতীয় যে কোনও ফল খান। দিনের মধ্যে অন্তত এক বার গ্রিন টি খেতে পারেন।

ত্বককে আর্দ্র রাখুন একটা বয়সের পর রোজ নিয়ম মেনে ত্বককে ময়শ্চরাইজ করা জরুরি। কারণ মুখে ময়শ্চরাইজার লাগালে ত্বক অনেক বেশি আর্দ্র আর তরতাজা থাকে।

বলিরেখার সমস্যাও কমে। তবে ময়শ্চরাইজার কেনার আগে দেখে নিন, তাতে যেন ভিটামিন সি বা ভিটামিন এ থাকে।

বুধবার আগরতলায় পহেলগামে আক্রমণের নিন্দা জানিয়ে স্কুল অফ সায়েন্সের পক্ষে স্মরণ করা হয়।

জাতীয় পঞ্চায়েতি রাজ দিবস উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার মধুবনী থেকে গ্রামসভাগুলির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিল (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বৃহস্পতিবার বিহার সফর করবেন। ভারত সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো জানিয়েছে, '৭৩তম সংবিধান সংশোধনী আইন ১৯৯২-এর ৩২ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ২৪ এপ্রিল, দেশজুড়ে জাতীয় পঞ্চায়েতি রাজ দিবস উদযাপন করা হবে। ১৯৯২ সালের এই আইন অনুসারে পঞ্চায়েতগুলিকে গ্রামাঞ্চলে স্বশাসিত সংস্থা হিসেবে সাংবিধানিক মর্যাদা দেওয়া হয়। বিহারের মধুবনী জেলায় ঝাঁঝরপুর ব্লকে লোহনা উত্তর গ্রামপঞ্চায়েতে মূল অনুষ্ঠানটি হবে। এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী উপস্থিত থাকবেন। তিনি পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানগুলি এবং গ্রামসভাগুলির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন। এছাড়াও জাতীয় পঞ্চায়েত পুরস্কার ২০২৫ প্রদান করা হবে। গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক, আবাসন ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রক, পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক, বিদ্যুৎ মন্ত্রক, রেল মন্ত্রক এবং সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক মন্ত্রক — এই ৬টি মন্ত্রকের সঙ্গে একযোগে এবছর জাতীয় পঞ্চায়েতি রাজ দিবস উদযাপন করা হবে। সম্পূর্ণ সরকারি উদ্যোগে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করাই এর মূল উদ্দেশ্য। প্রধানমন্ত্রী এই উপলক্ষ্যে একগুচ্ছ পরিকাঠামো সংক্রান্ত এবং কল্যাণমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন। এর মধ্যে রয়েছে এলপিজি বটলিং প্ল্যান্ট, বৈদ্যুতিকীকরণের বিভিন্ন প্রকল্প, আবাসন প্রকল্প এবং রেল ও সড়ক পরিকাঠামো নির্মাণ। এই প্রকল্পগুলির বাস্তবায়নে ব্যয় হবে প্রায় ১৩ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। জাতীয় পঞ্চায়েতি রাজ দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী আবাসন যোজনা গ্রামীণ ও নগরের আওতায় আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে। এছাড়াও দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা — জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন-এর আওতায় সুবিধা প্রাপকদের সহায়তা করা হবে। এই প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত হলে বিহার সহ ভারতের গ্রামাঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থা, পরিষেবা এবং বিভিন্ন আর্থিক ক্ষেত্রের মানোন্নয়ন ঘটবে।
জাতীয় পঞ্চায়েত পুরস্কারের আওতায় ক্লাইমেট অ্যাকশন স্পোশাল পঞ্চায়েত অ্যাওয়ার্ড, আত্মনির্ভর পঞ্চায়েত স্পেশাল অ্যাওয়ার্ড এবং পঞ্চায়েত ক্ষমতা নির্মাণ সর্বোত্তম সংস্থান পুরস্কার প্রদান করা হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান, আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হওয়া এবং দক্ষতা বিকাশের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে যারা, সেই পঞ্চায়েতগুলিকে এদিন পুরস্কৃত করা হবে। বিজয়ীরা মূলত বিহার, আসাম, ওড়িশা, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা এবং কেরালার। এর মধ্যে বিহারের মোতীপুর, মহারাষ্ট্রের দাওয়া এস এবং ওড়িশার হাতবাদ্রা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের দায়িত্ব পালন করছেন মহিলারা।'

সৌদি প্রো লিগ: রোনাল্ডোকে ছাড়াই জয় পেল আল নাসর

রিয়াদ, ২৩ এপ্রিল (হি.স.) : মঙ্গলবার রাতে প্রো লিগের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে দামাকের বিপক্ষে আল নাসর জিতেছে ৩-২ ব্যবধানে। আসন্ন এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে ইয়োকোহামা এফ মারিনোসের বিপক্ষে খেলার আগে রোনাল্ডোকে বিশ্রাম দিয়েছিলেন কোচ স্টেফানো পিওলি। ম্যাচের ১৮ মিনিটেই দামাকের হয়ে গোল করেন রামজি সোলান। তবে ২৫ মিনিটেই ম্যাচে সমতা ফেরান আয়মেরিক লাপোর্তে। এরপর ৭০ মিনিটে আলী আলহাসান আল-নাসরকে এগিয়ে দেন, কিন্তু নিকোলাই স্ট্যানসিউর গোলে দামাক খেলায় ফিরে আসে। অবশেষে ৯৪ মিনিটে জয়সূচক গোলটি করেন নাসরের সুলতান আল-ঘান্নাম।
এই ম্যাচে জিতে ৩ পয়েন্ট পেয়ে শীর্ষস্থানীয় আল-ইত্তিহাদের সঙ্গে ব্যবধান কমিয়ে আট পয়েন্টে নিয়ে এল আল নাসর। এই জয়ের ফলে আগামী মরসুমের জন্য এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগের স্থান নিশ্চিত করার লক্ষে এখনও টিকে থাকলেন রোনাল্ডো।

পহেলগামে হামলার প্রতিবাদে রাজ্যজুড়ে মোমবাতি মিছিলের ডাক তৃণমূল যুবর

কলকাতা, ২৩ এপ্রিল (হি.স.): পহেলগামে হামলার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার রাজ্যজুড়ে মোমবাতি মিছিলের ডাক দিল পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল যুব কংগ্রস। বুধবার এই কর্মসূচির কথা জানানো হয়েছে। পহেলগামে হামলায় ২৬ জন মৃতের মধ্যে রয়েছেন বাংলার বৈষ্ণবঘাটার বিতান অধিকারী, বেহালার সমীর গুহ ও পুরুলিয়ার মণীশরঞ্জন মিশ্র। বুধবার রাতের বিমানেই তাঁদের পরিবারের সদস্যরা কলকাতায় ফিরছেন। এই বিষয়টি নিয়ে বুধবার সকালেই একটি পোস্ট করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নিজের পোস্টে তিনি জানিয়েছেন, তিনি পুরো বিষয়টির উপর নজর রেখেছেন। পাশাপাশি সবরকমভাবে মৃতদের পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন।

শুভেন্দুকে মুর্শিদাবাদে যাওয়ার শর্তাধীন অনুমতি হাইকোর্টের

কলকাতা ২৩ এপ্রিল (হি.স.): শর্তসাপেক্ষে মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ানে যেতে পারবেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার সবুজ সংকেত দিল কলকাতা হাই কোর্ট।
আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, শুধু মাত্র ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সঙ্গে তিনি দেখা করতে পারবেন। তাঁর সঙ্গে বিজেপি বিধায়ক গৌরিশঙ্কর ঘোষ সেখানে যেতে পারবেন। বিচারপতি সৌমেন সেন এবং বিচারপতি রাজা বসুচৌধুরীর ডিভিশন বেঞ্চের স্পষ্ট নির্দেশ, প্রশাসনকে আগাম জানিয়ে মুর্শিদাবাদ যেতে হবে রাজ্যের বিরোধী দলনেতাকে। সেক্ষেত্রে তিনি কোনও মিছিল করতে পারবেন না। কোনও সভা বা জমায়েত করে বক্তব্য রাখতে পারবেন না বলে নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

পহেলগামে জঙ্গি হামলার নিন্দা ভারতীয় ক্রীড়াবিদদের

কলকাতা, ২৩ এপ্রিল (হি.স.): মঙ্গলবার পহেলগামে পর্যটকদের উপর জঙ্গিদের হামলা হয়। এই ঘটনায় ২৬ জন পর্যটক প্রাণ হারিয়েছেন। এই ঘটনার পর বুধবার ভারতের ক্রীড়াবিদরা সোশ্যাল মিডিয়ায় শোকপ্রকাশ করেন ও ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন। পহেলগামে ভয়াবহ জঙ্গি হামলার নিন্দায় জাতির সঙ্গে তারা যোগ দিয়েছেন। বিরাট কোহলি নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে এই নিষ্ঠুর কাজের জন্য ন্যায়বিচার প্রার্থনা করেছেন।
ভারতের অধিনায়ক রোহিত শর্মাও তার ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে শোক প্রকাশ করে বলেছেন, নিরীহ পর্যটকদের ওপর এমন মর্মান্তিক হামলার ঘটনায় অত্যন্ত ব্যাথিত। দোষীদের কোনও ভাবেই ছাড়া যাবে না। ওদের বিরুদ্ধে সরকারকে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে। ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীর বলেছেন , নিহতদের পরিবারের জন্য প্রার্থনা করছি। এর জন্য দায়ীদের খুঁজে বের করতে হবে। ভারতের প্রাক্তন অলরাউন্ডার সুরেশ রায়না বলেছেন, জঙ্গিদের এই কাপুরুষোচিত কাজের তীব্র নিন্দা জানাই। শুভমান গিল তার এক্স হেন্ডেলে লিখেছেন, এই মর্মান্তিক ঘটনার পর মনটা ভেঙে গেছে। যারা প্রিয়জন হারিয়েছেন তাদের জন্য প্রার্থনা রইল। এই ধরনের হিংসাকে ক্ষমা করা যায় না। প্রাক্তন স্পিনার হরভজন সিং বলছেন, কাপুরুষোচিত হামলায় প্রাণ হারানো পরিবার গুলোর সদস্যদের জন্য আমার হৃদয় ভেঙে যায়। এটা ক্ষমা করা যায় না। ভারতের প্রাক্তন উইকেটরক্ষক পার্থিব প্যাটেল বলেছেন, কাশ্মীরে যা ঘটেছে তা শুনে আমি হতবাক। দায়ীদের খুঁজে বের করে শাস্তি দিতে হবে। কুম্বলে বলেছেন, অর্থহীন সহিংসতায় নিরীহ প্রাণ হারিয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির জন্য শান্তি কামনা করছি। আসুন আমরা ঘৃণার বিরুদ্ধে একসাথে দাঁড়াই। ভারতের প্রাক্তন কোচ রবি শাস্ত্রী বলেছেন, একটি জঘন্য, কাপুরুষোচিত কাজ যা জাতিকে সম্পূর্ণরূপে ঐক্যবদ্ধ করবে। ক্ষুব্ধ অলিম্পিক ব্রোঞ্জ পদকজয়ী বক্সার বিজেন্দর সিংও। তিনি জানিয়েছেন,আমাদের সাহসী সৈন্যরা আগামী দিনে এই কাপুরুষোচিত আক্রমণের অবশ্যই উপযুক্ত জবাব দেবে।'
অলিম্পিক পদকজয়ী ব্যাডমিন্টন তারকা পিভি সিন্ধুও একটি আবেগঘন পোস্টএ লিখেছেন, পহেলগাম জঙ্গি হামলার শিকারদের জন্য আমার হৃদয় ব্যাথা করছে। এই বর্বরতাকে সহ্য করা যায় না। অলিম্পিক স্বর্ণপদকজয়ী নীরজ চোপড়া বলেছেন,জম্মু ও কাশ্মীরে মর্মান্তিক হামলায় হৃদয় ভেঙে গেছে।
ক্ষতিগ্রস্তদের এবং তাদের পরিবারের জন্য প্রার্থনা। অলিম্পিকে আর এক পদক জয়ী অভিনব বিন্দ্রা বলেছেন, পহেলগামে ভয়াবহ জঙ্গি হামলায় আমি মর্মাহত। আমাদের পৃথিবীতে জঙ্গিদের কোনও স্থান নেই, ঘৃণা এবং সহিংসতার বিরুদ্ধে আমাদের ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়াতে হবে।

বিডিওকে প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগ, গ্রেফতার আউশগ্রামের তৃণমূল নেতা

পূর্ব বর্ধমান, ২৩ এপ্রিল (হি.স.): বিডিও-র অফিসে ঢুকে তাঁকে হেনস্থা ও প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের এক নেতার বিরুদ্ধে। এর প্রেক্ষিতে বুধবার বর্ধমান থেকে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে পুলিশ। ঘটনাটি আউশগ্রাম-২ নম্বর ব্লকের। ওই ব্লকের তৃণমূলের প্রাক্তন কার্যকরী সভাপতি-সহ দলের তিন নেতার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তুলেছেন বিডিও চিন্ময় দাস। আউশগ্রাম থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন বিডিও চিন্ময় দাস। অভিযোগ, মঙ্গলবার দুপুরে আউশগ্রাম ২-এর বিডিও চিন্ময় দাসের সঙ্গে তাঁর অফিসে দেখা করতে যান সেই ব্লকের তৃণমূলের প্রাক্তন কার্যকারী সভাপতি অরূপ মির্ধা-সহ বেশ কয়েকজন। সেই সময় ভিডিয়ো কনফারেন্সে মিটিং করছিলেন বিডিও চিন্ময় দাস। বৈঠক চলায় দু-তিনজনকে ভিতরে যাওয়ার অনুমতি দেন বিডিও। কিন্তু তৃণমূলের প্রাক্তন কার্যকারী সভাপতি অরূপ মির্ধা-সহ ৪০ থেকে ৫০ জন জোর করে বিডিও অফিসের ভেতরে ঢোকেন বলে অভিযোগ। বিডিওকে হেনস্থা ও মারধরের চেষ্টার পাশাপাশি তাঁকে প্রাণনাশের হুমকিও দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। অভিযোগ, বিডিওকে যাঁরা বাঁচাতে গিয়েছিল, তাঁদেরও অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ এবং মারধর করা হয়। সেই সঙ্গে বন্দুকের বাট দিয়ে উপ প্রধান সাদেরুল শেখের মাথায় আঘাত করে অভিযুক্তরা। গুরুতর আহত হন উপপ্রধান সাদেরুল শেখ। আউশগ্রাম থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন আউশগ্রাম ২-র বিডিও চিন্ময় দাস। তার ভিত্তিতে বুধবার ধৃত অরূপ মির্ধা, আসরুল হক মণ্ডল ও সুকুর শেখ-কে গ্রেফতার করে পুলিশ।

রাতেই নিহতদের দেহ আসার কথা, জানালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৩ এপ্রিল (হি.স.): বুধবার রাতে নিহতদের দেহ নিয়ে বিমান কলকাতায় পৌঁছানোর সম্ভাবনা রয়েছে। এদিন দুপুরে এ কথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
তিনি জানিয়েছেন, সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, কাশ্মীরে জঙ্গি হামলায় আমাদের রাজ্যের ৩ জন ব্যক্তি মারা গেছেন। দিল্লি বিমানবন্দরে আমাদের প্রশাসন নিহতদের পরিবারের সদস্যদের সহায়তা এবং পরে তাদের কলকাতায় ফেরার জন্য সব ব্যবস্থা করছে। আজ রাত সাড়ে ৮ টায় বিমানটি কলকাতায় পৌঁছানোর সম্ভাবনা রয়েছে। দিল্লিতে আমাদের রেসিডেন্ট কমিশনারের কার্যালয় পরিবারের সদস্যদের সাথে যোগাযোগ রাখছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে তদারকি করছি এবং আমাদের ঊর্ধতন কর্মকর্তারা কাজ করছেন। আমাদের সকলের জন্য এটি একটি দুঃখের সময়। রাজ্যের নিহতরা হলেন: বিতান অধিকারী (বৈষ্ণবঘাটা, কলকাতা), সমীর গুহ (সখের বাজার, কলকাতা), এবং মনীষ রঞ্জন (ঝালদা, পুরুলিয়া)। তাঁদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানানোর মতো কোনও শব্দই যথেষ্ট নয়, আমার হৃদয় তাঁদের জন্য কাঁদছে। আমরা পরিবারের পাশে আছি।

পহেলগাম হামলার নিন্দা করলো বাংলাদেশ, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সরব ঢাকা

ঢাকা ও নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিল (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলার তীব্র নিন্দা করলো ঢাকা। এক প্রেস বিবৃতিতে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে শোকবার্তায় জানানো হয়েছে, ভারতের জম্মু ও কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদী হামলার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ নিহতদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে এবং এই হিংসার ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত সকলের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করছে। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী লড়াইয়ে বাংলাদেশ নিজস্ব অটল প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করছে।উল্লেখ্য, জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগামে ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলা আরও একবার নাড়িয়ে দিয়েছে ভারত তথা সমগ্র বিশ্বকে। ২৬ জন পর্যটককে গুলি করে হত্যা করেছে জঙ্গিরা। এই দুঃসময়ে ভারতের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছে বিভিন্ন দেশ। বিদেশ থেকে এসেছে শোকবার্তা। আমেরিকা, জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া, নেপাল, ইজরায়েল-সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ভারতের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছে। সন্ত্রাসের তীব্র নিন্দা করলো বাংলাদেশও।

বিহারে পুলিশের উপর হামলায় ৭ মহিলা সহ ৩২ জন গ্রেফতার

নওয়াদা, ২৩ এপ্রিল (হি.স.): বিহারের নওয়াদা জেলাতে টিকোডিহ গ্রামে পুলিশ দলের উপর হামলার ঘটনায় বুধবার ৭ মহিলা সহ ৩২ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার রাতে বিয়ের অনুষ্ঠানে উদ্ভুত বিবাদের মীমাংসা করতে গিয়েছিল পুলিশের একটি দল। সেই পুলিশ দলের উপর হঠাৎ হামলা চালায় গ্রামবাসীরা।

ভেদাভেদ ভুলে সকলের একত্রিত হওয়া উচিত, সন্ত্রাস প্রসঙ্গে সুনীল আম্বেকর

মুম্বই, ২৩ এপ্রিল (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলার তীব্র নিন্দা করলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)-র অখিল ভারতীয় প্রচার প্রমুখ সুনীল আম্বেকর। ভেদাভেদ ভুলে সকলের একত্রিত হওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। বুধবার মুম্বইয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সুনীল আম্বেকর বলেছেন, 'গতকাল জম্মু ও কাশ্মীরে যে হামলা হয়েছে তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। সমস্ত ভেদাভেদ ভুলে সকলের একত্রিত হওয়া উচিত, কারণ এটি দেশের ঐক্য ও অখণ্ডতার বিষয়। যারা এই হামলার জন্য দোষী তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ও সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা নেওয়া উচিত এবং তাদের অবশ্যই শাস্তি দেওয়া উচিত। আমার মনে হয়, সরকার সেই দিকে কিছু পদক্ষেপ নিচ্ছে।'

পহেলগামে জঙ্গি হামলার প্রতিবাদে কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন

শ্রীনগর, ২৩ এপ্রিল (হি.স.) : পহেলগামে নিরীহ পর্যটকদের উপর বর্বরোচিত জঙ্গি হামলার প্রতিবাদে কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও গবেষকরা বুধবার বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।
জানা গিয়েছে , ছাত্রছাত্রীরা স্লোগান দিয়ে এই জঙ্গি হামলার তীব্র নিন্দা জানান এবং সমস্ত রকম সহিংসতার বিরুদ্ধে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেন। এই বিক্ষোভ কর্মসূচি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. ইমতিয়াজের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হয়। এদিন কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও গবেষকরা পহেলগামে জঙ্গি হামলায় নিহত ও আহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান এবং মানবতা রক্ষার পক্ষে একজোট হওয়ার বার্তা দেন।

বিয়ের ৭ দিনের মাথায় মৃত্যু নৌসেনা লেফটেন্যান্টের, শোকস্তব্ধ স্ত্রী হিমাংশী

নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিল (হি.স.): বিয়ের জন্য মাসখানেকের জন্য ছুটি নিয়েছিলেন নৌসেনার লেফটেন্যান্ট বিনয় নরওয়াল। দিন সাতেক আগে ২৬ বছরের বিনয়ের সঙ্গে ২৪ বছরের হিমাংশী নরওয়ালের বিয়ে হয়। মধুচন্দ্রিমায় তাঁদের যাওয়ার কথা ছিল ইউরোপ। কিন্তু ভিসার জটিলতায় সেই পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। তাই ভূস্বর্গ কাশ্মীরে গিয়েছিলেন নবদম্পতি। মঙ্গলবার অনন্তনাগ জেলার পহেলগামে জঙ্গিহানায় প্রাণ হারালেন নৌসেনা লেফটেন্যান্ট।
মধুচন্দ্রিমায় গিয়ে বিধবা হলেন গুরুগ্রামের মেয়ে হিমাংশী। গত ১৬ এপ্রিল তাঁদের বিয়ে হয়েছিল, বিয়ের মেহেন্দি হাতে থাকা অবস্থাতেই বিধবা হয়ে গেলেন হিমাংশী। বুধবার স্বামীর কফিনবন্দি দেহের সামনে কান্নায় ভেঙে পড়েন হিমাংশী। তাঁর কান্না দেখে পাশে থাকা অন্যদেরও চোখে জল চলে আসে।
ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে বছর তিনেক আগে নৌসেনায় যোগ দেন বিনয়। কেরলের কোচিতে কর্মরত ছিলেন তিনি। বাবা রাজেশ শুল্ক দফতরে কর্মরত। এখন পানিপতে কর্মরত। দাদু প্রাক্তন পুলিশ আধিকারিক। মা আশা দেবী বাড়ি সামলান। বিনয়ের বোন, সৃষ্টি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। সেই সূত্রে এখন দিল্লিতে থাকেন। হিমাংশীর বাড়ি গুরুগ্রামে। তিনি পিএইচডি করছেন। বাবা সুনীল কুমার কেন্দ্রীয় সরকারি আধিকারিক। গুরুগ্রামে মাস দুয়েক আগে বাগ্‌দান হয়েছিল বিনয়-হিমাংশীর। বিয়ে হয়েছে গত ১৬ এপ্রিল।

আদালতের রায়ে 'সাময়িক স্বস্তি'তে এসএসসি এবং শিক্ষা দফতর

কলকাতা, ২৩ এপ্রিল (হি.স.): আদালত অবমাননা মামলায় সাময়িক স্বস্তিতে স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি) এবং স্কুল শিক্ষা দফতর। বুধবার বিচারপতি দেবাংশু বসাক এবং বিচারপতি মহম্মদ শব্বর রসিদির ডিভিশন বেঞ্চে তারা সওয়াল করে, সংশ্লিষ্ট মামলার গ্রহণযোগ্যতা নেই। কারণ, এই সংক্রান্ত মামলা সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন। তাই মামলা করতে হলে হলে সর্বোচ্চ আদালতে যেতে হবে মামলাকারীদের। অন্য দিকে, মামলাকারীদের আইনজীবীর যুক্তি, আদালতের নিজস্ব ক্ষমতা রয়েছে অবমাননার মামলা শোনার। আগামী সোমবার মামলার পরবর্তী শুনানি।
মামলাকারীদের দাবি, হাই কোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরেও পদক্ষেপ করেনি এসএসসি বা স্কুল শিক্ষা দফতর। এই ভাবে আদালত অবমাননা করেছে তারা। বুধবার ওই মামলার শুনানিতে তালিকা প্রকাশ, কারা স্কুলে যেতে পারবেন এই সংক্রান্ত মামলায় তাই 'সাময়িক স্বস্তি'তে রাজ্য শিক্ষা দফতর এবং এসএসসি। ২৬ হাজার চাকরি বাতিল মামলায় সুপ্রিম কোর্ট যা যা নির্দেশ দিয়েছিল, সেগুলি কেন কার্যকর করা হচ্ছে না, এই প্রশ্ন তুলে হাই কোর্টে মামলা হয়। তার প্রেক্ষিতে এক দিনের মধ্যে এসএসসি এবং মধ্যশিক্ষা পর্ষদকে তা জানাতে বলা হয়। গত শুনানিতে বিচারপতি বসাক আদালতের নির্দেশ মেনে 'দাগি' শিক্ষকদের বেতন ফেরত-সহ দাগি এবং অযোগ্যদের ওএমআর প্রকাশের কথা বলে।

পহেলগামে জঙ্গি হামলায় নিহত মহারাষ্ট্রের পর্যটকদের দেহ ফিরছে বুধবার

মুম্বই, ২৩ এপ্রিল (হি.স.) : কাশ্মীরের পহেলগামে জঙ্গি হামলায় নিহত মহারাষ্ট্রের ৬ জন পর্যটকের দেহ বুধবার আকাশপথে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রীর দফতরের তথ্য অনুযায়ী, নিহতদের মধ্যে সঞ্জয় লক্ষ্মণ লালী ও দিলীপ দাসালি, হেমন্ত সুহাস জোশী ও অতুল শ্রীকান্ত মনি দেহ মুম্বই এবং কস্তুবা গনভোতেত্রা ও সন্তোষ জগদার দেহ পুনে আনা হবে। মন্ত্রীরা মুম্বই ও পুনে বিমানবন্দরে থাকবেন। শ্রীনগরে আটকে থাকা মহারাষ্ট্রের বাসিন্দাদের নিরাপদে ফিরিয়ে আনতে মন্ত্রী গিরীশ মহাজন সেখানে পৌঁছেছেন।

সন্ত্রাসবাদ সমগ্র বিশ্বের জন্য বড় অভিশাপ : সুকান্ত মজুমদার

পুরুলিয়া, ২৩ এপ্রিল (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলার নিন্দা করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার। তাঁর কথায়, সন্ত্রাসবাদ সমগ্র বিশ্বের জন্য বড় অভিশাপ। বুধবার পুরুলিয়ার ঝালদায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সুকান্ত মজুমদার বলেছেন, 'এটি একটি মর্মান্তিক ঘটনা, আমরা আগেও ভারতে এই ধরনের ঘটনা এবং আক্রমণ দেখেছি এবং আমরা সেই আক্রমণগুলির উপযুক্ত জবাব দিয়েছি। সন্ত্রাসবাদ সমগ্র বিশ্বের জন্য একটি বড় অভিশাপ, এই ঘটনার জন্য যারাই দোষী তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কাউকেই রেহাই দেওয়া হবে না।' উল্লেখ্য, পহেলগামে জঙ্গি হামলায় নিহত মণীশ রঞ্জনের ঝালদার বাড়িতে বুধবার যান বিজেপির প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। ছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি ও কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও উত্তর পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন দফতরের প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার এবং রাজ্য সাধারণ সম্পাদক ও স্থানীয় বিজেপি সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো-সহ দলের অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দ।

বুধবার আগরতলায় খনজুম দিবস পালিত হয়।

জঙ্গি হামলায় নিহতদের শ্রদ্ধা জানিয়ে স্মরণসভা শ্রেষ্ঠ ভুবনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল : জম্মু-কাশ্মীরের পেহেলগাঁওয়ে নিরীহ পর্যটকদের উপর জঙ্গি হামলায় নিহতদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে আগরতলার স্টেট মিউজিয়ামের সামনে এক স্মরণসভা আয়োজন করল শ্রেষ্ঠ ভুবন সামাজিক সংস্থা। বুধবার আয়োজিত এই সভায় এক মিনিট নীরবতা পালনের মাধ্যমে নিহত ২৬ জন পর্যটকের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়।

গতকাল পেহেলগাঁওয়ে সন্ত্রাসবাদীদের বর্বরোচিত হামলায় ২৬ জন নিরীহ পর্যটক প্রাণ হারান এবং আরও অনেকে গুরুতরভাবে আহত হন। এই ঘটনার প্রতিবাদে ও শহিদদের স্মরণে শ্রেষ্ঠ ভুবন সামাজিক সংস্থার পক্ষ থেকে আয়োজিত স্মরণসভায় সংস্থার সভাপতি বিপ্লব কান্তি ভৌমিক সহ অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন সভায় শ্রেষ্ঠ ভুবন সংস্থার পক্ষ থেকে নিহতদের পরিবারের প্রতি সহমর্মিতা জানিয়ে তাঁদের এই শোকের মুহূর্তে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা হয়, যেন তারা এই কঠিন সময় কাটিয়ে উঠতে পারেন। পাশাপাশি, এই বর্বরোচিত হামলার তীব্র নিন্দা করে সংস্থার পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানানো হয়, যাতে ভারত সরকার উপযুক্ত প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

'পোষণ পাকওয়াদা ২০২৫' উপলক্ষে তেলিয়ামুড়ায় সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৩ এপ্রিল।। গর্ভবতী মা ও শূন্য থেকে ছয় বছর বয়সী শিশুদের পুষ্টি ও সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে তেলিয়ামুড়া লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন সাতটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত হলো 'পোষণ পাকওয়াদা ২০২৫' শীর্ষক সচেতনতামূলক এক বিশেষ অনুষ্ঠান। মহারানীপুর কালিবাড়ি শিশু অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানটি ছিল যথেষ্ট তথ্যবহুল ও প্রাণবন্ত।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন লক্ষ্মীপুর পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বিমল দাস, পঞ্চায়েতের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ, সংশ্লিষ্ট সাতটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মী ও সহায়িকারা এবং এলাকার অসংখ্য অভিভাবক।

অনুষ্ঠানকে ঘিরে কেন্দ্র প্রাঙ্গণে নান্দনিকভাবে প্রদর্শিত হয় পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্য ও সবজি দিয়ে তৈরি রঙিন আলপনা, যা পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সচেতনতার বার্তা ছড়িয়ে দেয় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে।

উপপ্রধান বিমল দাস এদিন তাঁর বক্তব্যে বলেন, "রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার যৌথভাবে গর্ভবতী মা ও শিশুদের পুষ্টি ও স্বাস্থ্য রক্ষার্থে একাধিক জনকল্যাণমূলক প্রকল্প চালু করেছে। এই ধরনের সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান শুধুমাত্র প্রকল্প বাস্তবায়নের নিদর্শন নয়, বরং সুস্থ ভবিষ্যৎ গঠনের দিকনির্দেশ। যদি একটি মা সুস্থ থাকে, তবে তার সন্তানও সুস্থভাবে বেড়ে উঠবে। এই চক্র অব্যাহত থাকলে গড়ে উঠবে একটি স্বাস্থ্যবান সমাজ।" 'পোষণ পাকওয়াদা ২০২৫' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পুষ্টি সচেতনতার পাশাপাশি সমাজে জনস্বাস্থ্য নিয়ে দীর্ঘমেয়াদী ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে বলেই মনে করছেন আয়োজকেরা।

বড় চ্যালেঞ্জ ঃ জিতেন্দ্র

● প্রথম পাতার পর

রয়েছে, আবার বাইরের কিছু উৎস থেকেও এটি উসকে দেওয়া হচ্ছে। এই সমস্যা রাজনৈতিকভাবে সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া জরুরি। শান্তিপূর্ণ পরিবেশ রক্ষায় কাশ্মীরের জনগণ এবং গোটা দেশের শান্তিকামী মানুষের মধ্যে ঐক্যমত গঠন করা আবশ্যক।

আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করে এবং নিহতদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে বিরোধী দলনেতা বলেন, সরকারকে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে এবং জঙ্গি কার্যকলাপ দমন করতে হলে কঠোর ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের দায়িত্ব নিতে হবে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সরকারের

● প্রথম পাতার পর

এই জঙ্গি হামলার দায় স্বীকার করেছে লস্কর-ই-ত্যায়বার ছায়া সংগঠন 'দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট'। হামলার পিছনে ধর্মীয় বিদ্বেষের ইঙ্গিতও মিলেছে বলে জানিয়েছে কেন্দ্র। পর্যটকদের ধর্মপরিচয়ের ভিত্তিতে টার্গেট করে গুলি চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ।

এই ঘটনার পরই দিল্লির কূটনৈতিক মহলে উত্তেজনা চরমে পৌঁছায়। আন্তর্জাতিক মঞ্চেও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে শক্ত বার্তা পৌঁছে দিতে প্রস্তুত ভারত, এমনটাই ইঙ্গিত দিয়েছে নয়াদিল্লি। ইতিমধ্যেই এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ জাতীয় নিরাপত্তা কমিটির বৈঠক আহ্বান করেছেন।

দেশজুড়ে বাড়ানো হয়েছে নিরাপত্তা। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যে কোনও পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রস্তুত ভারত, এমনটাই জানিয়েছে কেন্দ্র। জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগামের সুরক্ষা ব্যবস্থা নিরীক্ষণ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। মঙ্গলবারের সন্ত্রাসী হামলার পর, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বুধবার পহেলগামের বৈসরন উপত্যকায় নিরাপত্তা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেছেন, আকাশপথে চারিদিক ঘুরে দেখেন তিনি।

এদিকে, জাতীয় তদন্ত সংস্থা (এনআইএ) টিম বুধবার পহেলগাম সন্ত্রাসী হামলার স্থান পরিদর্শন করেছে, জম্মু ও কাশ্মীর (জে-কে) পুলিশকে তদন্তে সহায়তা করতেই পৌঁছেছে এনআইএ। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি অনন্তনাগের সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যান, সেখানে চিকিৎসাধীন আহতদের স্বাস্থ্যের অবস্থা সম্পর্কে খোঁজখবর নেন তিনি।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার নিরাপত্তা সংক্রান্ত কমিটির (সিসিএস) জরুরি বৈঠক ডাকলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পহেলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলার বিষয়ে দিল্লিতে মন্ত্রিসভার নিরাপত্তা সংক্রান্ত কমিটির এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর রয়েছেন বৈঠকে। বুধবার সন্ধ্যায় দিল্লিতে ওই বৈঠক শুরু হয়। কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত কমিটির নেতৃত্বে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। এ ছাড়া প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করও রয়েছেন কমিটিতে।

ডেপুটেশন

● প্রথম পাতার পর

গঠনমূলক কাজ করেনি। বরং প্রশাসনিক ব্যর্থতা ও নির্বাহী অদক্ষতার ফলে ত্রিপুরা আজ দেশের অন্যতম 'সবচেয়ে খারাপভাবে পরিচালিত রাজ্য'-র তকমা পেয়েছে।তাঁদের বক্তব্য, মুখ্যমন্ত্রী যতই সুশাসনের কথা বলুন না কেন, বাস্তব চিত্র তার সম্পূর্ণ বিপরীত। রাজ্যে নারী নিরাপত্তা ভেঙে পড়েছে। তারা উল্লেখ করেন, ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে রাজ্যে ১৪৪টি ধর্ষণ ও গণধর্ষণের ঘটনা এবং ৩১টি নারী হত্যার ঘটনা ঘটেছে বলে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিধানসভায় স্বীকার করেছেন।ডেপুটেশনে আরও বলা হয়, 'বেটি পড়াও, বেটি বাঁচাও' স্লোগান এবং 'লক্ষপতি দিদি'র মতো প্রকল্প ত্রিপুরায় এখন শুধুই কটাক্ষের বস্তু। নারী নির্যাতনের ঘটনা প্রতিদিন লাফিয়ে বাড়ছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে, এবং এই দুরবস্থার মূল কারণ পুরো পুলিশ ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার রাজনৈতিকীকরণ।প্রসঙ্গত, গত ২৫ এপ্রিল রাজ্যে একাধিক জঘন্য অপরাধ সংঘটিত হয়েছে বলে অভিযোগ। ১৪ বছরের এক নাবালিকাকে গণধর্ষণ, ৪৫ বছরের চা বাগান কর্মী সুলোচনা বৈগ্যকে ধর্ষণ ও হত্যা করে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এক মহিলাকে নির্মম যৌন হেনস্তা, ১৫ বছরের এক কিশোরীকে অপহরণ করে গণধর্ষণ (বোধজংনগরে), চম্পাকনগরে ১২ বছরের এক নাবালিকা এবং মন্দিরঘাটে এক ৪৫ বছরের গৃহবধূ ধর্ষণের শিকার, গান্ধীগ্রামে ১৩ বছরের এক নাবালিকাকে গণধর্ষণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে প্রকাশ্যে একটি অটোতে এক ছাত্রীকে শ্লীলতাহানিএইসব ঘটনায় রাজ্যের নারী নিরাপত্তা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মহিলা কংগ্রেস নেত্রীরা।তাঁদের কটাক্ষ, "মুখ্যমন্ত্রী 'জিরো টলারেন্স'-এর কথা বললেও, বাস্তবে কেউ তা মানে না। আমরা জানতে চাই, তাঁর "রাম শাসনামলে" নারীর সতীত্ব রক্ষায় মা সীতা কোথায় আত্মগোপন করেছিলেন?"পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে মহিলা কংগ্রেস কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়ে জানায়, নারী নির্যাতনে অভিযুক্তদের অবিলম্বে কঠোর শাস্তি না দিলে, তাঁরা রাজ্যজুড়ে বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবেন।

বিলোনিয়ার বৈষবপাড়া

● প্রথম পাতার পর

সংযোগ থেকে বঞ্চিত এলাকাবাসী। পাশাপাশি এলাকায় পানীয় জলের সমস্যাও রয়েছে বলে জানা যায়। বারবার দপ্তর সহ স্থানীয় পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ সবাইকে জানিয়ে ও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। বাধ্য হয়ে বুধবার দুপুরে বিলোনিয়া আগরতলা সড়ক অবরোধ করে বসে। অবরোধের ফলে রাস্তার দু'ধারে বহু সংখ্যক গাড়ি আটকে পড়ে। খবর পেয়ে ছুটে আসেন বিলোনিয়া ভারত চন্দ্র নগর ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অরিজিত পাল, পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপারসন পুতুল পাল বিশ্বাস, সহ ডি ডব্লিউএস দপ্তরের আধিকারিকগন, পরবর্তী সময়ে প্রায় এক ঘন্টা তিরিশ মিনিট পর উপস্থিত প্রশাসনিক আধিকারিকদের আশ্বাসের পর অবরোধ মুক্ত করে স্থানীয় জনগণ।অবাক করার বিষয় হলো ভিডাব্লিউএস দপ্তরের আধিকারিকদের অবরোধ স্থলে দেখা গেলেও কিন্তু বিদ্যুৎ দপ্তরের কোন আধিকারিককে অবরোধ স্থলে দেখা যায়নি।

ডিওয়াইএফআই ও টিওয়াইএফ-এর প্রতিবাদ মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল : গতকাল পেহেলগামে জঙ্গি হামলায় নিহতদের শ্রদ্ধা জানিয়ে কর্মসংস্থানের দাবিতে এবং নেশার বিরুদ্ধে খোয়াই জেলায় ডিওয়াইএফআই (ডেমোক্রেটিক ইয়ুথ ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া) ও টিওয়াইএফ (ট্রাইবাল ইয়ুথ ফেডারেশন) যৌথভাবে এক প্রতিবাদ মিছিল ও অভিযান সংগঠিত করে।মিছিলটি খোয়াই শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে সুভাষ পার্কে পৌঁছায়, যেখানে অনুষ্ঠিত হয় এক মৌন সভা। মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা পেহেলগাঁও- এ নিহতদের আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং এর পাশাপাশি রাজ্য সরকারের কাছে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য দাবি জানান।ডিওয়াইএফআই ও টিওয়াইএফ-এর নেতারা বলেন, রাজ্যে বেকারত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে এবং প্রতিদিন হাজার হাজার যুবক কর্মসংস্থানের জন্য হাহাকার করছে। পাশাপাশি, নেশার বিরুদ্ধে অভিযানও জরুরি। তারা সরকারের কাছে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের আবেদন জানান।এই প্রতিবাদ সভায় খোয়াই জেলার স্থানীয় নেতা ও সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন এবং বক্তারা জঙ্গি হামলা ও যুব সমাজের সমস্যাগুলোর উপর আলোকপাত করেন।

জুয়ার সঙ্গে যুক্ত কেউই রেহাই পাবে না, মন্ত্রীর বিকাশের সাফ বার্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৩ এপ্রিল : চড়ক পুজোর মেলা ঘিরে জুয়ার আসর, আর সেই অসামাজিক কর্মকাণ্ডে নিজে উপস্থিত হয়ে কড়া পদক্ষেপ নিলেন রাজ্যের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। মঙ্গলবার রাতে তেলিয়ামুড়া থানাধীন উত্তর কৃষ্ণপুর এলাকায় চড়ক মেলাকে কেন্দ্র করে গোপনে চলা জোয়ার আসরে হানা দেন মন্ত্রী, সঙ্গে ছিল মহকুমা পুলিশ আধিকারিক, তেলিয়ামুড়া থানার ওসি সহ পুলিশ, টিএসআর ও সিআরপিএফ জওয়ানদের বিশাল বাহিনী।জানা যায়, চড়ক পুজোর মেলাকে সামনে রেখে কিছু অসাধু ব্যক্তি এলাকার পরিবেশ নষ্ট করে জুয়ার আসর চালাচ্ছিলেন। বিষয়টি মন্ত্রীর কানে পৌঁছাতেই তিনি কোনও প্রকার দ্বিধা না করে সঙ্গে সঙ্গেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশি অভিযান পরিচালনা করেন। জুয়ার আসরের সামনে থাকা একাধিক বাইক, গাড়ি জব্দ করে সেগুলি থানায় নিয়ে যায় পুলিশ।ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা স্পষ্ট জানিয়ে দেন, "আইন আইনের পথেই চলবে। জুয়ার সঙ্গে যুক্ত কেউই রেহাই পাবে না সে জুয়াড়ি হোক বা তাদের মদতদাতা।" তিনি আরও বলেন, "এধরনের অসামাজিক কাজের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে এবং ভবিষ্যতেও এই ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

সচেতনতামূলক র‍্যালি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৩ এপ্রিল।।ভারত সরকারের পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রকের নির্দেশনায় আগামী ২৪ এপ্রিল 'জাতীয় পঞ্চায়েতি রাজ দিবস' উদ্‌যাপন উপলক্ষে বিশালগড় ব্লকে আয়োজিত হলো এক সচেতনতা মূলক রেলি ও আলোচনা সভা। বুধবার এই উপলক্ষে বিশালগড় পঞ্চায়েত সমিতির হলঘরে মূল অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশালগড় পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপারসন অতসী দাস, ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক নান্টু দেব, বিশালগড় পঞ্চায়েত সমিতির সচিব শ্যামল দেববর্মা এবং ব্লকের অন্তর্গত ৩৪টি পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধানরা।

সভায় পঞ্চায়েতি রাজ দিবসের তাৎপর্য এবং তৃণমূল স্তরের গণতন্ত্র শক্তিশালী করার প্রেক্ষাপট নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক নান্টু দেব। তিনি বলেন, "পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থা জনগণের কাছে প্রশাসনকে পৌঁছে দেওয়ার এক কার্যকরী মঞ্চ। এর মাধ্যমে স্বচ্ছতা, অংশগ্রহণ এবং বিকেন্দ্রীকরণের মূল লক্ষ্যগুলি বাস্তবায়ন সম্ভব।"আলোচনা সভা শেষে এক সচেতনতামূলক রেলি ব্লক অফিস থেকে শুরু হয়ে হরিশনগর ২ নম্বর গেট পরিক্রমা করে পুনরায় ব্লক চত্বরে ফিরে আসে। এই রেলিতে অংশগ্রহণকারীরা স্বচ্ছতা অভিযান, বাল্যবিবাহ রোধ, এবং নেশা বিরোধী বার্তা বহনকারী প্ল্যাকার্ড নিয়ে জনসাধারণকে সচেতন করার উদ্দেশ্যে স্লোগান দেন।

উল্লেখ্য, এধরনের উদ্যোগ শুধু পঞ্চায়েতি ব্যবস্থার গুরুত্ব তুলে ধরে না, পাশাপাশি সমাজের নানা সমস্যার প্রতিকারে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

ত্রিপুরা মাহিষ্য সমিতির একনিষ্ঠ কর্মী বসন্ত দাসের প্রয়াণে শোকের ছায়া বামুটিয়া এলাকায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল।। ত্রিপুরা মাহিষ্য সমিতির একনিষ্ঠ কর্মী এবং সমাজসেবী ছনমুড়ি গ্রামের বাসিন্দা বসন্ত দাস বার্ধক্যজনিত কারণে গত সোমবার, ২১ এপ্রিল, নিজ বাসভবনে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৮২ বছর।তিনি রেখে গেছেন স্ত্রী, পাঁচ পুত্র ও এক কন্যাসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী। তাঁর প্রয়াণে সমগ্র বামুটিয়া এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

ত্রিপুরা মাহিষ্য সমিতির পক্ষ থেকে সমিতির প্রচার সম্পাদক বাদল চন্দ্র দাস ও কার্যকরী সম্পাদক উমাপদ দাস গভীর শোক প্রকাশ করেন। তাঁরা জানান, "বসন্ত দাসের মৃত্যুতে সমিতি এক নিঃস্বার্থ কর্মী ও পরিশ্রমী সহযোদ্ধাকে হারাল। উনার অবদান সমিতির ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।'সমিতির পক্ষ থেকে তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করা হয়েছে এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সহমর্মিতা জানানো হয়েছে।

অভয়নগরে খোংজোম দিবস পালিত বীর সেনানিদের স্মরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ

অভয়নগর, প্রতিনিধি।। ১৩৪তম খোংজোম দিবস উপলক্ষে অভয়নগর পুথিবা দেবতা বাড়িতে এক সংক্ষিপ্ত স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে পুথিবা ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড কালচারাল সোসাইটি এবং পাওনা বজবাসী ফাউন্ডেশন যৌথভাবে।

অনুষ্ঠানে মনিপুরের বীর সেনানিদের, বিশেষ করে মনিপুরী বীর যোদ্ধা পাওনা বজবাসীর স্মরণে তাঁর মর্মর মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন মনিপুর থেকে আগত খাইদাম ইনগোছা সিংহ, পুথিবা ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড কালচারাল সোসাইটির সচিব দীপক কুমার সিনহা, সমাজসেবী নিরঞ্জন দত্ত সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা।

সংক্ষিপ্ত এই অনুষ্ঠানে বক্তারা খোংজোম যুদ্ধের তাৎপর্য তুলে ধরেন এবং এই ঐতিহাসিক যুদ্ধে আত্মবলিদানকারী মনিপুরী সেনানিদের বীরত্বের কথা স্মরণ করেন। তাঁরা বলেন, এমন বীর যোদ্ধাদের স্মরণ করা আগামী প্রজন্মের কাছে ইতিহাসকে তুলে ধরার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়।

অরাজকতা, পুলিশি নিষ্ক্রিয়তায় ক্ষোভ বিশালগড়বাসীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৩ এপ্রিল।। ব্রাউন সুগার সহ স্থানীয় যুবকদের হাতে আটক নেশা বিক্রেতা সহ নেশাখোর। উত্তেজিত জনতা উত্তম মাধ্যম দিয়ে তুলে দিলো বিশালগড় থানা পুলিশের হাতে। ওই ঘটনায় বিশালগড়ে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

জানা গিয়েছে, বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে উল্টো দিকে টিফিনের দোকানে প্রতিনিয়ত ব্রাউন সুগারের কন্টেনার বিক্রি করা যাচ্ছেন দোকান মালিক টুটন সাহা বাবার নাম গোপাল সাহা বাড়ি অফিসটিলা। অফিসটিলার একাংশ যুবক এ ব্রাউন সুগার নেশা বিক্রির অভিযোগে বর্তমানে কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে রয়েছে। নেশা মুক্ত বিশালগড় গড়ার মিশন আরোও একধাপ এগিয়ে নিয়ে গেলো এলাকার রাষ্ট্রবাদী যুবকরা। বুধবার দুপুরে সোনামুড়া থেকে এক নেশাখোর আক্তার হোসেন বাবা নরুঃ ইসলাম টিফিনের দোকান থেকে ৪০০ টাকার বিনিময়ে চারটি ব্রাউন সুগারের কন্টেইনার ক্রয় করেন। ঠিক তখনই এলাকার রাষ্ট্রবাদী যুবকরা সেই নেশাখোর যুবক আক্তার হোসেন ধরে উওম মাধ্যম দেওয়ার পর সে স্বীকার করে টিফিনের দোকানের মালিক কাজ থেকে ব্রাউন সুগার কন্টেইনার করবে ক্রয় করেন।

বিগত কয়েক বছর যাবত ব্রাউন সুগার কন্টেইনার বিক্রির দিক দিয়ে সিপাহীজলায় নাম উজ্জ্বল করেছে অফিসটিলা হসপিটাল সংলগ্ন এলাকার একাংশ যুবক। সিপাহীজলা জেলার বিভিন্ন জায়গা থেকে ছুটে আসছে নেশাখোর উক্ত এলাকায়। ব্রাউন সুগার বিক্রির অভিযোগে একাধিক নেশা বিক্রেতা জেলে থাকলেও আদৌ এখনো পর্যন্ত সেই এলাকায় ব্রাউন সুগার বিক্রির বাণিজ্য মূলত বন্ধ হয়নি। পুলিশ আসামাত্রই স্থানীয়রা ক্ষোভ জানিয়েছেন। পুলিশের এই তালবাহানায় একাংশ যুবক নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। পুলিশ সমস্ত কিছু যেন তাদেরকে শক্ত হাতে দমন করছেন না। এমনটি দাবি স্থানীয় যুবকদের।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

আক্রমণের তীব্র প্রতিবাদ জানাই। যাদের উপর এই আক্রমণ করা হয়েছে তারা সবাই নিরীহ পর্যটক ছিলেন। তাদেরকে যেভাবে বুলেটের নিশানা করে খুন করা হয়েছে আমি তীব্র ভাষায় নিন্দা জানাই। আমার পক্ষ থেকে এবং সমগ্র ত্রিপুরার মানুষের পক্ষ থেকে সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। আমি মনে করি আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এই ঘটনায় যোগ্য জবাব দেবেন। ইতিমধ্যে এই ঘটনার প্রেক্ষিতে কাউকে রেহাই না দেওয়ার হুশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা। আমার পুরো বিশ্বাস রয়েছে যে কিছুদিনের মধ্যে সন্ত্রাসবাদীদের বিরুঃদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

পাহাড়ে

● প্রথম পাতার পর

এই ঘটনার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে রাজ্য রাজনীতিতেও। প্রশাসনের তরফে ঘটনার তদন্তে কোনও খামতি না রাখার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।তবে এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ সত্য উদঘাটনে এবং দোষীদের চিহ্নিত করতে প্রশাসনের উপর কড়া নজর রেখেছে গোটা খুমলুঙ।

কংগ্রেস

● প্রথম পাতার পর

কংগ্রেস এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে শহীদ পরিবারদের প্রতি গভীর সহমর্মিতা প্রকাশ করে কেন্দ্র সরকারের কাছে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছে।

দেশে বিদেশের তীব্র নিন্দা

● প্রথম পাতার পর

টাকা করে আর্থিক সহযোগিতা দেওয়ার ঘোষণা করেছে। আহতদের সর্বোত্তম চিকিৎসা করা হচ্ছে বলেও জানানো হয়েছে। বুধবার জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রীর দফতর জানিয়েছে যে, নিরপরাধ নাগরিকদের ওপর বর্বরোচিত হামলার কোনও স্থান নেই সমাজে। প্রিয়জনদের হারানোর কোনও পরিমাণ অর্থই কখনও ক্ষতিপূরণ হতে পারে না। তবে সহযোগিতা হিসাবে, জম্মু ও কাশ্মীর সরকার মৃতদের পরিবারগুলির জন্য ১০ লক্ষ টাকা, গুরুতরভাবে আহতদের জন্য ২ লক্ষ এবং স্বল্প আহতদের ১ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সহযোগিতা দেওয়া হবে।

উল্লেখ্য, জম্মু ও কাশ্মীর সরকার পহেলগামে জঙ্গি হামলায় নিহত ব্যক্তিদের তালিকা -

১. ইন্দোরের বাসিন্দা সুশীল নাইথিয়াল
২. পহেলগামের বাসিন্দা সৈয়দ আদিল হুসেন শাহ
৩. মুম্বইয়ের বাসিন্দা হেমন্ত সুহাস জোশী
৪. হরিয়ানার বাসিন্দা বিনয় নারওয়াল
৫. মহারাষ্ট্রের বাসিন্দা অতুল শ্রীকান্ত মনি
৬. উত্তরাখণ্ডের বাসিন্দা নীরজ উধওয়ানি
৭. কলকাতার বাসিন্দা বিতান অধিকারী,
৮. নেপালের বাসিন্দা সুদীপ ন্যুপানে
৯. উত্তর প্রদেশের বাসিন্দা শুভম দ্বিবেদী
১০. ওড়িশার বাসিন্দা প্রশান্ত কুমার সতপথি
১১. বিহারের বাসিন্দা মনীশ রঞ্জন
১২. কেরলের বাসিন্দা এন. রামচন্দ্র
১৩. মুম্বইয়ের বাসিন্দা সঞ্জয় লক্ষ্মণ লালী
১৪. চণ্ডীগড়ের বাসিন্দা দীনেশ আগরওয়াল
১৫. কলকাতার বাসিন্দা সমীর গুহ
১৬. মুম্বইয়ের বাসিন্দা দিলীপ দাসালি
১৭. বিশাখাপত্তনমের বাসিন্দা জে শচচন্দ্র মলি
১৮. বেঙ্গালুরুর বাসিন্দা মধুসূদন সোমিসেত্তি
১৯. মহারাষ্ট্রের বাসিন্দা সন্তোষ জগদা
২০. কর্ণাটকের বাসিন্দা মঞ্জু নাথ রাও
২১. মহারাষ্ট্রর বাসিন্দা কস্তুবা গনভোতেত্রা
২২. বেঙ্গালুরুর বাসিন্দা ভারত ভূষণ
২৩. গুজরাটের বাসিন্দা সুমিত পারমার
২৪. গুজরাটের বাসিন্দা ইয়াতেশ পারমার
২৫. অরুণাচল প্রদেশের বাসিন্দা তেগেহেলিং
২৬. গুজরাটের বাসিন্দা শৈলেশভাই এইচ. হিম্মতভাই

এদিকে, জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগামে জঙ্গি হামলার প্রেক্ষিতে সৌদি আরব সফর কাঁটছাঁট করে বুধবার সকালে ভারতে ফিরে আসেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দিল্লি বিমানবন্দরে নেমেই কাশ্মীরের পরিস্থিতি নিয়ে জরুরি বৈঠকে বসেন তিনি। সেই বৈঠকে ছিলেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল, বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর এবং অন্যান্য আধিকারিকেরা। মঙ্গলবার রাতে সৌদির রাজার নৈশভোজ অনুষ্ঠানে যোগ না দিয়েই দিল্লির বিমান ধরেন মোদী। পহেলগামে জঙ্গি হামলার ঘটনার পরই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন প্রধানমন্ত্রী মোদী। খবর পাওয়ামাত্রই সৌদি থেকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে ফোন করে পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। পাশাপাশি কাশ্মীরের সুরক্ষা ব্যবস্থা তত্ত্বাবধানের নির্দেশ দেন। শুধু তা-ই নয়, শাহকে কাশ্মীরে পৌঁছোনোরও কথাও বলেন মোদী। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ পেয়ে মঙ্গলবার রাতেই শ্রীনগরে পৌঁছে সেনা, আধাসেনা, পুলিশ ও প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন শাহ। বুধবার সকালে প্রধানমন্ত্রী মোদী নিজেও দিল্লি ফিরে এসেছেন।

পহেলগামে জঙ্গি হামলার পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাঁর সফর কাটছাঁট করেছেন। অর্থ মন্ত্রকের তরফে মঙ্গলবার গভীর রাতে (বুধবার) এই বিষয়ে জানা গেছে। জানানো হয়েছে, কেন্দ্রীয় অর্থ ও কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রী নির্মলা সীতারামন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—পেরুতে তাঁর সরকারি সফর সংক্ষিপ্ত করেছেন। এই কঠিন এবং দুঃখজনক সময়ে জনগণের পাশে থাকার জন্য তিনি ভারতে ফিরে আসার প্রথম উপলব্ধ বিমানে উঠবেন।

জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগামে সন্ত্রাসী হামলায় নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বুধবার সকালে শ্রীনগরে নিহতদের মরদেহে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। নিহতদের পরিজনদের সঙ্গেও দেখা করেছেন অমিত শাহ। তাঁদের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন তিনি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সামনে কান্নায় ভেঙে পড়েন নিহতদের পরিজনরা। জম্মু ও কাশ্মীরের উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহাও নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেছেন।

জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগামে সন্ত্রাসী হামলার আবহে শ্রীনগর রুটে বিমান ভাড়া যাতে না বৃদ্ধি হয়, তা নিশ্চিত করতে উড়ান সংস্থাগুলিকে নির্দেশ দিল কেন্দ্র। বুধবার কেন্দ্রের অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রকের তরফে উড়ান সংস্থাগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, শ্রীনগর রুটে বিমানের ভাড়া যাতে বৃদ্ধি না করা হয়। পাশাপাশি, অতিরিক্ত বিমান চালানোরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

জম্মু ও কাশ্মীরে সন্ত্রাসী হামলার পরিপ্রেক্ষিতে দু-দিনের অসম সফর স্থগিত করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। ২৪ এপ্রিল রাষ্ট্রপতি মুর্মুর দু-দিনের অসম সফরের কথা ছিল। কিন্তু নির্ধারিত সফর আপাতত স্থগিত করেছেন বলে বুধবার (২৩ এপ্রিল) জানানো হয়।

জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগামে সন্ত্রাসী হামলার প্রেক্ষিতে ২৪ এপ্রিল, বৃহস্পতিবারের কানপুর সফর বাতিল করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সরকারি বিবৃতি অনুসারে, কানপুর সফরে ২০,০০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করার কথা ছিল প্রধানমন্ত্রীর। কিন্তু, পহেলগামে সন্ত্রাসী হামলার প্রেক্ষিতে বিরাজমান শোকের পরিবেশ এবং জনসাধারণের অনুভূতির কারণে, শ্রদ্ধা নিবেদন হিসেবে এই অনুষ্ঠানটি বাতিল করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কানপুর সফরের বিষয়ে আপাতত বিশদে কিছু জানানো হয়নি।

জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলার তীব্র নিন্দা করলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)-র অখিল ভারতীয় প্রচার প্রমুখ সুনীল আম্বেকর। ভেদাভেদ ভুলে সকলের একত্রিত হওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। বুধবার মুম্বইয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সুনীল আম্বেকর বলেছেন, 'গতকাল জম্মু ও কাশ্মীরে যে হামলা হয়েছে তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। সমস্ত ভেদাভেদ ভুলে সকলের একত্রিত হওয়া উচিত, কারণ এটি দেশের ঐক্য ও অখণ্ডতার বিষয়। যারা এই হামলার জন্য দোষী তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ও সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা নেওয়া উচিত এবং তাদের অবশ্যই শাস্তি দেওয়া উচিত। আমার মনে হয়, সরকার সেই দিকে কিছু পদক্ষেপ নিচ্ছে।'

পহেলগামে জঙ্গি হামলার তীব্র নিন্দা করে দুই মিনিট নীরবতা পালন হল সুপ্রিম কোর্টে। সুপ্রিম কোর্ট আনুষ্ঠানিকভাবে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে পহেলগাম জঙ্গি হামলার নিন্দা করে, জঙ্গি হামলার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে দেশের শীর্ষ আদালত। সুপ্রিম কোর্ট শোকজ্ঞাপনের অঙ্গ হিসাবে দুই মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। সব এজলাস এই শ্রদ্ধাঞ্জলিতে অংশগ্রহণ করে।

জম্মু ও কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলার পহেলগামে জঙ্গি হামলায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। তিনি কথা বলেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে। এছাড়াও জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ এবং জম্মু ও কাশ্মীর প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তারিক কারারার সঙ্গে কথা বলেছেন রাহুল গান্ধী।

জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগাম জেলায় ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেও। তিনি কথা বলেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গেও।

জম্মু ও কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলার পহেলগামে ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলার পরিপ্রেক্ষিতে জম্মু ও কাশ্মীরে বিভিন্ন স্থানে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীরের বারামুল্লা জেলার উরি নালা সরজীবনে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। পহেলগামে সন্ত্রাসী হামলার পর তল্লাশি অভিযানও চলছে। নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে জম্মু, পুঞ্চ ও শ্রীনগরেও। পহেলগামে সন্ত্রাসী হামলার পর জম্মুতে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে এবং কঠোর যানবাহন তল্লাশি নিশ্চিত করার জন্য কাঁটাতারের ব্যারিকেড দেওয়া হয়েছে। এদিকে, পহেলগামে সন্ত্রাসী হামলার প্রেক্ষিতে জম্মু ও কাশ্মীরের ডোডা জেলার জনগণ সম্পূর্ণ বনধের ডাক দিয়েছেন। জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ, পুলওয়ামা, উধমপুরেও বনধ ডাকা হয়েছে। শ্রীনগরের লাল চক এদিন সকালে সম্পূর্ণ শুনশান ছিল। চেম্বার অ্যান্ড বার অ্যাসোসিয়েশন সম্পূর্ণ বন্ধের ডাক দিয়েছে।

জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগামে সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদে বুধবার জম্মুতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেন ডোগরা ফ্রন্টের কর্মীরা। বাছাই করে পর্যটকদের হত্যার তীব্র নিন্দা জানানো হয়েছে। পাকিস্তান মুর্দাবাদ স্লোগানও দেওয়া হয়।

পহেলগামে নিরীহ পর্যটকদের উপর বর্বরোচিত জঙ্গি হামলার প্রতিবাদে কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও গবেষকরা বুধবার বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। জানা গিয়েছে , ছাত্রছাত্রীরা স্লোগান দিয়ে এই জঙ্গি হামলার তীব্র নিন্দা জানান এবং সমস্ত রকম সহিংসতার বিরুদ্ধে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেন। এই বিক্ষোভ কর্মসূচি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. ইমতিয়াজের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হয়। এদিন কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও গবেষকরা পহেলগামে জঙ্গি হামলায় নিহত ও আহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান এবং মানবতা রক্ষার পক্ষে একজোট হওয়ার বার্তা দেন।

পহেলগামে জঙ্গি হামলার প্রভাব পড়ল আইপিএলেও। নিহত ও আহতদের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। বিসিসিআই সহ-সভাপতি রাজীব শুক্লা বলেছেন, আজ আইপিএল ম্যাচে কোনও ডিজে বাজবে না। কোনও আতশবাজি প্রদর্শন করা হবে না, চিয়ার গার্লসরা থাকবে না। খেলোয়াড়রা নীরবতা পালন করে এবং কালো ব্যান্ড পরে শ্রদ্ধা জানাবে নিহতদের প্রতি।

নর্থ-ইস্ট লিটল মাস্টার্স ট্রফি : মণিপুরকে ১০ উইকেটে হারিয়ে ত্রিপুরা সেমিফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ১০ উইকেটে দুর্দান্ত জয় ত্রিপুরার। হারিয়েছে মনিপুরকে। শ্রীমান, শ্রেষ্ঠাংশুর অনবদ্য ব্যাটিং, রিহান আক্তারের বিধ্বংসী বোলিং। সব মিলে ত্রিপুরা দলের সমষ্টিগত প্রয়াস আজ দারুন সার্থক হয়েছে। প্রথম ম্যাচে সিকিমকে ২০৭ রানে হারানোর পর আজ, বুধবার দ্বিতীয় ম্যাচে মনিপুরকে ১০ উইকেটের সর্বাধিক বিশাল ব্যবধানে হারানোর মধ্য দিয়ে ত্রিপুরা মূলপর্বে অর্থাৎ সেমিফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে নিয়েছে। লক্ষ্য রয়েছে গ্রুপে নিজেদের অবশিষ্ট ম্যাচে নাগাল্যান্ডকে হারিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়নের স্বীকৃতি নিয়ে সেমিফাইনালে খেলা। উত্তর-পূর্ব লিটিল মাস্টার্স ট্রফি ২০২৫ এর গ্রুপ লীগ পর্যায়ের খেলায় ত্রিপুরা দল আজ, বুধবার নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে ১০ উইকেটের বিশাল ব্যবধানে মনিপুরকে পরাজিত করেছে। গুয়াহাটির বর্ষাপাড়াস্থিত আসাম ক্রিকেট একাডেমী স্টেডিয়াম গ্রাউন্ডে সকালে ম্যাচ শুরুতে মনিপুর প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে ৩৮.৫ ওভার খেলে ১৩৬ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে পাইরাস চাবুগ্রাম সর্বাধিক ৩৯ রান পায়।

ত্রিপুরা দলের বোলার রিহান আক্তার ২২ রানে একাই পাঁচটি উইকেট তুলে নেয়। এছাড়া, তুষার মালাকার বিহান দাস ও শ্রীমান দেবনাথ পেয়েছে একটি করে উইকেট। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ত্রিপুরার ওপেনিং জুটিতে শ্রীমান দেবনাথ ও শ্রেষ্ঠাংশু দেবের অনবদ্য দুর্দান্ত ব্যাটিং দলকে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছায়। শ্রীমান ৬৩ রানে এবং শ্রেষ্ঠাংশ ৬২ রানে অপরাজিত থেকে দলকে জয় এনে দারুন সাফল্যের হাতছানি দিয়েছে। প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব পেয়েছে শ্রীমান দেবনাথ, কেননা শ্রীমান ২৮ রানে একটি উইকেট ও পেয়েছিল। এদিকে, এ-গ্রুপের খেলায় আসাম ৯ উইকেটের ব্যবধানে মেঘালয় কে পরাজিত করে সেমিফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে।

শেষ ম্যাচে জিরানিয়াকে হারিয়ে সান্তনার জয় আমবাসার, দীপকের ৬ উইকেট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুরন্ত জয় পেলো আমবাসা মহকুমা। দীপক দেবের বিধ্বংসী বোলিংয়ে। পরাজিত করলো জিরানিয়া মহকুমাকে। ৬২ রানে। গ্রুপ-এ থেকে সদর বি এবং খোয়াই মূল পর্বে খেলা নিশ্চিত করে নিয়েছে বলে আমবাসার এই জয় সান্তনা মূলক হয়েছে। রাজ্য অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটে। ভগৎ সিং মিনি স্টেডিয়ামে বুধবার অনুষ্ঠিত হয় ম্যাচটি। তাতে সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে আমবাসা মহকুমা ২৩৪ রান করে। দলের পক্ষে শুভ দাস ৮৯ বল খেলে আটটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৫, অভিষেক দাস চল্লিশ বল খেলে সাতটি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪১, অভিজিৎ মোদক ৩৫ বল খেলে সাতটি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৮, দ্বীপায়ন দাস ৩২ বল খেলে চারটি বাউন্ডারি সাহায্যে ২৮ এবং রাজবীর সিনহা ১৬ বল খেলে একটি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৯ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৯ রান। জিরানিয়া মহকুমার পক্ষে বিজয় দাস ৩০ রানে তিনটি এবং আদিত্য রাজ ৪২ রানের দুটি উইকেট দখল করে। জবাবে খেলতে নেমে জিরানীয়া মহকুমা ১৭২ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে জাভিদুল হক ৬৬ বল খেলে দশটি বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৫, বিজয় দাস ৪৮ বল খেলে পাঁচটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৮, শুভ্রনীল সাহা ২৭ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৭ এবং আবীর দাস ৩৯ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারি সাহায্যে ১৭ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ৪০ রান। আমবাসা মহকুমার পক্ষে দীপক দেব ২৯ রানে ছয়টি উইকেট দখল করে। এদিকে আজ, বুধবার আরও একটা সান্তনার জয় পেয়েছে ধর্মনগর, রোমাঞ্চকর ভাবে এক উইকেটের ব্যবধানে তেলিয়ামুড়া কে হারিয়ে।

ভাইটাল ম্যাচে কৈলাশহরকে হারিয়ে লংতরাই ভ্যালি কোয়ার্টার ফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।।গ্রুপ লীগে নিজেদের শেষ ম্যাচে প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে লংতরাই ড্যালি। প্রথম ম্যাচ পরিত্যক্ত, দ্বিতীয় ম্যাচ টাই, তৃতীয় ম্যাচে পরাজয় এবং চতুর্থ ম্যাচে ১০৭ রানে দুর্দান্ত জয়ের সুবাদে লংতরাই ভ্যালি গ্রুপ সি থেকে গ্রুপ রানার্স-এর স্বীকৃতি নিয়ে মূল পর্বে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে। আজ, বুধবার লংতরাই ভ্যালি ১০৭ রানের ব্যবধানে কৈলা শহরকে পরাজিত করেছে। ধর্মনগর কলেজ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে প্রতিকূল পরিস্থিতির জন্য খেলার ওভার সংখ্যা কমিয়ে ৩৮ করা হয়। টস জিতে কৈলাশহর প্রথমে বোলিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। লংতরাই ভ্যালি ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ পেয়ে নির্ধারিত ৩৮ ওভারে আট উইকেট হারিয়ে ১৫৭ রান সংগ্রহ করে। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে কৈলাসহর মূলতঃ চূড়ান্ত ব্যাটিং ব্যর্থতার শিকার হয়। দীপাঞ্জন দাস ১৯ রানের বিনিময়ে একাই পাঁচটি উইকেট তুলে নেয়। ১৬.১ ওভার খেলে ৫০ রানে কৈলাসহর ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। নীরব চাকমা পেয়েছে দুটি উইকেট ৫ রানের বিনিময়ে। ব্যাটিংয়ে লংতরাইভ্যালির সন্দীপ রায় ৪২ রান, রাজ মালাকারের ৩৪ রান এবং রাজ তামাং এর ২৭ রান উল্লেখযোগ্য। দুর্দান্ত বোলিং এর স্বীকৃতি স্বরূপ দীপাঞ্জন দাস পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

অবশেষে গোয়েনার সঙ্গে সাক্ষাৎ! ২ সেকেন্ডে রাহুল বুঝিয়ে দিলেন গত বারের সেই অপমানের জ্বালা মেটেনি

লোকেশ রাহুলের সোজা ব্যাটে বল উড়ে গিয়ে পড়ল সাইটস্ক্রিনে। গ্যালারিতে দাঁড়িয়ে সঞ্জীব গোয়েনা অবাক হয়ে দেখলেন। তাঁর মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল, শটের তারিফ করছেন। কিন্তু রাহুল নেমেছিলেন জবাব দিতে। জবাব দিলেনও। রান তাড়া করতে নেমে ৫৭ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে মাঠ ছাড়লেন। আর মাঠ ছাড়ার সময় গোয়েনাকে জবাবও দিলেন রাহুল। অবশেষে সাক্ষাৎ হল তাঁদের। ২ সেকেন্ডের সেই সাক্ষাতে রাহুল বুঝিয়ে দিলেন, গত বারের অপমানের জ্বালা এখনও ভোলেননি তিনি।খেলা শেষে যখন দু'দলের ক্রিকেটার ও সাপোর্ট স্টাফেরা হাত মেলাচ্ছিলেন, তখন মাঠে দেখা গেল গোয়েনাকে। রাহুল সকলের সঙ্গে ভাল ভাবে হাত মেলাচ্ছিলেন। এমনকি, তাঁর বদলে যিনি লখনউয়ের অধিনায়ক হয়েছেন, সেই পন্থকেও জড়িয়ে ধরলেন তিনি। পুরনো সাপোর্ট স্টাফদের সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলছিলেন। হঠাৎ সামনে এলেন গোয়েনা। হাত মেলালেন তাঁরা। তবে রাহুলকে দেখে বোঝা গেল, নিয়ম মেনে হাত মিলিয়েছেন। যদি উপায় থাকত, হয়তো সেটাও এড়িয়ে যেতেন। গোয়েনা কিছু বলার চেষ্টা করছিলেন। রাহুল হাত মিলিয়ে এগিয়ে যাওয়ার পরেও পিছনে ঘুরে কথা বলছিলেন তিনি। কিন্তু রাহুল আর কথা বলেননি। তিনি সোজা এগিয়ে যান। বাকিদের সঙ্গে হাত মেলান। আর দু'জনকে একসঙ্গে দেখা যায়নি।রাহুল বুঝিয়ে দিলেন, গত বারের অপমান তিনি ভোলেননি। দীর্ঘ দিন ধরে ভারতীয় দলে খেলছেন। সিনিয়র ক্রিকেটার তিনি। সেই ক্রিকেটারকে প্রকাশ্যে অপমান করেছিলেন গোয়েনা। তা হজম করা কঠিন। এত দিন পরেও তা হজম করতে পারেননি রাহুল। তবে মুখে কোনও জবাব দেননি। দিয়েছেন ব্যাটে। এই ম্যাচের পরে গোয়েনাও হয়তো বুঝে গিয়েছেন, কাকে ছেড়ে দিয়েছেন তিনি।শেষ বার যখন আইপিএলে লখনউয়ের এই মাঠে রাহুল খেলেছিলেন, সেই দিটা হয়তো জীবনে কখনও ভুলবেন না তিনি। প্লে-অফে উঠতে ব্যর্থ লখনউয়ের অধিনায়ক রাহুলকে মাঠে প্রকাশ্যে ধমক দিয়েছিলেন গোয়েনা। চুপচাপ মাথা নিচু করে শুনেছিলেন রাহুল। যে দলকে পর পর দু'বছর প্লে-অফে তুলেছেন, সেই দলের মালিকের কাছে ধমক খাবেন, ভাবতেই পারেননি। সে দিনই হয়তো তিনি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন, আর লখনউয়ে থাকবেন না। পরের বার নিলামে দিল্লি কেনে তাঁকে। আইপিএলের দিল্লির প্রথম ম্যাচেই প্রতিপক্ষ ছিল লখনউ। কিন্তু সেই ম্যাচে খেলেননি রাহুল। সন্তান হওয়ায় পরিবারের সঙ্গে ছিলেন। দ্বিতীয় ম্যাচে সুযোগ হারালেন না। লখনউয়ের মাঠে গিয়ে দিল্লিকে জিতিয়ে গোয়েনার ধমকের জবাব দিলেন তিনি। করুণ নায়ার আউট হওয়ার পর রাহুল যখন ব্যাট করতে নামেন, তখনই তাঁর চোখমুখে আলাদা প্রত্যয় দেখা যাচ্ছিল। প্রতিটি রানের জন্য যে ভাবে দৌড়চ্ছিলেন, তাতে বোঝা যাচ্ছিল সহজে তাঁকে আউট করা যাবে না। হলও তাই। গোটা ইনিংসে সুযোগ দিলেন না। নির্ভুল ইনিংস খেললেন। কব্জির মোচড়ে যেমন বল বাউন্ডারিতে পাঠালেন, তেমনই খারাপ বলে বড় শট খেললেন। অর্ধশতরান করলেন। ছক্কা মেরে খেলা শেষ করলেন। ৫৭ রানের ইনিংসে তিনটি চার ও তিনটি ছক্কা মারলেন তিনি। ম্যাচ জিতিয়ে ব্যাট দিয়ে নিজের জার্সির পিছনে লেখা নাম দেখালেন রাহুল। বুঝিয়ে দিলেন, এখনও লখনউয়ের পিচ তাঁর থেকে ভাল কেউ চেনেন না। এই ম্যাচে রেকর্ডও করলেন রাহুল। আইপিএলের ইতিহাসে দ্রুততম ৫ হাজার রান করলেন তিনি।রাহুলের জন্য সমর্থনের অভাব ছিল না স্টেডিয়ামে।

সবচেয়ে বেশি তাঁর জার্সিই চোখে পড়ল। এখানেও হেরে গেলেন গোয়েনা। রাহুলকে দল থেকে বাদ দিলেও লখনউয়ের সমর্থকদের মন থেকে বার করতে পারেননি তিনি। রাহুলকে বাদ দেওয়ার কারণ হিসাবে গোয়েনা জানিয়েছিলেন, তিনি দলে এমন ক্রিকেটার চান, যাঁরা দলের জন্য খেলেন। নিজের জন্য নয়। রাহুলকে সরিয়ে যে ঋষভ পন্থকে তিনি রেকর্ড ২৭ কোটি টাকায় কিনেছেন, তিনি তো নামতেই চাইছিলেন না। ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসাবে আয়ুষ বদোনিকে নামিয়ে দেন আগে। শেষ দু'বলে খেলতে নেমেছিলেন পন্থ। দু'বল খেলে শূন্য রানে ফেরেন। তা হলে পন্থের এই সিদ্ধান্তকে কী বলবেন গোয়েনা? তিনি কি দলের জন্য খেলছেন? না কি নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করছেন? গোয়েনা জানিয়েছিলেন, তাঁর দলের অধিনায়ক পন্থ আইপিএলের সেরা ক্রিকেটার। সেই সেরা ক্রিকেটারকে বলে বলে গোল দিলেন রাহুল। এই রাতটার অপেক্ষাতেই যেন ছিলেন তিনি। গোয়েনাও বুঝে গেলেন, কাউকে প্রকাশ্যে অপমান করলে প্রকাশ্যেই তার জবাব পেতে হবে।

গম্ভীর ছেঁটে ফেলেছেন, মুম্বইকে জিতিয়ে সেই নায়ারকেই ধন্যবাদ জানালেন রোহিত

প্রথম ছয় ম্যাচে রান ছিল না। নিজের সপ্তম ম্যাচে রানে ফিরেছেন রোহিত শর্মা। চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে ম্যাচ জেতানো ৭৬ রানের ইনিংস খেলেছেন তিনি। ফর্মে ফেরার জন্য মুম্বইয়ের কাউকে ধন্যবাদ জানাননি রোহিত। তিনি ধন্যবাদ জানিয়েছেন কলকাতা নাইট রাইডার্সের সহকারী কোচ অভিষেক নায়ারকে। এই নায়ারকেই গত বৃহস্পতিবার নিজের কোচিং দল থেকে ছেঁটে ফেলেছেন ভারতের প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীর। সেই 'বিতাড়িত' নায়ারের নাম নিলেন রোহিত।চেন্নাই ম্যাচের পর ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে নিজের একটি ছবি দিয়েছেন রোহিত। নীচে নায়ারকে ট্যাগ করে লেখা, "ধন্যবাদ ভাই।" রোহিতের কথা থেকে স্পষ্ট, ফর্মে ফেরার জন্য নায়ারকে কৃতিত্ব দিয়েছেন তিনি। আইপিএলের মাঝে যখন রোহিত রান পাচ্ছিলেন না, তখন তিনি মুম্বই ক্রিকেট সংস্থার অ্যাকাডেমিতে নায়ারের সঙ্গে সময় কাটিয়েছেন। সেই কারণেই হয়তো নায়ারকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন রোহিত।নায়ারের সঙ্গে রোহিতের সম্পর্ক নতুন নয়। দু'জনেই মুম্বইয়ের ক্রিকেটার। একসঙ্গে খেলেছেনও। এর আগেও অনেক বার নায়ারের সঙ্গে নিজের ব্যাটিং নিয়ে সময় কাটিয়েছেন রোহিত। তাঁকে নিজের বড় দাদার মতো দেখেন তিনি। আইপিএলে কেকেআরের বিরুদ্ধে ম্যাচের আগেও দু'জনকে একসঙ্গে গল্প করতে দেখা গিয়েছে। আবারও সেই সম্পর্ক দেখা গেল। গত বছর জুন মাসে গম্ভীর ভারতীয়

রাজ্য ক্রিকেটে বিশালগড়কে হারিয়ে রানের গড়ে সোনামুড়া কো: ফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। অনূর্ধ ১৫ রাজ্য ক্রিকেটে সোনামুড়াকে হারিয়ে মোহনপুর এগিয়েছিল। আজ, বুধবার বিশালগড় কে হারিয়ে সোনামুড়া একেবারে মূল পর্বে খেলার ছাড়পত্র ছিনিয়ে নিয়েছে। ছয় উইকেট এর ব্যবধানে দুর্দান্ত জয় পেয়েছে সোনামুড়া মহকুমা দল। গ্রুপ বি থেকে দ্বিতীয় শীর্ষে উন্নীত হয়ে মূলপর্বে খেলা নিশ্চিত করেছে। উদয়পুরের জামজুরি মাঠে সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে বিশালগড় প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে ৩৪.১ ওভার খেলে ১৬২ রানে ইনিংস শেষ করে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে সোনামুড়া ৪৩ ওভার খেলে ৪ উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। ব্যাটিংয়ে বিশালগড়ের ত্রিশান দেব ৪৮ রান এবং উদয়ন দত্ত একচল্লিশ রান সংগ্রহ করলেও বোলারদের আক্রমণ কেমন আশাপ্রদ হয়নি বলে শেষ রক্ষা সম্ভব হয়নি। সোনামুড়ার শুভ প্রতীক দাস সর্বাধিক ৩৭ রান পায়। বোলিংয়ে মিনহাজ আহম্মেদ ৩১ রানে তিনটি উইকেট তুলে নিয়ে বিশালগড় কে রুখে দেওয়ার পাশাপাশি প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়। এছাড়া, অলক সূত্রধর ও বিশালগড়ের অনিকেত লস্কর দুটি করে উইকেট পেয়েছে।

কেন লুকিয়ে রাখলেন নিজেকে? ম্যাচ হেরে অজুহাত খুঁজছেন লখনউয়ের অধিনায়ক পন্থ

নিজেকে কি লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন ঋষভ পন্থ? নইলে কেন একের পর এক উইকেট পড়তে দেখেও দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে ব্যাট করতে নামলেন না তিনি। শেষে সাত নম্বরে নেমে দু'বল খেললেন। শূন্য রানে আউট হয়ে ফিরলেন। তাঁর খারাপ ফর্মের পাশাপাশি লখনউয়ের হালও খারাপ। দিল্লির কাছে ৮ উইকেটে হারল তারা। ঘরের মাঠে এই হারের পর টসের অজুহাত খুঁজছেন লখনউয়ের অধিনায়ক পন্থ।টস জিতে লখনউকে প্রথমে ব্যাট করতে পাঠায় দিল্লি। পাওয়ার প্লে-তে ভাল খেললেও শেষ পর্যন্ত ১৫৯ রান করে লখনউ। পন্থের মতে, টস এই মাঠে গুরুত্বপূর্ণ। টস হারলে ম্যাচ জেতা কঠিন। তিনি বলেন, "আমরা ২০ রান কম করেছি। এখানে টস খুব গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম ইনিংসে বোলারেরা উইকেট থেকে সুবিধা পায়। ফলে রান করা কঠিন। দ্বিতীয় ইনিংসে আবার পিচ ব্যাটারদের কাছে সহজ হয়ে যায়। এই ম্যাচেও সেটাই দেখা গেল।"টস তো অবশ্যই রাতের ম্যাচে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু প্রথমে ব্যাট করেও তো দল জিতছে। তা হলে কি সব দায় টসের? কিছুটা সামলানোর চেষ্টা করেন পন্থ। তিনি বলেন, "অবশ্য টসের অজুহাত দিয়ে লাভ নেই। আমরা ভাল খেলতে পারিনি। তাই হেরেছি।"তাঁকে ২৭ কোটি টাকায় কিনেছে লখনউ। তিনি দলের অধিনায়ক। যখন এডেন মার্করাম, মিচেল মার্শ ও নিকোলাস পুরান আউট হয়ে গিয়েছেন, তখন তিনি কেন নামলেন না? কেন ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার আয়ুষ বদোনিকে নামালেন? তবে কি নিজের উপরই ভরসা নেই তাঁর? সেই প্রশ্নের জবাবও অন্য ভাবে দিলেন পন্থ। তিনি বলেন, "আমরা সামাদকে আগে নামিয়েছিলাম দ্রুত ইনিংস খেলার জন্য। সেটা কাজে লাগেনি। বদোনিকেও সেই কারণেই নামিয়েছিলাম। আসলে আমরা আমাদের সেরা ব্যাটিং অর্ডার খুঁজছিলাম। তাই নিজেকে পরে রেখেছিলাম।"পন্থের এই জবাবে ব্যাখ্যা কী? তবে কি তিনি বলতে চাইছেন যে ব্যাটিং অর্ডারে তিনি বাকিদের পরে নামার যোগ্য? যেখানে অধিনায়ককে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিতে হয়, সেখানে তিনি নিজেকে বাঁচিয়ে রাখলেন।

রাজ্য ক্রিকেটে সাব্রুমকে হারিয়ে শেষ আটে নিশ্চিত শান্তিরবাজার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ছোটদের ক্রিকেটে দ্বিতীয় জয় পেলো শান্তিরবাজার মহকুমা। আসরে ৪ ম্যাচ খেলে ২ টি ম্যাচে জয় এবং ২ টি ম্যাচে পয়েন্ট ভাগ করে আপাতত ১২ পয়েন্ট নিয়ে " ডি " গ্রুপে শীর্ষে রয়েছে শান্তিরবাজার মহকুমা। উদয়পুর মহকুমা শেষ দুই ম্যাচে জয় পেলে গ্রুপ রানার্স হয়ে শেষ আট দলে পৌঁছে যাবে দেবব্রত চৌধুরীর দল। নতুবা গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়েই শেষ আটে যাবে শান্তিরবাজার মহকুমার দল। গ্রুপে অমরপুর এগিয়ে রয়েছে মূলপর্বে খেলার লক্ষ্যে। বুধবার গ্রুপে নিজেদের শেষ ম্যাচে শান্তিরবাজার মহকুমা ৬ উইকেটে হারিয়ে দিয়েছে সাব্রুম মহকুমাকে। রাজ্য অনূর্ধ -১৫ ক্রিকেটে। ব্রজেন্দ্রনগর স্কুল মাঠে এদিন অনুষ্ঠিত হয় ম্যাচটি। সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে সাব্রুম মহকুমা ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতায় মাত্র ৫৪ রান করতে সক্ষম হয়। দল অতিরিক্ত খাতে যদি ১২ রান না পেতো তাহলে দলীয় স্কোর সম্ভবত ৪০ রানের গণ্ডি পার হতো না।

দলের পক্ষে অরিন্দম দাস একমাত্র দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে সক্ষম হয়। অরিন্দম ২৫ বল খেলে একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩ রান করে। শান্তিরবাজার মহকুমার পক্ষে কুণাল দেবনাথ ১১ রানে, কৌশিক নম ১৫ রানে এবং দ্বীপজল দেবনাথ ১৫ রানে ৩ টি করে উইকেট দখল করে। জবাবে খেলতে নেমে শান্তিরবাজার মহকুমা ১৫.৩ ওভার ব্যাট করে ৪ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। একসময় ১৯ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে চাপে ছিল শান্তিরবাজার মহকুমা।

এই অবস্থায় রুখে দাঁড়ায় কুণাল দেবনাথ এবং মঞ্জিত সরকার। এই জুটি যোগ করে ৩৫ রান। মঞ্জিৎ ৩৮ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২১ রান করে আউট হয়। শেষ পর্যন্ত ১৫.৩ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় শান্তিরবাজার মহকুমা। কুণাল ৩৮ বল খেলে ৯ রানে অপরাজিত থেকে যায়। সাব্রুমের পক্ষে অরিজিৎ দত্ত ১৫ রানে ২ টি উইকেট দখল করে।

ছক্কা মারার চেষ্টাই করেননি বেঙ্কটেশ, কেকেআরের ২৪ কোটির ব্যাটারের দিকেই অভিযোগের আঙুল

ফর্মে থাকা অঙ্গকৃশ রঘুবংশীর বদলে তাঁর উপর ভরসা দেখিয়েছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। আর সেই বেঙ্কটেশ আয়ার কী করেছেন? ব্যাট করতে নেমে দলকে ডুবিয়েছেন। গুজরাত টাইটান্সের কাছে কলকাতা নাইট রাইডার্সের হারের জন্য দায়ী করা হচ্ছে বেঙ্কটেশকে। রান তাড়া করতে নেমে ছক্কা মারার চেষ্টাই করেননি কেকেআরের ২৩ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকার ব্যাটার।১৯৯ রান তাড়া করতে নেমে চার নম্বরে নামেন বেঙ্কটেশ। ১৯ বলে ১৪ রান করেন তিনি। তার পরে সাই কিশোরের বলে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন। বেঙ্কটেশের খেলার ধরন দেখে অবাক অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন ক্রিকেটার অ্যারন ফিঞ্চ। তিনি বলেন, "ওর মানসিকতাই ওকে ডুবিয়ে দিল। চেষ্টা না করলে চার-ছক্কা মারা যায় না। ছক্কা মারার চেষ্টাই ও করেনি। ওর একটাই লক্ষ্য ছিল। লেগ সাইডে মেরে দৌড়ে এক রান নেওয়া। এ ভাবে লুকনো যায় না।"একই কথা শোনা গিয়েছেন ভারতের ক্রিকেটার চেতেশ্বর পুজারার গলাতেও। তিনি প্রশ্ন করেছেন বেঙ্কটেশের পরিকল্পনা নিয়ে। পুজারা বলেন, "আমি মানছি যে কঠিন পরিস্থিতিতে ব্যাটার চায় সিঙ্গল নিয়ে স্কোরবোর্ড সচল রাখতে। কিন্তু একটা সময় পরে তো সেটা বদলাতে হবে। একটা সময় পরে তো আক্রমণাত্মক ক্রিকেট খেলতে হবে। সারা ক্ষণ একই ভাবে ব্যাট করলে কী ভাবে হবে? বেঙ্কটেশের কোনও পরিকল্পনা ছিল বলে মনে হল না।" কে কে আ বে ব ম্যানেজমেন্টের সমালোচনাও করেছেন দুই ক্রিকেটার। পুজারার প্রশ্ন, ম্যানেজমেন্ট কেন বেঙ্কটেশকে খেলার ধরন বদলাতে বলল না? তিনি বলেন, "আমি বুঝতে পারছি যে বেঙ্কটেশের খেলতে সমস্যা হচ্ছিল। তা হলে তো ম্যানেজমেন্টের উচিত ছিল ওর সঙ্গে কথা বলা। অন্তত একটা পরিকল্পনা বাতলে দেওয়া। সেটাও তো দেখা গেল না।"এ বারের নিলামে ২৩ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকায় বেঙ্কটেশকে কিনেছে কেকেআর। আটটি ম্যাচে ২২.৫০ গড়ে ১৩৫ রান করেছেন তিনি। মিডল অর্ডারে বেঙ্কটেশ ব্যর্থ হওয়ায় সমস্যায় পড়েছে দল। তাতে অবশ্য বেঙ্কটেশের কোনও তাপ-উত্তাপ নেই। কেকেআর ব্যাটারের খেলা দেখে বোঝাই যাচ্ছে না যে জেতার কোনও আগ্রহ রয়েছে তাঁর।

'ক্রিকেট খেলে ভুল করেছি!' বিতর্কের মাঝে আক্ষেপ ৪৩৩ আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা আজহারের

স্ট্যান্ড-বিতর্ক কমছে না। আবার হায়দরাবাদ ক্রিকেট সংস্থাকে নিশানা করলেন মহম্মদ আজহারউদ্দিন। দেশের হয়ে ৪৩৩টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা আজহারের অভিযোগ, ইচ্ছা করে তাঁর নামে কালি লাগানোর চেষ্টা করছে রাজ্য সংস্থা। ভারতের প্রাক্তন অধিনায়কের আক্ষেপ, ক্রিকেট খেলে ভুল করেছেন তিনি।বিতর্কের মাঝে সংবাদমাধ্যমে আজহার বলেন, "বলতে খুব কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু কখনও কখনও মনে হয়, ক্রিকেট খেলেই ভুল করেছি। এত দিন ধরে দেশে সেবা করেছি। সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছি। তার পরেও আমার নামে কালি লাগানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। এতে ক্রিকেট খেলারই অসম্মান করা হচ্ছে।"আজহারের অভিযোগ, হায়দরাবাদ ক্রিকেট সংস্থার সভাপতি থাকাকালীন দুর্নীতির বিরুদ্ধে মুখ খুলেছিলেন বলেই তাঁর বিরুদ্ধে বার বার ষড়যন্ত্র করা হয়। তিনি বলেন, "আমি দুর্নীতির বিরুদ্ধে মুখ খুলেছিলাম। তাই আমাকে আর নির্বাচনে দাঁড়াতে দেওয়া হয় না। এ ভাবে সত্যিকে চেপে রাখা যাবে না। হায়দরাবাদ ক্রিকেট সংস্থার বিরুদ্ধে তো সানরাইজার্স হায়দরাবাদও অভিযোগ করেছে। সবাই তো মিথ্যা বলতে পারে না। আমার আবেদন, ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড বিষয়টা দেখুক।"কী নিয়ে বিতর্ক? হায়দরাবাদের রাজীব গান্ধী আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে আজহারের নামে একটি স্ট্যান্ড রয়েছে। সেই স্ট্যান্ড সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি খেলার টিকিট থেকেও আজহারের নাম মুছে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে হায়দরাবাদ ক্রিকেট সংস্থাকে। দ্রুত এই নির্দেশ পালন করতে বলা হয়েছে।হায়দরাবাদ ক্রিকেট সংস্থার এথিক্স অফিসার ও অম্বুডস্ম্যান বিচারপতি ভি ঈশ্বরাইয়া এই নির্দেশ দিয়েছেন। চলতি বছর ২৮ ফেব্রুয়ারি আজহারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন লর্ডস ক্রিকেট ক্লাব। হায়দরাবাদ ক্রিকেট সংস্থার অধীনে থাকা ২২৬ সদস্যের মধ্যে এই ক্লাব একটি। তার পরেই সব খতিয়ে দেখে নির্দেশ দিয়েছেন ঈশ্বরাইয়া। রাজীব গান্ধী স্টেডিয়ামে যখন আজহারের নামে স্ট্যান্ড হয়েছিল, তখন তিনি সেই ক্রিকেট সংস্থার সভাপতি। যে বৈঠকে এই নামে সিলমোহর পড়েছিল, সেই বৈঠকেরও সভাপতিত্ব করেছিলেন আজহার। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, জোর করে নিজের নামে স্ট্যান্ডের নামকরণ করেছেন তিনি। এমনকি, টিকিটে যে তাঁর নাম থাকবে সেটিও তিনিই ঠিক করেছিলেন। ফলে তাঁর নাম সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।এই অভিযোগের জবাব দিয়েছেন আজহার। তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তিনি। আজহার জানিয়েছেন, এই নির্দেশের বিরুদ্ধে হাই কোর্টের দ্বারস্থ হবেন। সংবাদমাধ্যমে আজহার বলেন, "স্বার্থের সংঘাতের কোনও ঘটনা ঘটেনি। আমি এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করব না। আমি এত নীচে নামতে পারব না। ১৭ বছর ক্রিকেট খেলেছি। ১০ বছর অধিনায়ক ছিলাম। তার পরে আমি এই পেলাম। এ ভাবেই কি হায়দরাবাদে ক্রিকেটারদের সঙ্গে ব্যবহার করা হয়। সবাই দেখলে হাসবে। আমরা হাই কোর্টে যাব। আদালত ঠিক করে দেবে কী হবে।" তার পরেও আজহারের অভিযোগ থেকে স্পষ্ট, এই বিতর্ক এখানেই থামবে না। তা আরও বাড়বে।

বাকি রয়েছে ছ'ম্যাচ, আইপিএলের প্লে-অফে উঠতে হলে কী করতে হবে কলকাতা নাইট রাইডার্সকে?

এ বারের আইপিএলে আটটি ম্যাচের মধ্যে পাঁচটিতে হেরে গিয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। যে কারণে প্লে-অফে ওঠার রাস্তা এখন যথেষ্ট কঠিন হয়ে গিয়েছে তাদের জন্য। ইডেনে সোমবার ৩৯ রানে হারের পর হাতে রয়েছে ছ'টি ম্যাচ। কী ভাবে এখনও প্লে-অফে ওঠার আশা বেঁচে রয়েছে নাইটদের ?রবিবার ১৯৯ রান তাড়া করতে নেমে কলকাতা তোলে মাত্র ১৪৯ রান। যে হারের পর লিগ তালিকায় সাত নম্বরে রয়েছে তারা। ৮ ম্যাচে তিনটি জিতে ছ'পয়েন্ট পেয়েছে কলকাতা। আইপিএলের প্লে-অফে উঠতে হলে অন্তত ১৬ পয়েন্ট প্রয়োজন। সেটা করতে হলে বাকি ছ'টি ম্যাচের মধ্যে পাঁচটিতে জিততে হবে কেকেআর-কে। কিন্তু বহু বার আইপিএলে দেখা গিয়েছে ১৬ পয়েন্ট নিয়েও প্লে-অফে ওঠা নিশ্চিত করা যায়নি। তেমন পরিস্থিতি হলে কলকাতা চাপে পড়ে যাবে নেট রানরেটের কারণে। এখন কেকেআরের রানরেট -০.৬৩৩। চতুর্থ স্থানে থাকা পঞ্জাব কিংসের (০.১৭৭) থেকে অনেকটাই কম।কলকাতা যদি বাকি ছ'টি ম্যাচই জিতে নেয় তা হলে সর্বোচ্চ ১৮ পয়েন্টে পৌঁছোতে পারবে। তা হলে প্লে-অফে ওঠার সুযোগ একটু বেশি থাকবে। কলকাতার পরের ম্যাচ শনিবার। সে দিনও ইডেনে খেলবে তারা। পঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে সেই ম্যাচ হারলে আরও চাপে পড়ে যাবে কেকেআর।অতীতে যদিও প্রথম দিকে পর পর হেরে যাওয়া দলও ঘুরে দাঁড়িয়েছে। প্লে-অফে উঠে ফাইনাল খেলে চ্যাম্পিয়নও হয়েছে। কিন্তু কেকেআর এই মুহূর্তে যে ভাবে খেলছে, তাতে তেমনটা আশা করাও কঠিন হয়ে যাচ্ছে।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু

চিকিৎসা, সামাজিক ভাতা প্রদান সহ সাহায্য প্রত্যাশীদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ

বিতীর্ণ প্রতিনিধি, আগরতলা।। মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচির ৪১তম পর্বে আজও মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা সমস্যা পীড়িত মানুষের অভাব ও অভিযোগের কথা শোনেন। মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষুতে আগত সাহায্য প্রত্যাশীদের মধ্যে অধিকাংশই এসেছেন চিকিৎসায় সহায়তার আর্জি নিয়ে। মুখ্যমন্ত্রী তাদের রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং চিকিৎসকদের উপর আস্থা রাখার জন্য আহ্বান জানান।তেলিয়ামুড়ার গোপাল দেবনাথ তার সাড়ে ৩ বছরের ছেলের চিকিৎসায় সহায়তার আর্জি নিয়ে আজ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন। গোপাল দেবনাথের ছেলে জন্মগত মস্তিষ্কের সমস্যায় আক্রান্ত। মুখ্যমন্ত্রী গোপাল দেবনাথের ছেলের চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেখে সঙ্গে সঙ্গেই প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের জন্য জি.বি.পি. হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারকে নির্দেশ দেন। লঙ্কামুড়ার কাজল দেবনাথ তার ছেলের চিকিৎসার সহায়তার আর্জি নিয়ে মুখ্যমীর দ্বারস্থ হন। কাজল দেবনাথের ছেলে ব্রেইন টিউমারে আক্রান্ত হয়ে বর্তমানে জি.বি.পি. হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। মুখ্যমন্ত্রী কাজল দেবনাথের ছেলের চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেখে সহায়তা প্রদানের আশ্বাস দেন। অনুরূপভাবে মুখ্যমী সমীপেষু কর্মসুচিতে আগত অমরপুরের শিবাদেবী জমাতিয়ার ছেলের চিকিৎসা, আগরতলার পূর্ব শিবনগরের অজিত সাহার মেয়ের চিকিৎসা, আগরতলার লঙ্কামুড়ার সমীর ঘোষ, মধ্য ভুবনবনের প্রদীপ দেব, বিলোনীয়ার পূর্ব কলাবাড়িয়ার রাহুল শর্মা, বিলোনীয়ার ঋষ্যমুখের লক্ষীকান্তপাটারি, আগরতলার বি. কে. রোডের তীর্থ পাল, উত্তর চাম্পামুড়ার অর্চনা দাস (সিংহ), বড়দোয়ালীর সনব সাহা, অপু শীল, কমলপুরের সূর্যধন সিনহার ছেলের চিকিৎসা, অমরপুরের কার্তিক চন্দ্র সাহা তার ছেলে ও স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর সাহায্য চেয়েছেন।রাজ্যেই যেহেতু উন্নত চিকিৎসার বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা রয়েছে সেই সুযোগ গ্রহণের জন্য মুখ্যমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট সাহায্য প্রত্যাশীদের পরামর্শ দেন। এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচিতে আগত আগরতলার প্যালেস কম্পাউণ্ডের শান্তনু কুমার করের দিব্যাঙ্গ ছেলের, ভট্টপুকুরের সরস্বতী সাহা এবং বাধারঘাটের মাতপল্লীর অঞ্জনা সাহা (রায়)-কে সামাজিক ভাতা প্রদানের বিষয়েও মুখ্যমী সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের অতিরিক্ত অধিকর্তাকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন।

বিরল প্রজাতির ‘লেপার্ড ক্যাট’ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৩ এপ্রিল।। নির্বিচারে বন ধ্বংসের ফলে বিপন্ন হচ্ছে জীববৈচিত্র্য। তারই জ্বলন্ত প্রমাণ মিলল তেলিয়ামুড়ার রাজনগর এলাকায়। শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত এই গ্রামীণ জনপদে বুধবার গভীর রাতে একটি বিরল প্রজাতির বন্যপ্রাণী লোকালয়ে প্রবেশ করায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।স্থানীয়রা জানিয়েছে, রাজনগরের একটি বাড়িতে হঠাৎ করেই একটি বাঘের মতো দেখতে প্রাণী ঢুকে পড়ে। বাড়ির লোকজন প্রাণীটিকে দেখতে পেয়েই আতঙ্কে চিৎকার করে ওঠেন। তাদের চেঁচামেচি শুনে আশপাশের মানুষজন ছুটে এসে একত্রিতভাবে প্রাণীটিকে আটক করতে সক্ষম হন।পরবর্তীতে এই ঘটনার খবর জানানো হয় তেলিয়ামুড়া বনদপ্তরকে। বনদপ্তরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে প্রাণীটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যান তেলিয়ামুড়া রেঞ্জ অফিসে। বিষয়টি নিয়ে কর্তব্যরত ফরেস্ট অফিসার অবিনাশ দাস জানান, “উদ্ধার হওয়া প্রাণীটি একটি বিরল প্রজাতির, যার নাম লেপার্ড ক্যাট। বর্তমানে প্রাণীটিকে বনদপ্তরের তত্ত্বাবধানে রাখা হয়েছে। ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী, উপযুক্ত স্থানে এই প্রাণীটিকে ছেড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।” তিনি আরও বলেন, “নিয়মিত বনাঞ্চল ধ্বংসের ফলে বন্যপ্রাণীরা তাদের প্রাকৃতিক আবাস ছেড়ে লোকালয়ে ঢুকে পড়ছে। এটি শুধু তাদের জীবনের জন্য হুমকি নয়, মানুষের কাছেও একটি বিপদের কারণ হতে পারে।”

কৃষকগণ পশুপালনের মাধ্যমেও স্বনির্ভর হয়ে উঠছেন: পর্যটনমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল।। কৃষকরা আমাদের অন্নদাতা। তাদের আর্থিক ভিত্তিকে শক্তিশালী ও স্বনির্ভর করে তুলতে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার নানা জনকল্যাণমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ণ করে চলেছে। আজ প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের উদ্যোগে জিরানীয়া ব্লকের শচীন্দ্রনগর গ্রামপঞ্চায়েতের কাঁঠালতলীতে একদিবসীয় ব্লকভিত্তিক পশু-পাখী মেলা ও প্রদর্শনীর উদ্বোধন করে একথা বলেন পরিবহণ, খাদ্য ও পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। তিনি আরও বলেন, সরকার সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। কৃষকগণ আজ শুধুমাত্র চাষাবাদ করেই নয়, পশুপালনের মাধ্যমেও আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হয়ে উঠেছেন। এতে তাদের জীবনযাত্রার মান যেমন উন্নত হচ্ছে, তেমনি গ্রামীণ অর্থনীতিও শক্তিশালী হচ্ছে। তিনি বলেন, সরকার সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস এই মূলমন্ত্রকে পাথেয় করে কৃষকদের উন্নয়নের জন্য নানান প্রকল্প বাস্তবায়ণ করছে। তিনি পিএম কিষাণ সম্মান নিধি, সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় কর্মসূচি ও প্রাণীসম্পদ উন্নয়নমূলক নানা সহায়তা প্রকল্প সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি কৃষকদের এই সব প্রকল্পের সুফল গ্রহণ করার আহ্বান জানান।এই পশুপাখী মেলা ও প্রদর্শনীতে আশপাশের বিভিন্ন গ্রাম থেকে কৃষক ও পশুপালকগণ অংশগ্রহণ করেন এবং আধুনিক পশুপালন পদ্ধতি ও প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য ও প্রদর্শন উপভোগ করেন। জাতীয় লাইভস্টক মিশনের অন্তর্গত এই একদিবসীয় মেলায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন জিরানীয়া প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের সহ অধিকর্তা প্রীতম সরকার। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল, জিরানীয়া নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন রতন কুমার দাস, জিরানীয়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান প্রীতম দেবনাথ, জিরানীয়া বিএসি চেয়ারম্যান শুভমনি দেববর্মা, জিরানীয়া পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান রূপালী দাস, প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের অধিকর্তা ডা. এন কে চঞ্চল, বিশিষ্ট সমাজসেবী রণজিৎ রায় চৌধুরী প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শচীন্দ্রনগর গ্রামপঞ্চায়েতের প্রবীণ ব্যক্তিত্ব অনুপ দাস। পশুপাখী মেলা উপলক্ষে মৎস্য, কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তর থেকে প্রদর্শনী স্টল খোলা হয়। একদিবসীয় পশু-পাখি প্রদর্শনী অনুষ্ঠানে যেসকল পশুপালক অংশগ্রহণ করেন তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন অনুষ্ঠানের অতিথিগণ।

৪২০ কেজি গাঁজা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ২৩ এপ্রিল।। নেশার বিরুদ্ধে লাগাতার অভিযানে ফের সাফল্য পেল সোনামুড়া থানার পুলিশ। রাজ্য গোয়েন্দা বিভাগের সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে গতকাল সোনামুড়া থানাধীন উরমাই এলাকায় অভিযান চালিয়ে বিশাল পরিমাণে গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে।
থানার আধিকারিকরা জানিয়েছেন, উরমাই এলাকার বাসিন্দা রফিক মিয়ার বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে মাটির নিচে পুঁতে রাখা ১৩টি ড্রামে মোট ৪২০ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করা হয়। অভিযানে বাড়ির মালিক রফিক মিয়াকে আটক করে তার বিরুদ্ধে NDPS আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে। ঘটনা সম্পর্কে সোনামুড়া থানার অফিসার-ইন-চার্জ (ওসি) জয়ন্ত কুমার দে জানান, উদ্ধার হওয়া গাঁজার বাজারমূল্য আনুমানিক ১২ থেকে ১৫ লক্ষ টাকা হতে পারে। তিনি আরও বলেন, “নেশা বিরোধী অভিযানে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ভবিষ্যতেও সোনামুড়া থানা এলাকায় এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।”
উল্লেখযোগ্য যে, গত কয়েকদিনে সোনামুড়া থানা পুলিশের একাধিক অভিযানে প্রচুর পরিমাণে গাঁজা উদ্ধার হয়েছে, যা স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দিচ্ছেনেশামুক্ত রাজ্য গড়ার পথে একধাপ এগিয়ে চলেছে পুলিশ প্রশাসন।

কৈলাসহরে নাবালিকাকে হেনস্থার অভিযোগে যুবক আটক, উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৩ এপ্রিল।। কৈলাসহর ডাকবাংলা সংলগ্ন এলাকায় এক নাবালিকাকে হেনস্তার অভিযোগে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটার পর স্থানীয় জনতার ক্ষোভে অভিযুক্ত যুবককে আটক করে উত্তম-মধ্যম দেওয়া হয়। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।
জানা গেছে, বৌলাবাসা এলাকার এক ১৬ বছর বয়সী নাবালিকাকে রাস্তা থেকে হঠাৎ করে হাতে ধরে টান দেওয়ার চেষ্টা করে মোহাম্মদ লুৎফুর আলী নামে এক যুবক। অভিযুক্ত যুবকের বাড়ি আসাম রাজ্যের ধুবড়ি জেলার কয়বর আলীর পুত্র। সে ওই এলাকায় একটি সরকারি নির্মাণাধীন ভবনের কাজ করতে এসেছিল।
ঘটনার পরপরই স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এসে অভিযুক্তকে ধরে মারধর শুরু করে। উত্তেজনার খবর পেয়ে কৈলাসহর থানার ওসি সুকান্ত সেন চৌধুরীর নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং অভিযুক্তকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত বর্তমানে কৈলাসহর থানার হেফাজতে রয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। স্থানীয়রা আরও জানান, অভিযুক্ত যুবক পূর্বেও ওই নাবালিকার সঙ্গে প্রায়শই ঘোরাফেরা করত এবং তার সঙ্গে পরিচয় ছিল।
এই ঘটনার জেরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এবং নাবালিকার পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে।

বিদ্যালয়ে চুরির ঘটনা, উধাও নগদ অর্থ ও ল্যাপটপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৩ এপ্রিল।। উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগর মহকুমার কৃষ্ণপুর দ্বাদশ মান বিদ্যালয়ে চাঞ্চল্যকর চুরির ঘটনা ঘটেছে। মঙ্গলবার গভীর রাতে অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরা বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে বেশ কয়েকটি কক্ষের তালা ভেঙে নগদ অর্থ ও গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রী চুরি করে নিয়ে যায়। বিদ্যালয়ের শিক্ষক ব্রজ গোপাল নাথ জানান, বুধবার সকাল ৯টা নাগাদ প্রধান শিক্ষকের কাছ থেকে ফোন পেয়ে তিনি বিদ্যালয়ে ছুটে আসেন। বিদ্যালয়ে এসে দেখতে পান দুটি প্রবেশদ্বারের তালা ভাঙা। খবর দেওয়া হয় এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ও স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধিদের। পরে ধর্মনগর থানায় খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে।
বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও অফিস কক্ষসহ একাধিক কক্ষের তালা ভাঙা অবস্থায় পাওয়া যায়। চোরেরা বিদ্যালয়ে থাকা মোট ২৮টি সাধারণ আলমারি ও একটি দামি গডরেজ কোম্পানির লোহার আলমারি ভেঙে ভেতরে থাকা সমস্ত কাগজপত্র এলোমেলো করে ফেলে দেয়।
শিক্ষক ব্রজ গোপাল নাথ আরও জানান, বিদ্যালয়ে চলতি ভর্তির কাজের জন্য প্রায় ৪০ থেকে ৫০ হাজার টাকা নগদ রাখা ছিল, যা চোরেরা নিয়ে যায় বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। এছাড়াও বিদ্যালয়ের একটি ল্যাপটপ ও দুটি টেবিলও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।
ধর্মনগর থানার পুলিশ আধিকারিকরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে প্রাথমিক তদন্তের পর একটি সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে এবং তদন্ত শুরু হয়েছে। এলাকায় এই চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অভিভাবক ও এলাকাবাসীরা।

দোকান মালিকের হাতে মারধরের শিকার খরিদ্দার, থানায় অভিযোগ দায়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৩ এপ্রিল।। গরমের দিনে এক বোতল কোল্ড ড্রিংস কিনতে গিয়ে মারধরের শিকার হলেন এক খরিদ্দার। দোকান মালিকের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন আহত ব্যক্তি। ঘটনাটি ঘটেছে ঊনকোটি জেলার কৈইয়াডেপা বাজারে।
জানা গেছে, পুরাতল রাজনগর এলাকার বাসিন্দা সুমন লস্কর ধান কাটার কাজে কৈইয়াডেপা বাজার সংলগ্ন এলাকায় এসেছিলেন। প্রচণ্ড গরমে তৃষ্ণা পেয়ে তিনি বাজারের বাপন দাসের দোকানে কোল্ড ড্রিংস কিনতে যান। অভিযোগ অনুযায়ী, অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর তিনি দোকান মালিককে তাড়াতাড়ি দেওয়ার অনুরোধ করেন। সেসময় দোকান মালিক বাপন দাস মদ বিক্রিতে ব্যস্ত ছিলেন বলে দাবি করেন সুমন।
তর্ক-বিতর্কের এক পর্যায়ে উত্তেজিত হয়ে দোকান মালিক বাপন দাস ক্রেতা সুমন লস্করকে দোকান থেকে বেরিয়ে এসে প্লাস্টিকের পাইপ দিয়ে মারধর করেন। মাথায় আঘাত লাগার ফলে চোখের উপরের অংশ ফেটে যায় এবং রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে যান তিনি। অল্পের জন্য চোখ রক্ষা পায়।
পরে স্থানীয়রা আহত সুমনকে উদ্ধার করে মধুপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তিনি মধুপুর থানায় দোকান মালিক বাপন দাসের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। স্থানীয়রা দোকান মালিকের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার দাবি করেছেন। মধুপুর থানার পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

হারিয়ে যাওয়া মোবাইল উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৩ এপ্রিল।। বিভিন্ন সময়ে হারিয়ে যাওয়া আটটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করে সেগুলি মঙ্গলবার দুপুরে মালিকদের হাতে তুলে দিল কৈলাসহর থানার পুলিশ।
সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কৈলাসহর থানার ওসি সুকান্ত সেন চৌধুরী জানানএই সাফল্যের মূল কারিগর কৈলাসহর থানার এএসআই মতিলাল মালাকার। তাঁর আপ্রাণ প্রচেষ্টাতেই উদ্ধার হয়েছে এই আটটি মোবাইল।ওসি আরও জানান, উদ্ধার হওয়া মোবাইলগুলোর বেশ কিছু গত বছর এবং কিছু চলতি বছরের প্রথমদিকে হারিয়ে গিয়েছিল। মোবাইলের প্রকৃত মালিকদের বাড়ি উত্তর জেলার ধর্মনগর, ঊনকোটি জেলার কুমারঘাট ফটিকরায় ও কৈলাসহর এলাকায় অবস্থিত। উল্লেখযোগ্য যে, হারিয়ে যাওয়ার পর প্রত্যেক মোবাইলের মালিক সংশ্লিষ্ট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে এএসআই মতিলাল মালাকার মোবাইলগুলি ট্র্যাক করে উদ্ধারে সফল হন।
এএসআই মালাকারের আগে থেকেই হারানো মোবাইল উদ্ধারে সুনাম রয়েছে। তিনি এর আগেও শতাধিক মোবাইল উদ্ধার করেছেন এবং বর্তমানে এই কার্যক্রম তিনি ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে যাচ্ছেন।মোবাইল ফিরে পেয়ে মালিকরা খুশি ও আবেগাপ্লুত। তাঁরা কৈলাসহর থানার পুলিশ প্রশাসন, বিশেষ করে এএসআই মতিলাল মালাকারকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। পুলিশের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছে এলাকাবাসী।

জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল।। আজ ত্রিপুরা বোর্ড অফ জয়েন্ট এন্ট্রান্স এক্সামিনেশন পরিচালিত এ বছরের জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এবছর মোট ৫২৯৬ পরীক্ষার্থী রাজ্যের ১৫ টি কেন্দ্রে পরীক্ষায় বসে। এদের মধ্যে ২৫১৫ জন ছাত্র এবং ২৭৮১ জন ছাত্রী।আবেদনকারী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ৬৪৪ জন পিসিএম গ্রুপের জন্য, ৩০৪৮ জন পিসিবি গ্রুপের জন্য এবং ১৬০৪ জন উভয় গ্রুপের জন্য আবেদন করেছে। এবার পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় আটটি পরীক্ষা কেন্দ্র এবং বাকি সব জেলাতে একটি করে পরীক্ষা কেন্দ্র রাখা হয়েছে।আজ সকাল ১১ টা থেকে ১২ টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত ফিজিক্স এবং কেমিস্ট্রি পরীক্ষা। পরবর্তীতে বায়োলজি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ১টা ৩০ মিনিট থেকে ২:১৫ পর্যন্ত। অংক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে বেলা তিনটা থেকে তিনটা ৪৫ মিনিট পর্যন্ত।

প্রয়াত দুর্গা প্রসন্ন’র স্মরণে ঋণ শোধ করে পরিবারকে দলিল ফিরিয়ে দিল এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল।। উষা বাজার ভারতরত্ন সংঘের প্রয়াত সম্পাদক দুর্গা প্রসন্ন দেব ওরফে বিকির মৃত্যুবার্ষিকীতে এক ব্যতিক্রমী উদ্যোগে সামিল হলেন ক্লাব ও এলাকার মানুষজন। প্রয়াত বিকির ব্যাংক ঋণ শোধ করে তার স্ত্রীর হাতে বাড়ির দলিল তুলে দিলেন তারা।গত বছরের এই দিনে দুস্কৃতিকারীদের গুলিতে নির্মমভাবে নিহত হন বিকি। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর পর পরিবারটি গভীর সংকটে পড়ে। বিকি জীবিত অবস্থায় একটি জাতীয়কৃত ব্যাংক থেকে বাড়ির দলিল দেখিয়ে ১০ লক্ষ ৬০ হাজার টাকার ঋণ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর সেই ঋণ আর শোধ করা সম্ভব হয়নি পরিবারটির পক্ষে।বিকির স্মৃতিকে সম্মান জানিয়ে এবং তাঁর পরিবারের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করে, ভারতরত্ন সংঘ ও এলাকার বাসিন্দারা সম্মিলিতভাবে অর্থ সংগ্রহ করে বুধবার ঋণ সম্পূর্ণ শোধ করেন এবং মৃত বিকির স্ত্রীর হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে দলিল তুলে দেন।এই উপলক্ষে আয়োজিত এক স্মরণসভায় ক্লাবের বর্তমান সম্পাদক চন্দন চক্রবর্তী জানান, “বিকি আমাদের পরিবারের একজন সদস্য ছিলেন। তাঁর আত্মত্যাগ এবং সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা আমাদের অনুপ্রেরণা। আমরা চাইনি তাঁর পরিবার ঋণের বোঝা নিয়ে এগোতে থাকুক।”
উল্লেখ্য, বিকির হত্যাকাণ্ড ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল ঊষা বাজার এলাকা। এলাকাবাসীর লাগাতার দাবিতে পুলিশ ঘটনার মূল অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে। তবে এখনও বিচার প্রক্রিয়া চলমান।

শিক্ষকের বাড়িতে চুরির হানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২৩ এপ্রিল।। মাত্র একদিনের ব্যবধানে ফের চাঞ্চল্যকর চুরি, এবার খোয়াই শহরের বিপিসি পাড়ার এক শিক্ষকের বাড়িতে। পৌরসভার কাউন্সিলারের বাড়িতে চুরির ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই নতুন করে এই চুরির ঘটনায় শহরজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে আতঙ্ক, ক্ষোভ ও প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন।জানা গেছে, আক্রান্ত বাড়ির গৃহকর্তা প্রশান্ত দেবরায় ও তাঁর স্ত্রীউভয়েই পেশায় শিক্ষক। আজ দুপুর ১টা নাগাদ বাড়িতে কেউ না থাকায় সেই সুযোগে চোরের দল নগদ ১০ হাজার টাকা এবং কিছু স্বর্ণালংকার নিয়ে চম্পট দেয়। যদিও পরিবারটি গতকালের চুরির ঘটনার পর কিছুটা সতর্ক ছিলেন, তবুও সম্পূর্ণ ক্ষতি এড়ানো যায়নি।এই ঘটনায় স্থানীয় মানুষদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষের সঞ্চার হয়েছে।

রেগার মজুরি বৃদ্ধি সহ বিভিন্ন দাবিতে সিপিএম’র বিক্ষোভ মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল।। রেগার মজুরি বৃদ্ধি, গ্রামের রেগার কাজ চালু রাখা ও সময়মতো মজুরি প্রদান, রাস্তাঘাট সংস্কার এবং পানীয় জলের সুব্যবস্থা সহ একাধিক দাবিতে বুধবার জলেফা বাজারে বিক্ষোভ মিছিল ও পথসভা আয়োজন করলো সিপিআই(এম)।
এইদিন মিছিলটি সাব্রুমের জলেফা বাজারের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে এবং পরে বাজার চত্বরে এক পথসভায় মিলিত হয়। মিছিলে অংশ নেন এলাকার সিপিআই(এম)-এর নেতৃত্ব, কর্মী-সমর্থক এবং সাধারণ মানুষ।পথসভা থেকে বক্তারা অভিযোগ করেন, বর্তমান সরকার রেগার কাজ কমিয়ে দিয়েছে, যার ফলে গ্রামের সাধারণ মানুষ চরম আর্থিক দুর্দশার মুখে পড়েছেন। এছাড়া সময়মতো মজুরি না পাওয়ায় শ্রমিকরা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন বলে দাবি তোলেন বক্তারা।
তাঁরা আরও বলেন, গ্রামে এখনও অনেক জায়গায় রাস্তার বেহাল অবস্থা, এবং পানীয় জলের সুবিধাও অত্যন্ত সীমিত। এইসব মৌলিক সমস্যা সমাধানের দাবিতে আগামী দিনে আন্দোলন আরও জোরদার করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন দলীয় নেতৃত্ব।

অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৩ এপ্রিল।। মধ্যরাতে শহরের উপকণ্ঠে রাস্তার পাশে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকা এক মহিলাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল ঊনকোটি জেলার জেলাসদর কৈলাসহরে। বৌলাপাশা এলাকায় মূল সড়কের ধারে আকণ্ঠ মদ্যপান অবস্থায় পড়ে থাকা ওই মহিলাকে উদ্ধারে এগিয়ে এলো না কেউ। দীর্ঘ সময় পর শহরের বহিরাগত কয়েকজন যুবক এবং সংবাদ প্রতিনিধিদের সহায়তায় তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় রাজীব গান্ধী মেমোরিয়াল মহকুমা হাসপাতালে।জানা গেছে, ঘটনার সময় পথচারী ও স্থানীয় বাসিন্দারা কেউই ওই মহিলাকে সাহায্যের হাত বাড়াননি। পরবর্তীতে শহরের অন্য এলাকার কয়েকজন যুবক ঘটনাস্থলের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বিষয়টি লক্ষ্য করেন এবং কথা বলার চেষ্টা করলেও মহিলা কথা বলতে অক্ষম ছিলেন। অতিরিক্ত মদ্যপানে তিনি সম্পূর্ণ অচেতন অবস্থায় ছিলেন।সংবাদমাধ্যমের সহায়তায় যুবকেরা মহিলাকে ইরিক্সাতে করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে, সেখানে চিকিৎসা শুরুর আগে ওই মহিলা হাসপাতালের স্বাস্থ্যকর্মী ও সিকিউরিটি গার্ডদের সঙ্গে অশালীন আচরণ করেন। ঘটনার পর চিকিৎসক কৈলাসহর থানার ওসি সুকান্ত সেন চৌধুরীর কাছে অভিযোগ জানালে, পুলিশ এসে মহিলাকে থানায় নিয়ে যায়।এই ঘটনার প্রেক্ষিতে শহরজুড়ে সৃষ্টি হয়েছে তীব্র প্রতিক্রিয়া ও উদ্বেগ। স্থানীয় প্রবীণ নাগরিক এবং অবসরপ্রাপ্ত চিকিৎসক ডঃ দেবাশীষ তরফদার জানান, ’এ ধরনের ঘটনা প্রমাণ করে যে সাংস্কৃতিক শহর কৈলাসহরে সামাজিক অবক্ষয় তীব্রতর হচ্ছে। আগে যেখানে মদ্যপান পুরুষদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, বর্তমানে তরুণীরাও এতে জড়িয়ে পড়ছে। এর জন্য মূল্যবোধহীন শিক্ষা এবং মোবাইল প্রযুক্তিকে দায়ী করা উচিত।’তিনি আরও বলেন, ’এভাবে চলতে থাকলে কৈলাসহরের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি মারাত্মকভাবে বিপন্ন হবে। নতুন প্রজন্মকে সচেতন করার জন্য পরিবার, সমাজ এবং প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগ নেওয়া জরুরি।’উল্লেখ্য, এর আগেও ঠিক একই ধরনের ঘটনা ঘটে গত বছরের ১৫ নভেম্বর শহরের মূক ও বধির বিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকায়। ওইদিনও এক মদমত্ত তরুণীকে গভীর রাতে রাস্তার পাশে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করে জনতা পুলিশের হাতে তোলে দেয়।

ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে ১০ দিন ধরে নেই শিশু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, বন্ধ সিটি স্ক্যান পরিষেবা চরম দুর্ভোগে রোগীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৩ এপ্রিল: খোদ ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের পরিসেবা নিয়ে চরম ক্ষোভ দেখা দিয়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। বিগত দশ দিন ধরে হাসপাতালে নেই কোনও শিশু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। একই সঙ্গে বন্ধ রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ সিটি স্ক্যান পরিষেবাও। এর জেরে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা রোগী ও তাঁদের আত্মীয়স্বজনরা।
ভগবান নগর এলাকায় অবস্থিত এই জেলা হাসপাতালে প্রতিদিন বহু রোগী চিকিৎসার আশায় আসেন। কিন্তু গত এক সপ্তাহের বেশি সময় ধরে শিশু চিকিৎসকের অভাবে তাদের ফিরে যেতে হচ্ছে বিনাচিকিৎসায়। কেউ কেউ টানা চার-পাঁচ দিন ধরেও হাসপাতালে এসেছেন, কিন্তু কোনও চিকিৎসা না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরে গেছেন। অনেক অভিভাবক তাঁদের অসুস্থ শিশুদের ভর্তি করিয়েও পড়েছেন চরম অসহায় অবস্থায়।
জানা গেছে, জেলা হাসপাতালে মাত্র একজন শিশু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক কর্মরত ছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি এক দুর্ঘটনায় তিনি আহত হয়ে শয্যাশায়ী অবস্থায় রয়েছেন। তবে উদ্বেগের বিষয়, তাঁর অনুপস্থিতিতে বিকল্প কোনও চিকিৎসক এখনও নিয়োগ করা হয়নি। ফলে শিশু বিভাগে চিকিৎসা কার্যত বন্ধ। এ নিয়ে হাসপাতাল চত্বরে রোগীর আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। কেউ কেউ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে প্রকাশ্যে গালিগালাজ করতেও শোনা গেছে।
এ বিষয়ে হাসপাতালে কর্তব্যরত কোনও আধিকারিক সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের উত্তর দিতে রাজি হননি। এমনকি জেলার স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষ থেকেও এখনো কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ।তবে শুধু শিশু চিকিৎসাই নয়, দীর্ঘদিন ধরেই এই হাসপাতালে বন্ধ রয়েছে সিটি স্ক্যান পরিষেবাও। রোগীদের অভিযোগ, এই পরিষেবা বন্ধ থাকায় বাহিরের বেসরকারি ক্লিনিকে অতিরিক্ত অর্থ খরচ করে স্ক্যান করাতে হচ্ছে।
হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা অনেকের মতে, একসময় ডা. শর্মিষ্ঠা সরকার যখন এখানে কর্মরত ছিলেন, তখন শিশু বিভাগে নিয়মিত পরিষেবা পাওয়া যেত। তাঁর বদলির পর থেকেই সমস্যা শুরু হয়েছে বলে অনেকের অভিমত। জেলার একমাত্র বড় সরকারি হাসপাতালের এহেন বেহাল দশায় আতঙ্কিত ও ক্ষুব্ধ জেলার সাধারণ মানুষ।

ভেঙে পড়লো বিদ্যুতের খুঁটি অল্পের জন্য রক্ষা স্কুলছাত্র ও চালক

নিজস্ব প্রতিনিধিষ বিলোনিয়া, ২৩ এপ্রিল :বুধবার দুপুরে বিলোনিয়া গিরিধারী টিলা এলাকায় ঘটে গেল এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। চলন্ত একটি রিকশার উপর হঠাৎ করেই ভেঙে পড়ে একটি বিদ্যুতের খুঁটি। অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান রিকশাচালক সুমন ও তার রিকশায় থাকা আনন্দমার্গ স্কুলের এক ছাত্র। ঘটনাটিকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।
প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই খুঁটির নির্মাণকাজে গাফিলতি করে আসছে এক ঠিকাদার সংস্থা। অভিযোগ, কোনোরকম মান বজায় না রেখেই বিদ্যুৎ খুঁটির পোতার কাজ চালানো হচ্ছিল। এর জেরেই বুধবার ঘটে যায় এই বিপত্তি।
ঘটনার পরপরই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্কুলছাত্রের পরিবার ও রিকশাচালকের আত্মীয়স্বজন। এলাকাবাসী ক্ষোভে ফেটে পড়ে নির্মাণ সংস্থার বিরুদ্ধে। মুহূর্তে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে গিরিধারী এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিলোনিয়া থানার পুলিশ এবং বিদ্যুৎ নিগমের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। পরিস্থিতি সামাল দিতে তারা দ্রুত হস্তক্ষেপ করে। অবশেষে বিদ্যুৎ নিগমের ম্যানেজার আশ্বাস দেন, গাফিলতির জন্য দায়ী ঠিকাদার সংস্থার বিরুদ্ধে মামলা করা হবে। এর পরই কিছুটা প্রশমিত হয় উত্তেজনা। তবে এই ঘটনাকে ঘিরে স্থানীয়দের মধ্যে নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas